



ইলিয়াসী আবলীগ ও দীনে ইসলামের আবলীগ

অধ্যাপক মাওলানা হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলীয়াভী

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : “তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি কথা হলেও তা প্রচার কর। আর যে ব্যক্তি (জাল তথা বানোয়াট হাদীস প্রভৃতির মাধ্যমে) আমার বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলে সে তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নিক।”

—বুখারী, মিশকাত— ৩২ পৃষ্ঠা।

ইসলাম ধ্বংসে তাবলীগ জামা‘আত ও বিভ্রান্তির বেড়াজালে

[১ম ও ২য় খণ্ড]

মাওলানা হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী

অধ্যাপক

কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা

এম.এম. ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট রেকর্ড, প্রাইজ ও স্কলারশিপ প্রাপ্ত (কলিকাতা)

ডিপ ইন উর্দু ফার্স্ট ডিভিশন, ফার্স্ট রেকর্ড, স্টাইপেন্ড প্রাপ্ত

এম.এ. (আলীগড়)।

ইসলাম ধ্বংসে তাবলীগ জামা'আত ও বিভ্রান্তির বেড়াঙ্কালে

[১ম ও ২য় খণ্ড]

মাওলানা হাফিজ শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী

প্রকাশনায়

আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা

২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা- ১১০০

ফোন : ৭১ ৬৫ ১৬৬

সর্বস্বত্ত্ব

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব ও সংরক্ষিত

প্রকাশকাল

তৃতীয় সংস্করণ

সেপ্টেম্বর- ২০০৫ ইংরেজি

আশ্বিন- ১৪১২ বাংলা

শা'বান- ১৪২৬ হিজরী

কম্পিউটার কম্পোজ

যোহরা প্রকাশনী

৮৯, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন

(বংশাল বড় মাসজিদের গলি), বংশাল, ঢাকা- ১১০০

☎ ৭১২৫৯২৩, ০১৯১-৩৬৭৭৫৩

বিনিময় : ৩৫/= (পঁয়ত্রিশ টাকা)

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

নিবেদন

ইংরেজী আঠার শতকের শেষার্ধ্বে দিল্লী ও তার আশেপাশের এলাকার মুসলিম মহিলারা শীতলা দেবীর পূজো দিত। তারা মুহাব্বরম মাসের প্রথম দশকে চুড়ি পরা, মেহদী লাগানো, ভাল কাপড় পরা, তেল ও আতর মাখা, পান খাওয়া ও বিয়ে শাদী করা হারাম মনে করত এবং হুসাইন রাযিআল্লাহু আনহুর কারবালায় শহীদ হবার শোকে অশ্রুপাতকে জন্মাতে তার জন্য মুক্তার ইমারত তৈরীর কারণ ভাবত। সম্ভ্রান্ত বংশের নারীরা বিভিন্ন মাযারে চিল্লা দিত। পাঞ্জাবের কিছু খান্দাবাজ নারী মেয়েদের মুরীদ বানাত।

(মিরখা হাইরাত দেহলভী রচিত হয়্যাতে তাইয়্যিবাহ- ১৫০-১৫২ পৃষ্ঠা)

উক্ত সমস্ত রকম শির্ক ও বিদ'আতের যিনি মূলোৎপাটনের জন্য আত্মাণ চেষ্টা করেন ভারতের সেই অনন্য মুজাহিদ 'আল্লামা ইসমাইল শহীদ (জন্ম আনুমানিক ১৭৭৯ এবং শাহাদাত মে ১৮৩১ ইসাযী) রহমাতুল্লাহি 'আলাইহির রুহের শান্তির উদ্দেশ্যে এই বইটি আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

মোর এই নগণ্য কীর্তি
তাই মম অগোচরে

স্মরণ করাবে মম স্মৃতি
দু'আ করিও মোর তরে

-ঐচ্ছকার

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশনার কথা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد :

ইসলাম কারো মনগড়া ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থা নয়। এটা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বা দ্বীন। আর এ দ্বীন প্রচারিত হয়েছিল নারী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে। এ দ্বীনের মূলমন্ত্র হচ্ছে- আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর রসূল।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ও নীতি যা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে সংরক্ষিত রয়েছে তা-ই আমাদের জন্য একমাত্র অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

এই ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সকল মুসলিমেরই ঈমানী দায়িত্ব রয়েছে। বিধায় বিভিন্নভাবে দেশে বিদেশে ইসলামের প্রচারও হচ্ছে।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, মুসলিম সমাজে ক্রমশই আল্লাহ প্রদত্ত আল-কুরআন ও সুন্নাতে নাববীর নির্ধারিত দ্বীনের পরিবর্তে কিছু মনগড়া নবাবিষ্কৃত আদর্শ ও নীতি অনুপ্রবেশ করছে। যার ফলশ্রুতিতে আমরা প্রকৃত ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে তাওহীদ ও সুন্নাহর পরিবর্তে শির্ক ও বিদ'আতের প্রাদুর্ভাব ঘটছে।

আমরা অনেক ক্ষেত্রেই, যা প্রকৃত ইসলাম নয় সেটাকেই ইসলাম মনে করছি। বিশেষ করে যারা দ্বীনী তাবলীগের মেহনত করছেন তাঁদের অবশ্যই আল্লাহর কুরআন ও তাঁর রসূলের সহীহ হাদীসের অনুসরণ করেই প্রচার ও তাবলীগ করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা অন্য কোন পন্থা আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়।

তাই ভ্রান্ত পথ ও পদ্ধতি পরিহার করে সহীহ তরীক্বা দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ পরিচালনা করে মানুষকে সঠিক ইসলামের পথে নিয়ে আসার জন্য ভারতের স্বনামধন্য লেখক অধ্যাপক হাফিজ মাওলানা শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী সাহেবের ইসলাম ধ্বংসে তাবলীগ জামা'আত ও বিভ্রান্তির বেড়াজালে বইটি আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে।

আশা করি, যারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের পাথেয় হিসেবে এই বইটি যথেষ্ট সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা

[গণপাঠাগার এবং শিক্ষা, গবেষণা, প্রকাশনা,
দা'ওয়াত, সমাজ সংস্কার ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান।]

সূচীপত্র

এই বইটি লেখার কারণ	৭
তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতার পরিচিতি	৮
ইলিয়াসী তাবলীগের ভিত্তি স্বপ্নের উপর প্রতিষ্ঠিত	৮
ভুল হলে টুকে দাও	৮
ইলিয়াসী-তাবলীগের প্রথম খলীফার ভুল টুকে দেওয়া	৯
বর্তমান ইলিয়াসী তাবলীগ কুরআন ও হাদীস মুতাবেক নয় কেন?	৯
ইলিয়াসী-তাবলীগের ভিত্তি খানভী-রচনাবলী হওয়া উচিত	১০
ইলিয়াসী তাবলীগের তা'লীমগ্রন্থ রকমারি	১০
তাবলীগী নিসাব পরিচিতি	১১
ফাযায়িলে আ'মাল রচনায় আমানতের থিয়ানাত	১২
তাবলীগী নিসাব ও পরোক্ষ শিকের প্রাদুর্ভাব	১২
ফাযায়িলে আ'মাল সন্ন্যাসী তৈরীর মশাল?	১৬
ফাযায়িলে আ'মাল না মাসায়িলে আ'মাল?	১৭
ফাযায়িলে সদাকাহ ও অবিশ্বাস্য কিসূসার সংঘাত	১৮
ফাযায়িলে তাবলীগ অসীলা ধরার পরোক্ষ তাবলীগ	২০
ফাযায়িলে সলাত ও জাল হাদীসের সাজ	২১
ফাযায়িলে রমায়ান ও মনগড়া দু'আর চালান	২২
ফাযায়িলে যিক্র ও সন্ন্যাসী ফিক্র	২৩
ফাযায়িলে দরুদ ও উদ্ভট তথ্যের বৃদ্ধ	২৮
বিভিন্ন আ'মালের ফায়ীলাত ও জিহাদ	৩৬
জামা'আতে তাবলীগী ও স্বপ্নের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী	৩৭
তাবলীগী নিসাব ও তার গুণা-গুণের হিসাব	৩৯
সুফী সম্পর্কে দু-চার কথা	৪০
মাউযু-যঈফ বর্ণনা গাইর মুকাল্লিদ মানে না	৪২
গাইর মুকাল্লিদ কে ও কেন?	৪৩
তাকুলীদে শাখসী সম্পর্কে চার ইমামের নিষেধাজ্ঞা	৪৪
তাবলীগ কী?	৪৫
উম্মাতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ব	৪৬
কুরআন ও হাদীসের দা'ওয়াতদাতার 'আলিম হওয়া যরুরী নয় কি?	৪৭

সূচীপত্র

ইলয়াসী তাবলীগ আ'মালহীন তাবলীগ	৪৭
ইলয়াসী তাবলীগ মন্দের নিষেধহীন তাবলীগ	৪৮
ইসলামী- তাবলীগে দোহাই রসুলের, না বড়দের	৪৯
ইলয়াসী ইচ্ছা ও থানভী কিসসা	৫০
তাবলীগী মুজাদ্দিদ মাওলানা গাংগোহীর তাজদীদ	৫২
দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা নাদভীর 'আক্বীদাহ্	৫৩
তাবলীগী জামা'আত ও দেওবন্দী সূফীবাদ	৫৪
তাবলীগী ধ্যানজ্ঞান 'আলিমদের অসম্মান	৫৬
মুসলিম সুফী ও খৃষ্টান সন্ন্যাসী	৫৭
নাবীওয়ালা কাজ 'ইলমের শিক্ষা, না যিকুরের দীক্ষা!	৫৮
ফাযায়িলে মাল-মশলা যঈফ-জালের জটলা	৫৯
ইমাম গায্বালী ও জাল হাদীসের ছড়াছড়ি	৬০
আল-কুরআনের মোহিনীশক্তি	৬১
সহীহ হাদীসের সম্মোহনী শক্তি	৬২
আঠার বছর ইলয়াসী তাবলীগের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি	৬৩
এখন আমাদের করণীয়	৬৩
ইলয়াসী তাবলীগ কর্তৃপক্ষদের প্রতি	৬৫
ইলয়াসী তাবলীগী গাশ্বত	৬৬
তাবলীগের ক্ষেত্র ও রসুলের আদর্শ	৬৬
আহলে হাদীস 'আলিমদের ফাযায়িলের কিতাব না লেখা প্রসঙ্গে	৬৮
'আক্বীদার গুরুত্ব	৬৯
এক আত্মোভোলা দরবেশের গায়েরী খবর	৭০
মাওলানা যাকারিয়ার মৃত পিতার তিনটি কথা	৭১
এক আত্মোভোলা দরবেশের বশে যমুনা নদী	৭১
রসূলুল্লাহর মাযার থেকে গায়েরী আওয়াজ	৭২
কেবল মিথ্যা আর মিথ্যা	৭২
প্রমাণপঞ্জী	৭৯

এই বইটি লেখার কারণ

একথা অনস্বীকার্য যে ইলিয়াসী তাবলীগের সাহচর্যে বেশ কিছুলোক সলাত সিয়াম ধরেছেন। কিন্তু সেই সাথে তারা মাকাল ফলরূপী জাল ও যদ্বৈফ হাদীসের ঘুরিপাকে ঘুরপাকও খাচ্ছেন এবং বহু অশ্রুত আজগুবি ঘটনার ঘোরে মজে রয়েছেন। এমতাবস্থায় তাদের সামনে বাহ্যিক আকর্ষণহীন সহীহ হাদীস পেশ করলে তারা মাকাল ফলের মত আকৃষ্ট হন না এবং প্রকৃত ও সত্য ঘটনা শুনে মজা পান না। তাই তারা জাল হাদীস ও গুজবি তথ্য পেশকারীদেরকে পরম হিতাকাঙ্ক্ষী এবং সহীহ ও সত্য তথ্য পেশকারীদেরকে চরম শত্রু ভাবছেন এবং কিছু ইলিয়াসী তাবলীগী মুবাল্লিগ তাদেরকে নাচাচ্ছেন। ফলে কোন কোন জায়গায় সহীহ ও জাল হাদীস ওয়ালাদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিচ্ছে। এরূপ একটি ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিচ্ছে কলকাতার শহরতলী মেটিয়াবুরুজ এলাকাতে।

ইলিয়াসী তাবলীগে যারা দু'-চার চিল্লা দিয়েছেন এমন দু'-চার জন ব্যক্তি একটি মাসজিদে ইলিয়াসী তাবলীগী ইজতিমায় আল-কুরআনের চেয়েও বহুল পরিমাণে পঠিত ফাযায়েলে আ'মাল পড়তে চাইলে অন্য দু'-চার ব্যক্তি তা পড়তে মানা করেন এবং গুর বদলে কুরআনের কোন তাফসীর কিংবা বুখারী, মিশকাত ও বুগুল মারাম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থের বাংলা তর্জমা পড়তে আবেদন জানান। কিন্তু তাতে তারা কান না দিয়ে ঐ মাসজিদ ছেড়ে দিয়ে একজনের বাড়িতে গিয়ে সলাত আদায় শুরু করেন এবং ফাযায়েলে আ'মালের পড়াশোনা চালাতে থাকেন। অতঃপর ১৯৯৪ আগস্টের ২৪ তারিখে ঐ মাসজিদ কমিটির কতিপয় সদস্য ও কতিপয় মুসল্লী আমার ঘরে এসে দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, এক সপ্তাহ পরে পাঁচজন ব্যক্তি আমার ঘরে আবার আসবে। তারপর আমার ঘরে পরামর্শ করে ঐ মাসজিদে আমরা সবাই যাব। কিন্তু প্রায় সোয়া দু' মাস ধরে তাঁদের কেউই ঐ ব্যাপারে আমার কাছে আসেননি। বরং বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল যে, ঐ মাসজিদের পার্শ্ববর্তী একটি ক্লাবের কিছু সদস্য ঐ ব্যাপারে একটি সমঝোতার চেষ্টা করেও সফলকাম হননি।

অতঃপর ঐ মাসজিদভুক্ত বারজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একটি লিখিত আবেদনে আমাকে জানান যে, আমাদের মাসজিদে তাবলীগী নিসাব নামক বইটি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে এরই পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে সঠিক ও নির্ভুল সমাধানকল্পে আপনি একটি পুস্তক রচনা করুন। যদ্বারা আমরা সঠিক পথে চলতে পারি। অতঃপর ৩ অক্টোবর ১৯৯৪ইং সোমবার বেলা এগারোটায় মুর্শিদাবাদ যেলার অরঙ্গাবাদে মাননীয় আলহাজ্ব গিয়াসুদ্দীন সাহেবের বাড়িতে হঠাৎ সাক্ষাতে ইলিয়াসী তাবলীগের এক মাওলানার সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি মেটিয়াবুরুজের কথা শুনিয়া তাকে প্রতিকারের কথা বললাম। কিন্তু গুরুও কোন ফল একমাসের মধ্যে পাইনি।

তাই উক্ত আবেদনের কারণে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির দরুণ আমি এই বইটি লিখতে বাধ্য হলাম। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সঠিক তথ্য তুলে ধরা এবং বিভ্রান্তদেরকে ভ্রান্তিমুক্ত করার চেষ্টা করা। এতে যদি কোন তথ্যের ভুল কারো দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে তা বরাত সহকারে জানালে বাধিত হব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে দেব ইনশাআল্লাহ। এটি পড়ে কোন বিভ্রান্ত ভাই যদি ভ্রান্তি মুক্ত হন তাহলে এটাকে নিজের পরকালের পাথেয় জ্ঞান করব। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআন ও হাদীসের নির্ভেজাল সত্য মোতাবেক চলার এবং আ'মাল করার তাওফীক দান করুন— আমীন!

তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতার পরিচিতি

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একটি রাজ্যের বর্তমান নাম হরিয়ানা এবং সাবেক নাম পাঞ্জাব। ভারতের রাজধানী দিল্লীর দক্ষিণে হরিয়ানার একটি এলাকার নাম মেওয়াত। যার পরিধি দিল্লীর সীমান্ত থেকে রাজস্থান রাজ্যের জয়পুর যেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মেওয়াতে ১৩০৩ হিজরীতে এক হানাফী বুয়ুর্গের জন্ম হয়। তাঁর ঐতিহাসিক নাম ছিল আখতার ইলয়াস। কিন্তু পরে তিনি শুধু ইলয়াস নামে পরিচিত হন। ইনি ১৩২৬ হিজরীতে দেওবন্দ মাদ্রাসার শাইখুল হাদীস মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবের কাছে বুখারী শরীফ ও তিরমিযী শ্রবণ করেন। ওর দু' বছর পরে ১৩২৮ হিজরীতে তিনি সাহারান পুরের মাযা-হিরুল 'উলুমের শিক্ষক হন। ১৩৪৪ হিজরীতে তিনি দ্বিতীয়বারে হাজ্জ গমন করেন। এই সময় মাদীনায় থাকাকালীন অবস্থায় তিনি (গায়েবী) নির্দেশ পান যে, আমি তোমার দ্বারা কাজ নেব। ফলে ১৩৪৫ হিজরীতে তিনি দেশে ফিরে এসে মেওয়াতের একটি গ্রাম নওহে তাবলীগী কাজ শুরু করেন। পরিশেষে ১৩৬৩ হিজরীর ২১ রজব মোতাবেক ১৩ জুলাই ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইনতিকাল করেন।

(মাওলানা আবুল হাসান 'আলী রচিত মাওলানা ইলয়াস রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি আওর উনকি দ্বীনী দা'ওয়াত- ৪৮, ৫৭, ৬১, ১৯৩ পৃষ্ঠা এবং রব্বানী বুক ডিপো প্রকাশিত তাবলীগী নিসাব-এর ভূমিকা পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ইলিয়াসী তাবলীগের ভিত্তি স্বপ্নের উপর প্রতিষ্ঠিত

মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) বলেন, আজকাল স্বপ্নে আমার উপর সঠিক জ্ঞানের ইল্কা (প্রতিফলন) হচ্ছে। সেজন্য চেষ্টা করো যাতে আমার ঘুম বেশী হয়। তাই মাথায় তেল মালিশের ফলে ঘুমে বাড়তি হল। তিনি আরো বলেন, এই তাবলীগের নিয়মও আমার নিকটে স্বপ্নে প্রকাশিত হয়। (মালফুযা-তে মাওলানা ইলিয়াস- ৫১ পৃষ্ঠা, তাবলীগী জামা-আত আওর উসকা নিসাব- ১৩ পৃষ্ঠা)

ভুল হলে টুকে দাও

একদিন একটি মাজলিসে মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) তাঁর খাদিম ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বোধন করে বলেন, ফারুকে 'আযম (রাযিঃ) আবু 'উবাইদাহ ও মু'আযকে বলতেন, আমি আপনাদের তদারকি থেকে বেপরওয়া নই। আমিও আপনাদেরকে এই কথা বলি যে, আপনারা আমার অবস্থার উপর নয়র রাখুন এবং যে কথাটা টোকার হবে তা টুকে দিন। (মালফুযাতে মাওলানা ইলিয়াস ১৪৭ পৃষ্ঠা)

ইলয়াসী-তাবলীগের প্রথম খলীফার ভুল টুকে দেওয়া

মাওলানা ইলয়াস (রহঃ)-এর ইনতিকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত তথা প্রথম খলীফা হন তাঁর শালা মাওলানা ইহতিশামুল হক কান্ধলভী সাহেব। তিনি তার জীবনের দীর্ঘ সময় ইলয়াসী তাবলীগের নেতৃত্বে কাটান। পরিশেষে ঐ জামা'আতের অবস্থা দেখে তিনি তা থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করেন এবং মাওলানা ইলয়াস সাহেবের নির্দেশ- ভুল টুকে দিন অনুসারে একটি গ্রন্থ লেখেন, “যিন্দেগী কী সিরাতে মুস্তাকীম” নামে। এক দেওবন্দী হানাফী আলেম মাওলানা নূর মুহাম্মাদ চানদীনী উসূলে দাওয়াত ওয়া তাবলীগ নামে একটি বইয়ে এই প্রশ্ন করেন যে, এই (ইলয়াস) তাবলীগী তরীকা কুরআন ও হাদীস মুতাবেক কি? ওর উত্তরে উক্ত মাওলানা ইহতিশামুল হক বলেন :

নিয়ামুদ্দীনের বর্তমান তাবলীগ আমার জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে না কুরআন ও হাদীস মুতাবেক, আর না মুজাদ্দিদে আলফি সানী ও শাহ্‌ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী এবং হাক্ব ‘আলিমদের তরীকা মুতাবেক। যেসব ‘উলামায়ি কিরাম এই তাবলীগে শরীক আছেন, তাদের প্রথম দায়িত্ব এই যে, এই কাজকে প্রথমই যেন তারা কুরআন ও হাদীস এবং আয়িম্মায়ে সালাফ (সহাবী ও তাবেঈ যুগের ‘আলিম) ও ‘উলামায়ে হাক্ব-এর পদ্ধতি মুতাবেক করেন।

(যিন্দেগী মৌ সিরাতে মুস্তাকীম-এর শেষে ইনতিবাহ্‌ এর বরাতে তাবলীগী জামা'আত ৪৮ পৃষ্ঠা)

বর্তমান ইলিয়াসী তাবলীগ কুরআন ও হাদীস মুতাবেক নয় কেন?

ইলয়াসী তাবলীগের প্রথম খলীফা মাওলানা ইহতিশামুল হক সাহেবের জ্ঞান ও বুদ্ধি মতে নিয়ামুদ্দীনের বর্তমান তাবলীগ কুরআন ও হাদীস মুতাবেক নয় কেন? তার কারণ, এই তাবলীগওয়ালারা তাদের অনুসারীদেরকে আল্লাহর কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর এবং আল্লাহর রসূলের হাদীসের অনুবাদ পড়তে তেমন উদ্বুদ্ধ করেন না যেমন তারা তাবলীগী নিসাব তথা ফাযায়িলে আ'মাল পড়তে উৎসাহিত করেন। যেমন নিয়ামুদ্দীন, নয়া দিল্লীর ইদারাহ ইশা-আতে ধ্বনিত্যাত প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত ফাযায়িলে আ'মাল ১ম খণ্ডের ভূমিকার ৪র্থ পৃষ্ঠার ২য় ও ৩য় প্যারায় লেখা হয়েছে :

এই ফাযায়িলের বইগুলো জামা'আতগুলোর জায়গা বদল ও নড়াচড়ার মধ্যে সমবেত তাবলীগের জন্য অত্যন্ত যরুরী বলে গৃহীত হয়েছে এবং কেবলমাত্র এই গ্রন্থগুলোর তা'লীমকেই উপকারী মনে করা হয়েছে।

এগুলো ছাড়া অন্যান্য নির্ভরযোগ্য 'আলিমদের রচনাবলীকে ব্যক্তিগতভাবে পড়াশোনার জন্য উপকারী ভাবা হয়েছে। মাস'আলাবলী শিক্ষাকেও প্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছে, কিন্তু তা ব্যক্তিগত পড়া-শোনা নয়।

(ফায়য়িলে আ'মাল ১ম খণ্ড ভূমিকার ৪র্থ পৃষ্ঠা)

উক্ত ঘোষণা একথা কি প্রমাণ করে না যে, বর্তমানে ইলিয়াসী তাবলীগের সমবেত তা'লীম নিছক কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস ভিত্তিক নয়, বরং তা বহু জাল ও যঈফ হাদীস এবং উদ্ভট তথ্যে সমৃদ্ধ মাওলানা জাকারিয়াহু (রহঃ) রচিত তাবলীগী নিসাব যার অপর নাম ফায়য়িলে আ'মাল ভিত্তিক। উক্ত বই সংক্রান্ত আলোচনা পরে আসছে ইনশাআল্লাহ।

ইলিয়াসী-তাবলীগের ভিত্তি থানভী-রচনাবলী হওয়া উচিত

মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) একদিন বলেন : থানভী (রহঃ) অনেক বড় কাজ করেছেন। তাই আমার মন চায় যে, তা'লীম তার হোক এবং তাবলীগের নিয়ম আমার হোক। এভাবে তার তা'লীম ব্যাপক হয়ে যাক।

(মালফুযাতে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ৫৭ পৃষ্ঠার বরাতে তা-বীশ মাহদীর তাবলীগ জামা'-আত আপনে বানী কে মালফুযাত কে আয়ীনে মেন ৩২ পৃষ্ঠা)

মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর উক্ত আন্তরিক ইচ্ছানুযায়ী ইলিয়াসী তাবলীগের ভিত্তি হওয়া উচিত ছিল মাওলানা আশারাক 'আলী থানভী (রহঃ)-এর রচনাবলী। সেই হিসেবে উক্ত তাবলীগওয়ালাদের সমবেত-তা'লীমে আশরাফী তার জামে ও তাফসীর বায়ানুল কুরআন এবং মাসলা শিখার জন্য তাঁরই রচিত এগার খণ্ড বই বেহেশতী যেওর রাখা উচিত ছিল না কি? কিন্তু তা বর্তমানে থানভী রচনাবলী মোতাবেক না হয়ে যাকারিয়া-রচনাবলী মোতাবেক হচ্ছে। সুতরাং উক্ত তাবলীগের ১ম খলীফার ভুল টুকে দেওয়া অনুযায়ী বর্তমান ঐ তাবলীগ কুরআন ও হাদীস থেকে সরে এসেছে কি না?

ইলিয়াসী তাবলীগের তা'লীমগ্রন্থ রকমারি

সউদী আরবের এক বিখ্যাত 'আলিম আবু মুহাম্মাদ নাযযার ইবনু ইবরহীম আলজাররু বলেন, (ইলিয়াস) তাবলীগী জামা'আত তাদের দা'ওয়াতী কাজে তিনটি কিতাবের উপরে নির্ভর করেন। তা হলো-

- ১) ইমাম নাবাবীর কিতাবু রিয়াযিস স্বলিহীন। যা তারা প্রায় আরবদের জন্য খাস গ্রন্থ মনে করে।
- ২) মুহাম্মাদ যাকারিয়া কাক্বলভীর তাবলীগী নিসাব গ্রন্থ। যা ঐ জামা'আতের

আসল বই। বরং এটা ভারত উপমহাদেশের জন্য বিশেষ বই। এতে বহু জাল ও যঈফ হাদীস ছাড়াও বিদ'আত ও উদ্ভট তথ্য এবং শিকী বিষয়ও বহু আছে।

- ৩) মুহাম্মাদ ইলিয়াসের পুত্র মুহাম্মাদ ইউসুফ কাক্বলভী প্রণীত হায়াতুস সহাবাহ্। এটিও আগেরটির মত মনগড়া কাহিনী এবং তাবলীগ।

(৯ম ও ১০ম পৃষ্ঠা রিয়ায ছাপা, ২য় সংস্করণ, ১৪৪০ হিজরী)

তাবলীগী নিসাব পরিচিতি

ইলিয়াসী তাবলীগের প্রতি সাধারণ মুসলমানদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য ভারতেরই এক রাজ্য উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর যেলার কাক্বেলাহ নিবাসী ও মাযাহিরুল 'উলুম সাহারানপুরের সাবেক শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া হানাকী (রহঃ) নয়টি বই লেখেন উর্দু ভাষায়। তার নামগুলো হলো— (১) হিকায়াতে সহাবা; (২) ফাযায়িলে নামায; (৩) ফাযায়িলে তাবলীগ; (৪) ফাযায়িলে যিক্ব; (৫) ফাযায়িলে কুরআন; (৬) ফাযায়িলে দরুদ; (৮) ফাযায়িলে হাজ্জ; (৯) ফাযায়িলে সদাক্বাহ্।

এর মধ্যে এক থেকে সাত নাম্বার বইগুলোর একত্রে সমাবেশের নাম কয়েক বছর আগে ছিল তাবলীগী নিসাব প্রথম খণ্ড এবং আট ও নয় নম্বরের একত্রে সমাবেশের নাম ছিল তাবলীগী নিসাব দ্বিতীয় খণ্ড।

পরবর্তীকালে কোন কারণ না দর্শিয়ে উক্ত প্রথম খণ্ডের সাথে মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর খলিফা মাওলানা ইহতিশামুল হক হাসান সাহেব রচিত মুসলমা নুঁ কী পাস্তী কা ওয়াহিদ ইলা-জ নামক বইটি সন্নিবিষ্ট করে তাবলীগী নিসাবের নাম পাল্টে ফাযায়িলে আ'মাল নামে ছাপা হয়েছে। অতএব বর্তমানে যার নাম ফাযায়িলে আ'মাল তারই পুরাতন নাম তাবলীগী নিসাব। বর্তমানে ফাযায়িলে 'আমালের ১ম খণ্ডের আটটি গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা সাতশো তিয়াত্তর। মাওলানা আনিস আহম্মাদ বুলন্দশহরী সাহেব বর্তমান ফাযায়িলে 'আমালের বরাত গ্রন্থগুলো একত্রে সন্নিবিষ্ট করে দিয়েছেন। যা সংখ্যায় তিরিশি।

উর্দুভাষী যেসব লোক আরবে থাকেন এবং তাবলীগী নিসাব পড়াশোনা করেন, তারা যাতে ঐ বইয়ের জাল হাদীস এবং উদ্ভট বিষয় দ্বারা বিভ্রান্ত না হন সেজন্য তাবলীগী নিসাব বইটি সউদী আরবে প্রচার করা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে। এই জন্যই মনে হয় কোন কারণ না দর্শিয়ে ঐ বইটির নাম পাল্টে ফাযায়িলে আ'মাল রাখা হয়েছে। একথা আমি আমার এক সউদী বন্ধু মাদীনা মুনাওয়ারা নিবাসী ফাজিলাতুশ শাইখ ফালিহ নাফি আল-হাররীর মুখে শুনেছি।

ফাযায়িলে আ'মাল রচনায় আমানতের খিয়ানাত

তাবলীগী নিসাব তথা ফাযায়িলে আ'মাল রচনার লেখক মাওলানা যাকারিয়াহ্ (রহঃ) উক্ত বইয়ে বহু আরবী উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তার উর্দু তরজমা তিনি নিজেই করেছেন। কিন্তু উর্দু তরজমায় তিনি আমানতদারীর পরিচয় দিতে পারেননি। কারণ তিনি আরবী উদ্ধৃতির পুরোটার তরজমা উর্দুতে করেননি। যেমন ফাযায়িলে সলাত বইয়ের দূসরী ফাসল-এর অধীনে সাত নাযারে তিনি একটি বিরাট হাদীস নকল করেছেন। যার আরবী উদ্ধৃতি প্রায় তিন পৃষ্ঠা। কিন্তু তিনি তিন পৃষ্ঠার তরজমা না করে মাত্র দু'পৃষ্ঠার তরজমা করেছেন এবং এক পৃষ্ঠারও বেশী আরবীর তরজমা করেননি। অথচ তার তরজমা না করা আরবীর মধ্যে পরিষ্কার লেখা আছে— “মীযানে বলেন, এই হাদীসটি বাতিল (জাল) হাদীস ফাযায়িলে আ'মালের অন্তর্গত ফাযায়িলে সলাত ২৯-৩১ পৃষ্ঠা এবং তাবলীগী নিসাবের অন্তর্গত ফাযায়িলে সলাত ৩৫-৩৭ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যাপারে এটা আমানতের খিয়ানাত নয় কি? এ ব্যাপারে ভূরি ভূরি প্রমাণ তার সব ফাযায়িল বইয়ে পাওয়া যাবে। কোন 'আলিম যদি ঐ ফাযায়িলের বইগুলো অনুসন্ধান করেন তাহলে তিনি আমার দাবীর সত্যতার প্রমাণ অবশ্যই পাবেন।

তাবলীগী নিসাব ও পরোক্ষ শিকের প্রাদুর্ভাব

১। ফাযায়িলে দরুদ শরীফের ছিচল্লিশ নাযার কাহিনীতে লিখা আছে, সুফিয়ান সাওরী একটি যুবককে দেখেন যে, সে যখনই একটি পা তুলছিল কিংবা রাখছিল তখনই সে পড়ছিল, “আল্লাহুমা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদ” সওরী সাহেব যুবকটিকে জিজ্ঞেস করল, তোমার এই দরুদ কী জিনিস? ছেলেটি বলল, আমি আমার মায়ের সাথে হাজে গিয়েছিলাম। তিনি সেখানে মারা যান। তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং তার পেট ফুলে যায়। যার ফলে আমি অনুমান করলাম যে, কোন বড় গুনাহ হয়েছে। তাই আমি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আর জন্য হাত তুললাম। ফলে দেখলাম যে, তাহামাহ্ (হিজাব) থেকে এক খণ্ড মেঘ এল। তা থেকে একজন লোক বের হল। তিনি তার হাতটি আমার মায়ের মুখে ফেরালেন। যার কারণে তা উজ্জ্বল হয়ে গেল। তারপর পেটে ও হাত ফেরালেন। ফোলাও সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? যিনি আমার এবং আমার মায়ের বিপদ দূর করলেন? তিনি বললেন আমি তোর নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি বললাম, আমাকে কোন

ওয়াসিয়াত করুন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখনই তুমি কোন পদক্ষেপ রাখবে কিংবা তুলবে তখনই পড়বে- “আল্লাহুমা সল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদ”। (ফাযায়িলে 'আমালের ফাযায়িলে দরুদ- ১০৯ পৃষ্ঠা এবং তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে দরুদ- ১২০-১২১ পৃষ্ঠা)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর তার পক্ষে কারো বিপদের গায়েবী খবর জানার ধারণা পোষণ করা শির্ক। তাঁর ইন্তিকালের পর মেঘের মধ্যে তাঁর উড়ে এসে কারো বিপদ উদ্ধার করার ধারণাও শির্ক।

২। এধরনের আরো একটি ঘটনা তেতাল্লিশ নাম্বারে বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে- মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ সাহেবে কুরআন সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এই তোর বাপ বড় গুনাহগার ছিল। কিন্তু সে আমার উপর খুব বেশী দরুদ পড়ত। তাই যখন তার উপরে এই বিপদ এল তখন তার ফরিয়াদে আমি এলাম। আমি প্রত্যেক সেই ব্যক্তির ফরিয়াদে পৌঁছাই যে আমার উপরে অধিক হারে দরুদ পাঠায়। (ফাযায়িলে 'আমালের ফাযায়িলে দরুদ- ১০৭ পৃষ্ঠা; তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে দরুদ- ১১৯ পৃষ্ঠা)

অধিক দরুদ পাঠকারী প্রত্যেক ব্যক্তির ফরিয়াদে নাবীজির উপস্থিত হওয়ার কথা পরিস্কার শির্ক। আল্লাহর রসূল তাঁর উম্মাতের সাহায্যের জন্য এ দুনিয়াতে আসেন এই ধারণাও শির্ক। উম্মাতের বিপদের কথা তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারেন এবং বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদ হতে উদ্ধার করতে পারেন-এ ধারণাও শির্ক। বড় বড় পাপের পাপী কেবলমাত্র অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়ে মুক্তি পেতে পারে কি?

৩। ফাযায়িলে হাজ্জের তের নাম্বার কাহিনীতে লিখা হয়েছে- সাইয়্যিদ আহমাদ রিফাঈ একজন বিখ্যাত বুযুর্গ ও বড় সুফী। তার বিখ্যাত কিসসা এই যে, ৫৫৫ হিজরীতে তিনি যখন হাজ্জ শেষ করে (নাবীজীর ক্ববর) যিয়ারতে হাযির হলেন এবং পবিত্র ক্ববরের সামনে দাঁড়ালেন, তখন তিনি দুটি কবিতা পড়লেন। যার অর্থ এই- দূরে থাকা অবস্থায় আমি আমার রুহকে পাঠাতাম। সে আমার নায়েব হয়ে (ক্ববরের) যমীতে চুমা দিত। এখন দেহ এসে হাযির। তাই আপনার হাতটা বাড়ান। যাতে আমার ঠোঁটটা তাতে ঠেকাই। ফলে ক্ববর থেকে হাত বের হল। তিনি তাতে চুমা দিলেন। কথিত আছে যে, সে সময় নব্বই হাজার লোকের সমাবেশ মাসজিদে নাবাবীতে ছিল। যারা সবাই ঐ ঘটনাকে দেখেছিলেন এবং তার হাতের যিয়ারত করেছিলেন। তাদের মধ্যে মাহবুব সুবহানী কুতুবে রব্বানী শাইখ আব্দুল কাদের ঘিলানী নাওতর আল্লাহু কারকাদাহ নামও উল্লেখ করা হয় (ফাযায়িলে হাজ্জ)। রসূলুল্লাহর ক্ববর থেকে তাঁর হাত বের হওয়ার ধারণা শির্ক নয় কি? আল্লাহ আমাদের শিকীয়া ধ্যান ধারণা থেকে বাঁচান- আমীন!

৪। শরীফ আফীফুদ্দীন এর পিতা সাইয়্যিদ নূর উদ্দীন সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে, তিনি যখন পবিত্র রওয়ায হাযির হন এবং নিবেদন করেন, “আসসালামু ‘আলাইকা আযুহান নাবিয্যু অরহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু” তখন সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সবাই উত্তরে শুনেছিলেন, “ওয়া ‘আলাইকাস সালাম ইয়া অলদী”। (ফাযায়িলে হাজ্ব- ১৩০ পৃষ্ঠা, চৌদ্দ নাযার কাহিনী)

৫। ষোল নাযার কাহিনীতে বলা হয়েছে- ইউসুফ ইবনু ‘আলী বলেন, হাসেমী বংশের এক মহিলা মাদীনায় বাস করতেন। কোন খাদিম তাকে কষ্ট দিত। তাই নারীটি ফরিয়াদ নিয়ে রসুল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে হাযির হলে কুবর থেকে এই আওয়াজ বের হলো- আমার মধ্যে তোমার কোন আদর্শ নেই কি? তাই তুমি সবার কর। যেমন আমি সবার করেছি। ঐ আওয়াজ শুনে মেয়েটি বলতে লাগল, আমার এই বিপদ দূর হয়ে গেছে। অতঃপর ঐ তিনজন খাদেমই মারা পড়ে। (ফাযায়িলে হাজ্ব- ১৩১ পৃষ্ঠা, ১৬ নং কাহিনী)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কুবরে শুয়ে শুয়ে কারো ফরিয়াদ শুনে তার ফরিয়াদের প্রতিকার করতে পারেন এরূপ ধারণা শির্ক নয় কি?

৬। ফাযায়িলে নামাযে লেখা হয়েছে- ইমাম আযাম-এর কিস্সা প্রসিদ্ধ আছে যে, উযূর পানি ঝরে পড়া অবস্থায় এটা অনুভব করে নিতেন কোন্ গুনাহ ধুয়ে যাচ্ছে। (ফাযায়িলে নামায- ১৩ পৃষ্ঠা এবং তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে নামায- ১৬ পৃষ্ঠা)

এই বক্তব্যটির বাংলা অনুবাদেও আমানাতের খিয়ানাত করা হয়েছে। কারণ উর্দু তাবলীগী নিসাব ও ফাযায়িলে আ‘মাল দুটি গ্রন্থেই ইমাম আযামের পর বিনা বন্ধনীতে রাখিয়াল্লাহু আনহু শব্দ আছে। সেখানে বাংলা অনুবাদে বন্ধনীর মধ্যে রাহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি করা হয়েছে। (এম. বশীর হাসান এন্ড সন্স প্রকাশিত তাবলীগী নিছাব বা ফাযায়িল এ আ‘মাল এর অন্তর্গত ফাযায়িল এ নামায- ১৪ পৃষ্ঠা)

ফাযায়িলে যিক্র বর্ণনায় উক্ত বিষয়টি আরো বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে এভাবে- ইমাম আযাম যখন কোন ব্যক্তিকে উযূ করতে দেখতেন তখন ঐ পানিতে যে গুনাহ ধুতে দেখা যেত তা বুঝতে পারতেন। এটাও জানতে পারতেন যে, সেটা কাবীরা গুনাহ না সগীরা গুনাহ, আপত্তির কাজ না উত্তমের বিপরীত। যেমন দৃশ্যমান বস্তু নযরে পড়ে ঠিক এরূপ তা বোঝা যেত। যেমন অনেকদিন তিনি কুফার জামে মাসজিদে উযূখানায় উপস্থিত ছিলেন। তখন একটি যুবক উযূ করছিল। তার উযূর পানি পড়ার সাথেই তিনি দেখে তাকে চুপে চুপে নসিহত করল, বেটা! মা-বাপের নাফারমানি থেকে তাওবাহ কর। সে তাওবাহ করল।

অন্য একজনকে দেখে তিনি তাকে উপদেশ দিলেন, ভাই! ব্যভিচার করো না। খুবই বড় দোষ। সাথে সাথে সেও ব্যভিচার থেকে তাওবাহ করল। আরেকজনকে দেখলেন যে, মদ পান ও খেল-তামাশার পানি ঝরছে। তাকেও তিনি নসীহত করল। সেও তাওবাহ করল। ইমাম সাহেব আল্লাহ জাল্লা জালালুল্লহর নিকটে দু'আ করল, হে আল্লাহ আমা থেকে সেই জিনিষ কে দূর করে দাও যাতে আমি মানুষের মন্দ বিষয়াবলী অবগত না হতে পারি। হাক্ক তা'আলা শানুল্ তার দু'আ কবুল করল। ফলে ঐ বিষয় দূর হয়ে যায়।

(ফাযায়িলে 'আমালের ফাযায়িলে যিকর ১৫০ পৃষ্ঠা; আবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে যিকর ১৭৮ পৃষ্ঠা বাংলা অনুবাদ ফাযায়িলে যিকর- ২২০ পৃষ্ঠা)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো গুনাহু ঝরলে দেখতে পেতেন বলে কোন হাদীস পাওয়া যায় না। এরূপ 'ইলমে গায়িব তথা অদৃশ্য জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নেই। আবলীগী নিসাব তথা ফাযায়িলে 'আমালের উক্ত বর্ণনায় জানা যাচ্ছে যে, এরূপ 'ইলমে গায়িবের জ্ঞান ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) ছিল। তাহলে উযুর পানির সাথে কারো সগীরা ও কাবীরাহ গুনাহু ধোয়ার 'ইলমে গায়িবের জ্ঞান রাখার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) আল্লাহর শরীক হয়ে যাচ্ছেন নাকি? -নাউযুবিল্লাহি মিন হা-যা!

৭। মাকামে মাহমুদে'র তাফসীরে 'আলিমদের কতিপয় উক্তি আছে। তন্মধ্যে এই যে, আল্লাহ জাল্লা শা-নুহ তাকে ক্বিয়ামাতের দিনে আরশের উপরে এবং কেউ বলেন, কুরসীর উপরে বসাবার কথা বলেছেন। (ফাযায়িলে 'আমালের ফাযায়িলে দরুদ- ৪৭ পৃষ্ঠা আবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে দরুদ- ৫১ পৃষ্ঠা)

আরশ ও কুরসী কেবল মাত্র আল্লাহর জন্য। ওতে তিনি ছাড়া আর কেউ বসতেই পারবে না। সুতরাং এই ধারণাও শিকীয়া ধারণা নয় কি? ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী তদীয় তাফসীরে কাবীরের ২১ খণ্ডে এই উক্তিটিকে অত্যন্ত জঘন্য ও পাগল ব্যক্তিই এই উক্তিটিকে গ্রহণ করতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন।

(আবলীগী নিসাব ইয়া তাখরীবী নিসাব- ৪৭ পৃষ্ঠা)

৮। ফাযায়িলে হাজ্জে বলা হয়েছে- কবর স্থান সমস্ত স্থান থেকে উত্তম। যে অংশ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক দেহের সাথে মিশে আছে, তা কবরের চেয়ে উত্তম আরশের চেয়ে উত্তম। কুরসীর চেয়ে উত্তম। এমন কি আসমান ও যমিনের প্রত্যেক জায়গা হতে উত্তম। (ফাযায়িলে হাজ্জ- ১০৮-১০৯ পৃষ্ঠা)

উক্ত বর্ণনা প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহর কবরের চেয়ে উত্তম কাবায় সাতবার তাওয়াফ করা হয়। তাহলে তার চেয়ে উত্তম নাবী'র কবরে চৌদ্দবার চক্কর কাটা

উত্তম হয়ে যায় না কি? নাবীজীর দেহের জায়গাকে আল্লাহর বসার জায়গা আরশ থেকে উত্তম বলা হয়েছে। এটা আল্লাহর শানে বেআদবী হয় না কি? এটাও শিকের পর্যায়ে পড়ে না কি?

ফাযায়িলে আ'মাল সন্ন্যাসী তৈরীর মশাল?

১। ফাযায়িলে নামাযে লিখা আছে- একজন সাইয়্যিদ সাহেবের কিস্সা লেখা আছে যে, তিনি বার বছর পর্যন্ত একই উযুতে সমস্ত সলাত পড়েছেন এবং পনের বছর তার শোবার সুযোগই ঘটেনি। কয়েকদিন এমনও কাটত যে, কোন জিনিস চাখারও সুযোগ তার হত না। (ফাযায়িলে আ'মালের ফাযায়িলে নামায- ৬৪ পৃষ্ঠা; তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে নামায- ৭২ পৃষ্ঠা; ঐ বাংলা অনুবাদ ৭৯ পৃষ্ঠা)

মাওলানা যাকারিয়াহ্ (রহঃ) উক্ত ঘটনাটি বিনা বরাতে লিখেছেন। এটা তার তৈরী করা কিস্সা কিনা আল্লাহ জানেন। কোন যোগী সন্ন্যাসী ও সুফীর পক্ষেও এটা সম্ভব কি যে, তিনি ফজর থেকে ঈশা পর্যন্ত বার বছর প্রস্রাব-পায়খানা করেননি? এমনকি বাতর্কর্মও করেননি? আর পনের বছর মোটেই ঘুমাননি? সেই সঙ্গে তিনি অনাহারেও থেকেছেন?

২। ফাযায়িলে সদাকাহ্‌তে এক বুয়ুর্গের কিস্সা লিখা আছে যে, তিনি প্রতিদিন এক হাজার রাক'আত সলাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেন। তারপর যখন তিনি দাঁড়াতে অক্ষম হতেন, তখন এক হাজার রাক'আত বসে বসে পড়তেন। (ফাযায়িলে সদাকাহ্‌- ৪২৮ পৃষ্ঠা)

দিন ও রাতে চব্বিশ ঘণ্টা হয়। চব্বিশ ঘণ্টাকে মিনিট ভাগ করলে- ২৪ ঘণ্টা $\times ৬০$ মিনিট=১৪৪০ মিনিট হয়। এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, ঐ বুয়ুর্গের এক রাক'আত সলাতে প্রায় পৌনে এক মিনিট সময় লাগত। ফলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনি মনে হয় প্রস্রাব ও পায়খানা করতেন না এবং খাওয়া-দাওয়াও করতেন না, আর পাঁচ ওয়াক্ত ফারয সলাত জামা'আতেও আদায় করতেন না এবং তাঁর ঘুমের প্রয়োজনই অনুভব করতেন না। কারণ, তিনি যদি নামমাত্রও কিছু খেতেন, কিছু ঘুমানেন, জামা'আতে সলাত আদায় করতেন এবং প্রাস্রাব-পায়খানায় যেতেন তাহলে তার সলাত বারশো রাক'আতও সম্ভব হত না। তবে হ্যাঁ, বারশত রাক'আত সলাত যদি মুরগীর কুড়ো খাওয়া কিংবা কাকের ঠোঁকর মারার মত হয় তাহলে হয়ত সম্ভব হত। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, কাকের ঠোঁকর মারা নামাযীর খুশখুয়ুহীন সলাত কোন বুয়ুর্গের সলাত হতে পারে কি? এরূপ সলাত ফাযায়িলে আ'মাল পাঠকদের আদর্শ হতে পারে কি?

৩। ফাযায়িলে সদাকাহতে আছে— জুনাইদ বগদাদী (রহঃ) বলেন যে, সিররী সাকাতীর চেয়ে অধিক ইবাদাতকারী আমি কাউকে দেখিনি। আটানব্বই বছর পর্যন্ত তাকে কেউ মারায়ুল মওত (মরণ রোগ) ছাড়া শুতে দেখেনি।

(ফাযায়িলে সদাকাহ— ৪১৮ পৃষ্ঠা)

আটানব্বই বছর যাকে কেউই শুতে দেখেনি তিনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ বিরোধী নন কি? কারণ একবার কয়েকজন সহাবী নিজ নিজ ইবাদাতে বাড়াবাড়ি করার কুসম খাওয়ায় মহানাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, আমি রোযা রাখি এবং তা ছাড়ি। আমি সলাত আদায় করি এবং ঘুমাও। মেয়েদের বিবাহও করি। তাই যে ব্যক্তি আমার (এই) সুন্নাত (নিয়ম পদ্ধতি) এর প্রতি বিমুখ সে আমার দলের নয়।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত— ২৭ পৃষ্ঠা)

তাহলে যাকে আটানব্বই বছর শুতে দেখা যায়নি, তিনি কি উম্মাতে মুহাম্মাদীর আদর্শ সুফী, না যোগী ও সন্ন্যাসীদের আদর্শ ব্যক্তি?

৪। মামশাদ দীনাঅরীর ইনতিকালের সময় এক বুয়ুর্গ তার কাছে বসেছিলেন। তিনি তার জন্য জান্নাত পাবার দু'আ করছিলেন। তখন মামশাদ হেসে বললেন যে, ত্রিশ বছর ধরে জান্নাত তার সমস্ত সৌন্দর্য্য সমেত আমার সামনে আসতে থাকে। আমি একবারও তার দিকে এক নয়রও দেখিনি।

(ফাযায়িলে সদাকাহ— ৪৭৪ পৃষ্ঠা)

সহীহ হাদীসে আছে, জান্নাত এমন যে, না কোন চোখ দেখেছে, না কোন কান শুনেছে এবং না কোন হৃদয় কল্পনা করেছে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত— ৪৯৫ পৃঃ)

আদর্শ নাবীর উক্ত ঘোষণা অনুসারে যে জান্নাত কোন চোখই দেখেনি, সেই জান্নাত মামশাদ দীনা অরীর সামনে সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে এল কী করে? সেটা অন্য জান্নাত নয় তো? আল্লাহ আমাদের সঠিক পথ বাতলে দিন— আমীন!

ফাযায়িলে আ'মাল না মাসায়িলে আ'মাল?

হিকায়াতে সহাবাতে লিখা হয়েছে— রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার শিংগা লাগান এবং যে খুন বের হয়, তা তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরকে দেন যে, এটাকে কোথাও পুঁতে দাও। তিনি গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন যে, তা পুঁতে দিয়েছি। রসূল শুধালেন, কোথায়? বললেন, আমি পান করে নিয়েছি। রসূল বললেন, যার শরীরে আমার খুন যাবে তাকে জাহান্নামের আগুন ছুইতে পারবে না। কিন্তু লোকদের দ্বারা তোমার ধ্বংস রয়েছে এবং তোমার দ্বারা

লোকদেরও। (ফায়্যিলে আ'মালের হিকায়াতে সহাবাহ- ১৭২ পৃষ্ঠা এবং তাবলীগী নিসাবের হিকায়াতে সহাবাহ- ১৭৯ পৃষ্ঠা; বাংলা অনুবাদ- ২১৪-২১৫ পৃষ্ঠা)

আর এক সহাবী মালিক ইবনু সিনানও রসূলুল্লাহর খুন পান করেছিলেন। তা'ও তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যার রক্তে আমার রক্ত মিশে রয়েছে তাকে জাহান্নামের আগুণ ছুঁতেই পারে না।

(ফায়্যিলে আমালের হিকায়াতে সহাবাহ- ১৭৩ পৃষ্ঠা তাবলীগী নিসাবের হিকায়াতে সহাবাহ- ১৮০ পৃষ্ঠা; বাংলা অনুবাদ- ২১৫ পৃষ্ঠা)

রক্ত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير *

“তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত, রক্ত ও শুকরের গোশতকে। (সূরা : আন-নাহাল- ১১৫ আয়াত)

এই আয়াত কিংবা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রক্ত হারাম নয়। তাই ইবনু যুবাইর তা পান করেছেন। এই ঘটনা ফায়্যিলের বইয়ে উল্লেখ করে এর লেখক দ্বিধায় পড়েছেন যে, তিনি এ প্রসঙ্গে কোন মাসআলার উল্লেখ করবেন কি না? না করলে উপায়ই নেই। তাই তিনি উক্ত ঘটনা উল্লেখের পর লিখেছেন- “যদি পাক হত তাহলে তার জন্য উযু অপরিহার্য হত কেন? তাবলীগী নিসাব বিভিন্ন আ'মালের ফাযীলাতের কিতাব। তাই এতে মাসলা মাসায়েলের উল্লেখ না থাকবার কথা, কিন্তু ইবনু যুবাইরের উক্ত রক্তপানের ঘটনা নিম্নলিখিত মাসলার জন্য দিয়েছে-

(ক) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রক্ত, প্রস্রাব ও পায়খানা পাক কি? (খ) সহাবায়ি কিরাম রসূলুল্লাহর রক্ত ও প্রস্রাব ইত্যাদি পান করেছেন কি? (গ) রক্ত পান করা হালাল, না হারাম কাজ? (ঘ) আল্লাহ যে রক্তকে হারাম করেছেন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কোন পানকারী ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ দেবার মাধ্যমে হালাল করতে পারেন কি? অতএব তাবলীগী নিসাব ফাযীলাতের কিতাব, না মাসআলার কিতাব? নাকি তা কোন হারামকে পরোক্ষভাবে হালাল বানাবার কিতাব?

ফায়্যিলে সদাক্বাহ ও অবিশ্বাস্য কিস্সার সংঘাত

১। ফায়্যিলে সদাক্বাহতে আছে- শাইখ আবু ইয়াকুব সান্নুসী বলেন, আমার কাছে এক মুরীদ এল এবং বলতে লাগল যে, আমি কাল যুহরের সময় মারা যাব। তাই দ্বিতীয় দিন যুহরের সময় সে মাসজিদুল হারামে এল, তাওয়াফ করল এবং

কিছুদূর গিয়ে মৃত্যু বরণ করল। আমি তাকে গোসল দিলাম এবং দাফনও করলাম। যখন আমি তাকে কবরে রাখলাম, তখন সে চোখ মেলে দিল। আমি বললাম যে, মরার পরও জীবন আছে নাকি? সে বলল, আমি জ্যাস্ত রয়েছি। আর আল্লাহর প্রত্যেক প্রেমিকই জ্যাস্ত থাকে। (ফাযায়িলে সদাকাহ- ২য় খণ্ড ৪৭৬ পৃষ্ঠা)

২। এক বুয়ুর্গ বলেন যে, আমি এক মুরীদকে গোসল দিলাম। সে আমার কড়ে আস্তুল ধরে ফেললো। আমি বললাম, আমার কড়ে আস্তুল ছাড়। আমি জানি যে, তুমি মরনি। এটা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বদল। সে আমার আস্তুলটা ছেড়ে দিল। (ফাযায়িলে সদাকাহ- ২য় খণ্ড ৪৭৬ পৃষ্ঠা)

৩। শাইখ ইবনুল জালা-মশহুর বুয়ুর্গ। তিনি বলেন, যখন আমার পিতার ইন্তিকাল হল তাকে গোসলের জন্য তক্তায় রাখা হল, তখন তিনি হাসতে লাগলেন। গোসল দানকারী তাকে ছেড়ে চলে গেল। তাকে গোসল দেবার কারো সাহস হচ্ছিল না। তার বন্ধু আর এক বুয়ুর্গ এলেন। তিনিই গোসল দিলেন।

(ফাযায়িলে সদাকাহ- ২য় খণ্ড ৪৮৬ পৃষ্ঠা)

উক্ত ঘটনাবলীর মত বহু আজগুবি কিসসা-কাহিনী রয়েছে মাওলানা যাকারিয়াহ্ (রহঃ) রচিত ফাযায়িলে আ'মালের বিভিন্ন ফাযায়িল গ্রন্থে। ঐ বইগুলো একাধ্রুটিতে পড়লে ওর পাঠকের মনে কি রেখাপাত করতে পারে তারই ফলশ্রুতি দেখা যায় ইলিয়াসী তাবলীগের অনুসারী এবং কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের অনুসারীদের কৌন্দলের মধ্যে যা কোন কোন মাসজিদে ইতোপূর্বে দেখা দিয়েছে এবং কোথাও দেখা যাচ্ছে। আর ভবিষ্যতেও হয়ত দেখা দিতে পারে। আল্লাহ সবাইকে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের নির্ভেজাল তথ্য জানার ও সেই মত আ'মাল করার এবং কুরআন ও হাদীসের নামে ভেজাল তথ্য জানা থেকে বাঁচার ও ভেজালের উপরে ভিত্তি করে মাথা গরম না করার সুমতি দিন- আমীন!

৪। আবু মুসলিম খাওলানী (রহঃ) একটি চাবুক নিজের ঘরের মাসজিদে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন এবং মনকে সন্মোদন করে বলতেন, ওঠো দাঁড়িয়ে যাও তোমাকে আমি (ইবাদাতে) আচ্ছা করে হেঁচড়াব। পরিশেষে তুমি যেন ক্লান্ত হয়ে পড়। অথচ আমি ক্লান্ত হব না। অতঃপর তার মধ্যে কিছুটা শিথিলতা দেখা দিত তখন চাবুক দ্বারা তিনি নিজের পায়ের গাঁটে মারতেন এবং বলতেন যে, এই পায়ের গাঁটগুলো পিটনী খাবার জন্যে আমার ঘোড়ার চেয়ে বেশী হাক্দার। একথা তিনি বলতেন যে, সহাবায়ি কিরাম এরূপ ভাবতেন (যে, জান্নাতের সমস্ত মর্যাদা) তারাই উড়িয়ে নিয়ে গেছেন। না আমরা তাদের সাথে (ঐ মর্যাদাসমূহের) ভালভাবে টক্কর নেব। যাতে তারা জানতে পারেন যে, তারা তাদের পরে পুরুষদেরই ছেড়ে এসেছেন। (ফাযায়িলে সদাকাহ- ৪৩১ পৃষ্ঠা)

নিজের আত্মার উপর ঐরূপ অত্যাচার করা মহানাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ তো নয়ই বরং তিনি সন্ধ্যাসী হতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু ফাযায়িলে সদাক্বাহর উক্ত বর্ণনাই তার পাঠককে সন্ধ্যাসী সাজতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সহাবায়ি কিরামের মাহাত্ম্য ও ফাযিলাতের ব্যাপারে কোন ব্যক্তি সমান হবার দাবি করা এবং তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা সহাবীদের শানে বেয়াদবী হয় না কি? কারণ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা আমার সহাবীদেরকে গালি দিও না। কারণ তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড়ের মত সোনা দান করে তথাপি সে তাদের কোন একজনের একমুদ (প্রায় এক কিলোগ্রাম ওজন) কিংবা ওর অর্ধেক মর্যাদায়ও পৌঁছতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৫৫৩ পৃষ্ঠা)

তাই প্রশ্ন ওঠে যে, বিখ্যাত তাবেঈ আবু মুসলিম খাওলানী (রহঃ) সহাবীদের উপর টক্কর নেয়ার কথা বলতে পারেন কি? না কেউ তার নামে ঐ উক্তি চালিয়ে দিয়েছেন। কারণ, মাওলানা যাকারিয়াহু (রহঃ) এই উক্তি প্রমাণে কোন বরাতই দেননি।

ফাযায়িলে তাবলীগ অসীলা ধরার পরোক্ষ তাবলীগ

ইলিয়াসী তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর নির্দেশে মাওলানা যাকারিয়াহু (রহঃ) ফাযায়িলে তাবলীগ বইটি লেখেন। ঐ বইয়ের ভূমিকায় তিনি বলেন, ইসলামী মুজাদ্দীদের এক উজ্জ্বল রত্ন এবং উলামা ও মাশায়িখদের এক চাকচিক্যময় মুক্তার নির্দেশ যে, তাবলীগে দ্বীনের প্রয়োজন সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে কতিপয় আয়াত ও হাদীস লিখে পেশ করি। আমার মত গুনাহগারের জন্য এরূপ ব্যক্তিদের সন্তুষ্টিই নাজাতের ওয়াসীলা বইটি পেশ করলাম। (ফাযায়িলে তাবলীগ- ৩য় পৃষ্ঠা; বাংলা অনুবাদ- ১ম পৃষ্ঠা)

কুরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ ও ইসলামী নেতার অনুসরণ এবং মাতা-পিতা ও স্বামীর আনুগত্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যায় এবং নাজাতের আশা করা যায়। কিন্তু কোন বুয়ুর্গ আলিম, ওলী, পীর ও সুফীর খিদমাত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং গুনাহ মাফের সার্টিফিকেট অর্জন করা কোন্ শরি'আতে আছে? ইলিয়াস (রহঃ)-এর সন্তুষ্টিকে মাওলানা যাকারিয়াহু (রহঃ)-এর নাজাতের ওয়াসীলা ও গুনাহের মাগফিরাত জ্ঞান করা ফাযায়িলে আ'মাল পাঠকদেরকে মানুষের ওয়াসীলা ধরার প্রতি পরিষ্কার উদ্বুদ্ধ করছে না কি? কুরআন ও হাদীসের নির্ভেজাল সত্যের অনুসারী আহলে হাদীসের মতে এরূপ ওয়াসীলা ধরা আপত্তিকর।

ফাযায়িলে সলাত ও জাল হাদীসের সাজ

১। ফাযায়িলে সলাতে সলাত ত্যাগ করার দ্বিতীয় ফাস্লে আট নাম্বার হাদীসে বলা হয়েছে— রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সলাত ত্যাগ করল। পরিশেষে তার সময়ও পার হয়ে গেল। তারপর সে তা কাযা পড়ল তাকে জাহান্নামের আগুনে এক হুকবা 'আযাব দেয়া হবে। এক হুকবা সমান আশি বছর। আর বছর তিনশো ষাট দিনে। যার প্রত্যেক দিনের পরিমাণ এক হাজার বছর। (ফাযায়িলে আ'মালের ফাযায়িলে সলাত— ৩৬ পৃষ্ঠা; বাংলা অনুবাদ— ৪৪ পৃষ্ঠা)

উক্ত বক্তব্যটিকে রসূলুল্লাহর উক্তি বলার পর মাওলানা যাকারিয়াহ (রহঃ) আরবীতে লিখেছেন, মাজা-লিসূল আবরা'র গ্রন্থে এরূপ আছে। কিন্তু আমার কাছে হাদীসের যেসব কিতাব আছে তাতে এ হাদীসটি পেলাম না।

(ফাযায়িলে আ'মালের ফাযায়িলে নামায— ৩৬ পৃষ্ঠা; বাংলা অনুবাদ— ৪৪ পৃষ্ঠা)

তাহলে এটা মনগড়া হাদীস নয় কি? ঐ হাদীসটির অধীনে এক হুকবায় মোট বছর কত হয় তা লেখা নেই। কিন্তু তিনি উর্দু তরজমায় লিখেছেন, এই হিসাবে এক হুকবার পরিমাণ দু'কোটি অষ্টাশি বছর হয়।

(ফাযায়িলে আ'মালের ফাযায়িলে নামায— ৩৬ পৃষ্ঠা; বাংলা অনুবাদ— ৪৪ পৃষ্ঠা)

২। ফাযায়িলে নামাযে সলাত ত্যাগ করার দ্বিতীয় ফাসলের পাঁচ নাম্বার হাদীসে লিখা হয়েছে— রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি বিনা ওযরে দুই সলাত এক সাথে জমা করল, সে কাবীরী গুনাহগুলোর দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজায় এল। (হাকিম)

উক্ত হাদীসটি নোট করার পর মাওলানা যাকারিয়াহ (রহঃ) আরবীতে কিছু মন্তব্য লিখেছেন। যার তরজমা তিনি উর্দুতে করেননি। আরবী মন্তব্যের মধ্যে আছে, হাকিম ইবনু হাজার আল-আসকালানী (রহঃ) বলেন, ঐ হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী হানাশ ওয়া-হিন একেবারে বাজে লোক। ইমাম আহমাদ তাকে দুর্বল (যঈফ) বলেছেন। জ্ঞানীদের কথায় এর মত বক্তব্যের উপর ভরসা করা যাবে। যদিও এর কোন সূত্রও না থাকে। (ফাযায়িলে আ'মালের ফাযায়িলে নামায— ২৬ পৃষ্ঠা; তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে নামায— ৩২ পৃষ্ঠা; বাংলা অনুবাদ— ৩২ পৃষ্ঠা)

৩। ফাযায়িলে নামাযের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে লেখা হয়েছে— উম্মু কুলসুমের স্বামী আব্দুর রহমান অসুস্থ ছিলেন। এই সময় একবার তার অবস্থা মরণ সমান হয়ে যায়। তখন দু'জন ফেরেশতা তার কাছে আসে এবং তাকে আল্লাহর কাছে ফায়সালার জন্য নিয়ে যেতে থাকে। অতঃপর তৃতীয় ফেরেশতা দু'জনকে বলে, তোমরা চলে যাও। সে যখন মায়ের পেটে ছিল তখন তার ভাগ্যে

সৌভাগ্য লিখে দেয়া হয়েছিল! আর ছেলে-সন্তানেরা এখনো তার দ্বারা উপকৃত হবে। তারপর আব্দুর রহমান এক মাস পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। (ফাযায়িলে আ'মালের ফাযায়িলে সলাত ১০ পৃষ্ঠা; নিসাবের ফাযায়িলে নামায- ১২ পৃষ্ঠা; বাংলা অনুবাদ- ১১ পৃষ্ঠা)

উক্ত ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় ভুলচুক হয়ে থাকে-
নাউয়বিল্লাহ মিন হা-যা। কারণ মানুষের আয়ু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لكل امة اجل، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون *

যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় এসে যায়, তখন তা এক মুহূর্তও দেরী করে না এবং আগেও আসে না। (সূরা : ইউনুস- ৪৯ আয়াত) তাহলে উক্ত আব্দুর রহমান সাহেবের মরণের এক মাস আগে দু'জন ফেরেশতা তার শেষ ফায়সালার জন্য কি করে এলেন যে, তাদের ভুলটা তৃতীয় ফেরেশতাকে ধরাতে হল? ফেরেশতাদের দ্বারা ভুল হলে আল্লাহর নিয়মে বেনিয়ম হতে পারে বিশ্বাস করলে ঈমান ঠিক থাকবে তো?

ফাযায়িলে রমায়ান ও মনগড়া দু'আর চালান

ফাযায়িলে রমায়ানের প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চম হাদীসের পর লিখা হয়েছে-
ইফতারের মাশহুর দু'আ হচ্ছে- “আল্লা-হুমা লাকাসুমতু অবিকা আ-মান্ত অআলাইকা তাওয়াক্কালতু অআলা রিয়কিকা আফতারতু”। তারপর বলা হয়েছে-
হাদীসের কিতাবগুলোতে এই দু'আ সংক্ষেপে পাওয়া যায়।

(ফাযায়িলে আ'মালের ফাযায়িলে রমায়ান ২০ পৃষ্ঠা; তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে রমায়ান ২৫ পৃষ্ঠা; বাংলা অনুবাদ- ২১-২২ পৃষ্ঠা)

ইফতারের উক্ত দু'আতে ৪টি বাক্য আছে। ঐ দু'আ লেখার পর মাওলানা জাকরিয়াহু (রহঃ) নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এই দু'আটিই হাদীসের কিতাবগুলোতে সংক্ষেপে আছে। তাহলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক যবান থেকে যে দু'আ সংক্ষেপে বের হয়েছে তাতে কোন বাক্য বাড়ানোর অধিকার মাওলানা যাকরিয়াহু (রহঃ)-এর আছে কি?

আরবী হায়াতুস সহাবার উর্দু তরজমার প্রথম খণ্ডে ইলিয়াসী তাবলীগের দ্বিতীয় আমীর ও আরবী হায়াতুস সহাবার রচয়িতা মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে লেখা আছে যে, মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) সাহাবানপুরে মাজাহিরুল উলুম মাদ্রাসায় মাওলানা যাকরিয়াহু (রহঃ)-এর কাছে আবু দাউদ পড়েছেন। (হায়াতুস সহাবাহ উর্দু- ১ম খণ্ড ২য় পৃষ্ঠায় ২য় প্যারা)

এই আবু দাউদে ইফতারের দু'আ ৪টি নয় বরং মাত্র দুটি বাক্য আছে তা হলো— “আল্লাহুমা লাকা সুমতু ওয়া'আলা রিয়কিকা আফতারতু।”

(আবু দাউদ ১ম খণ্ড ৩২২ পৃষ্ঠা; মারাসিলে আবু দাউদ- ৮ম পৃষ্ঠা)

যিনি বহুদিন ধরে আবু দাউদ পড়িয়েছেন, তিনি আবু দাউদে বর্ণিত নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক মুখনিঃসৃত ইফতারের দু'আর দুটি বাক্য না লিখে জেনে শুনে ইচ্ছাকৃত আরো দুটো অতিরিক্ত বাক্যের আমদানি করলেন কেন? একটি হাদীসে আছে যে, একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক সহাবী বারা ইবনু 'আযীবকে একটি দু'আ শিখান। তাতে একটি শব্দ ছিল— ‘বি-নাবিয়্যিকা’। কিন্তু সহাবীটি তা পাণ্টে— ‘বি-রসূলিকা’ বলেন। ফলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বুকে খোঁচা মেরে বলেন, বলা— ‘বি-নাবিয়্যিকা’। (তিরমিযী- ২য় খণ্ড ১৭৫ পৃষ্ঠা)

উক্ত বর্ণনাটির ভিত্তিতে প্রশ্ন ওঠে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখনিঃসৃত দুটি বাক্যের সাথে ইচ্ছাকৃত আরো কিছু শব্দ মিশালে কিয়ামাতের মাঠে তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ মিশ্রিতকারীর বুকে খোঁচা মারবেন কি না? এই রূপ মিশ্রিত দু'আ শিখা ও শিখানোর কাজটা সহাবীওয়ালা কাজ হবে কি? আল্লাহ আমাদের হাক্ব বুঝবার সুমতি দিন— আমীন!

ফাযায়িলে যিকর ও সন্ন্যাসী ফিকর

১। ফাযায়িলে যিকর এর ফাসলে সানীতে আহাদীসে যিকর-এর অধীনে চৌদ্দ নাযার হাদীসে লেখা হয়েছে— রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অক্ষম হয়েছে রাতে মেহনত করা হতে ও কৃপণতার কারণে মাল খরচ করা থেকে এবং কাপুরুন্নাহতার কারণে দুশমনের সাথে জিহাদ করা থেকে, তাহলে সে যেন খুব বেশী করে আল্লাহর যিকর করে।

(তবারানী, বায়হাকী, বাযহার, ফাযায়িলে যিকর- ৩৬ পৃষ্ঠা; বাংলা অনুবাদ ৫০ পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীসটি বর্ণনার পর মাওলানা যাকারিয়াহু (রহঃ) আরবীতে মন্তব্য লিখেছেন যে, এই হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী আবু ইয়াহুইয়া আল-কাতাতকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন। (ফাযায়িলে আ'মালের ফাযায়িলে যিকর- ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা; তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে যিকর- ৪২-৪৩ পৃষ্ঠা)। সুতরাং হাদীসটি দুর্বল যা দলীলের অযোগ্য। সেই সাথে এই যঈফ হাদীসটি কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিরোধী। কারণ জিহাদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الذين امنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم

اعظم درجة عند الله، واولئك هم الفائزون *

“যারা ঈমান এনেছে ও হিজরাত করেছে এবং তাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় মর্যাদাবান আর তারাই সফলকাম ব্যক্তি।” (সূরা : আত-তাওবাহ- ২০)

অতএব যে জিহাদকে ইসলামে ফারয বলে অভিহিত করা হয়েছে এর বিকল্প সেই নাফল ইবাদাত যিক্র কি কখনো ফারয-এর সমতুল্য হতে পারে?

উক্ত হাদীসটি বর্ণনার পর মাওলানা যাকারিয়াহ (রহঃ) উর্দুতে মন্তব্য করেছেন- নফল ইবাদাতে যেসব ঘটতি হয়ে থাকে তার খিসারত আল্লাহর যিক্র-এর আধিক্য দ্বারা হতে পারে।

(ফাযায়িলে আ'মালের ফাযায়িলে যিক্র- ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা; আবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে যিক্র- ৪২-৪৩ পৃষ্ঠা)

এখন তাঁর মন্তব্যের উপরে প্রশ্ন ওঠে যে, কাপুরুষতার কারণে জিহাদে না যেতে পারলে তার খিসারত যিক্র দ্বারা হবে কি? জিহাদের চেয়ে যিক্র এর গুরুত্ব বেশী কি? মাওলানা যাকারিয়াহ (রহঃ)-এর মত খানকায় বসে যিক্রকারী সুফীরা একটি জাল হাদীস- “রাজা আনা মিনাল জিহাদীল আসগারী ইলাল জিহা-দিল আকবারি” অর্থাৎ আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এসেছি এর ভিত্তিতে জিহাদকে দু'ভাগে ভাগ করে বলেন, যুদ্ধের ময়দানে জিহাদ ছোট জিহাদ। আর কোন মাজলিসে বসে যিক্র করা বড় জিহাদ। তাই সুফীদের ধ্যানধারণায় ময়দানের জিহাদ প্রকৃত জিহাদ নয়, বরং সন্ন্যাসীদের মত কোন খানকায় বসে যিক্র করা প্রভৃতি জিহাদ। অথচ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে নয় বছরে সাতাশটি জিহাদ করেছেন। অর্থাৎ গড়ে প্রতি চার মাস অন্তর তিনি সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ময়দানে জিহাদ করেছেন।

২। ফাযায়িলে যিক্র এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের অন্তর্গত আঠাশ নাম্বার হাদীসে লিখা হয়েছে- রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আদম যখন সেই গুনাহ করে ফেলেন যা তিনি (জান্নাতে) করে ফেলেছিলেন, তখন তিনি তার মাথাটা আকাশের দিকে তোলেন। অতঃপর বলেন, আমি মুহাম্মাদের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ফলে আল্লাহ তাকে ওয়াহী পাঠিয়ে বলেন, মুহাম্মাদ কে? তিনি বলেন, তোমার নাম বারকাতময়! তুমি যখন আমাকে সৃষ্টি করেছিলে তখন আমি আমার মাথাটা

তোমার আকাশের দিকে তুলেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম তাতে লেখা আছে, “লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।” ফলে আমি জানতে পারলাম যে, তোমার নিকটে আর কোন ব্যক্তিই অত মহান নয় তার চেয়ে যার নামকে তুমি তোমার নামের সাথে মিলিয়ে রেখেছ। তখন আল্লাহ তার কাছে ওয়াহী করল, হে আদম! সে তোমার সন্তান-সন্ততির মধ্যে থেকে শেষ নাবী হবে। আর সে যদি না হত তাহলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।

(তাবারানী সাগীর ও হাকিম, দালায়িলে আবু নরু'আইম ও বাইহাকী প্রভৃতি)

উক্ত হাদীসটি লেখার পর মাওলানা যাকারিয়াহ্ (রহঃ) আরবীতে মন্তব্য লিখেছেন, (হানাফী জগতের বিরাট মুহাদ্দিস) ‘আল্লামা মুহ্লা ‘আলী কারী তাঁর আল-মাউযুআতুল কাবীর গ্রন্থে বলেন, এই হাদীস জাল। (ফাযায়িলে আ'মালের ফাযায়িলে যিক্র- ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা; তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে যিক্র- ১১৩-১১৪ পৃষ্ঠা বাংলা অনুবাদ ১৪০ পৃষ্ঠা)। অথচ মাওলানা যাকারিয়াহ্ (রহঃ) উর্দু তরজমাতে লেখেননি যে, এই হাদীসটি জাল।

৩। ফাযায়িলে যিক্র-এর উক্ত অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে ত্রিশ নাম্বার হাদীসে লেখা হয়েছে, যে ব্যক্তি “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলে তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মার্ফ হয়ে যায়। বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! কারো যদি পঞ্চাশ বছরের গুনাহ না থাকে তাহলে? তিনি বললেন, তাহলে মা-বাবার ও তার আত্মীয়দের এবং সাধারণ মুসলমানদের গুনাহ মার্ফ হবে। (দায়লামী তারীখে হামদানে রাফিয়ী ও ইবনুন নাজ্জার)

অতঃপর আরবী মন্তব্যে মাওলানা যাকারিয়াহ্ (রহঃ) লিখেছেন, ‘আল্লামা সুযুতী (রহঃ) এই হাদীসটির সূত্র সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, এর সব সূত্রগুলোই অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আর তিনি এর বর্ণনাকারীদের মিথ্যুক বলেছেন।

(ফাযায়িলে আ'মালের ফাযায়িলে যিক্র- ১০২ পৃষ্ঠা; তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে যিক্র- ১২১-১২২ পৃষ্ঠা বাংলা অনুবাদ- ১৪৯ পৃষ্ঠা)

এর কয়েক লাইন পরে একটি হাদীসে সহাবীর বর্ণনায় বলা হয়েছে- যে ব্যক্তি খালিস অন্তরে “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলে এবং সম্মানের সাথে তা বাড়ায় আল্লাহ তার চল্লিশ বছরের কাবীরা গুনাহ মার্ফ করে দেন। বলা হল তার যদি চল্লিশ বছরের গুনাহ না থাকে তাহলে? তিনি বললেন, তাহলে তার পরিবার ও তার প্রতিবেশীদের গুনাহ মার্ফ করা হবে। এরপর আরবী মন্তব্যে আছে, মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসটির উপর জাল হবার হুকুম লাগিয়েছেন। (এ পৃষ্ঠা এ)

অর্থাৎ এসব হাদীসগুলোই জাল। যার উর্দু তরজমা মাওলানা জাকারিয়াহ্ (রহঃ) করেননি। তাই প্রশ্ন ওঠে যে, জাল হাদীস বর্ণনা করা সহাবীওয়ালা কাজ না

আরবী না জানা সাদামন জনতাগণকে বিব্রান্ত করার কাজ। আল্লাহ এরূপ কাজের সংঘটিতকারীদের সুমতি দিন- আমীন!

৪। উক্ত ফাযায়িলে যিক্রের বর্ণিত পঁয়ত্রিশ নাম্বার হাদীস যাতে বলা হয়েছে-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

বল, তিনি আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। ০ আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তার মুখাপেক্ষী। ০ তিনি কাকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি ০ এবং তিনি তুলনাহীন।

সূরাটি পাঠ করলে বিশ লাখ নেকী পাওয়া যাবে। হাদীসটির একজন রাবী যায়িদ আবুল অরকা প্রত্যাখ্যাত রাবী। ফাযায়িলে যিক্র- ১০৫ পৃষ্ঠা; বাংলা অনুবাদ- ১৫৩ পৃষ্ঠা। এ হাদীসটি দলীলযোগ্য নয়।

৫। উক্ত ফাযায়িলে যিক্র বর্ণিত আটত্রিশ নাম্বার হাদীসটি জাল হাদীস। (৪ ১০৭ পৃষ্ঠা বাংলা অনুবাদ- ১৫৬-১৫৭ পৃষ্ঠা)

৬। ফাযায়িলে যিক্র গ্রন্থে আহাদীসে যিক্র এর অন্তর্গত বার নাম্বার হাদীসটি আলোচনার শেষে লেখা হয়েছে শাইখ আব্দুল 'আযীয দাব্বাগ অতি নিকটবর্তী যুগের এক বুয়ুর্গ ছিলেন। যিনি একেবারেই নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু তিনি কুরআন মাজীদেবর আয়াত হাদীসে কুদসী হাদীসে নাবাবী এবং জাল হাদীসকে পৃথক পৃথকভাবে বলে দিতেন এবং বলতেন যে, বর্ণনাকারীর রসনা থেকে শব্দ যখন বের হত তখন ঐ শব্দগুলোর জ্যোতি দ্বারা বুঝা যেত যে, তা কার বাণী? কারণ আল্লাহ তা'আলার কালামের জ্যোতি ভিন্ন। আর অন্যান্য কথাগুলোর মধ্যে এই দু' রকম নূর থাকে না। (ফাযায়িলে আ'মালের ফাযায়িলে যিক্র- ৩৫ পৃষ্ঠা; তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে যিক্র- ৪০ পৃষ্ঠা; বাংলা অনুবাদ- ৪৮ পৃষ্ঠা)

দশ লাখ হাদীসের দুই হাফিয ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ও হাফিয ইয়াহুইয়া ইবনু মায়ীন এবং মুহাদ্দিস সম্রাট ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মত হাদীস ও রিজালশাস্ত্রের অনুকরণীয় বিদ্বানগণ সহীহ ও জাল হাদীসের বাছাই জ্ঞান শেখার জন্য বছরের পর বছর অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন। তথাপি তারা বিশুদ্ধ ও জাল হাদীসের বাছাইয়ে কখনো হিমসিম খেয়ে যেতেন। কিন্তু উক্ত অক্ষর জ্ঞানহীন ব্যক্তি ও কাঁচা চামড়ার কারবারী শাইখ আব্দুল 'আযীয দাব্বাগ কিতাবে বলে দিতেন যে, এটা কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর কালাম। এটা হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর বাণী- হাদীসে কুদসী। এটা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী- হাদীসে নাবাবী। আর এটা কোন জালিয়াতের বাণী মাউযু তথা জাল হাদীস? এই জন্যই

মনে হয় কুরআনের ক এবং হাদীসের হ না জানা ফাযায়িলে যিক্র বইয়ের বইয়ে উক্ত অক্ষর জ্ঞানহীন শাইখ দাব্বাগের জীবনী পড়া কিছু ব্যক্তি নিজেকে শাইখ দাব্বাগ ভাবেন এবং বছরের পর বছর কুরআন ও হাদীস নিয়ে মগ্ন কোন ব্যক্তি ফাযায়িলে আ'মালের জাল তথ্য ধরিয়ে দিলে তাকে দুশমন বলে জ্ঞান করেন। আল্লাহ তাদের সুমতি দিন- আমীন।

৭। ফাযায়িলে যিক্র এর প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অন্তর্গত সতের নাম্বার হাদীস বর্ণনার পর মুসনাদে আবু ইয়ালার বরাত দিয়ে লেখা হয়েছে- 'আয়িশাহ্ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ নকল করেছেন যে, সেই গোপন যিক্র যা ফেরেশতাও শুনতে পায় না তা সত্ত্বর গুণ বেড়ে যায়। ক্বিয়ামাতের দিনে হাক্ব তা'আলা শানুহু সমস্ত সৃষ্টি জীবকে যখন হিসাবের জন্য একখানে করবেন এবং কিরামান কাতিবীন আ'মালনামা নিয়ে আসবেন তখন বলা হবে যে, অমুক বান্দার আ'মাল দেখ আর কিছু বাকী আছে কি? তারা বলবে আমরা এমন কোন জিনিষই ছাড়িনি যা লেখা হয়নি এবং সংরক্ষিতও হয়নি। তখন বলা হবে, আমার কাছে ওর এমন নেকী বাকী আছে যা তোমাদের জ্ঞানে নেই, তা হল গোপন যিক্র।এটাই ভাবার্থ সেই কবিতার যাতে বলা হয়েছে, মি'আনে আশিক অমাসূক রামযিস্ত কিরামান কাতিবীরা হাম খাবরে নিস্ত অর্থাৎ প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে এমন গোপন রহস্যও থাকে যার খবর ফেরেশতাগণও টের পায় না। (ফাযায়িলে আ'মালের ফাযায়িলে যিক্র- ৪৩ পৃষ্ঠা; তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে যিক্র- ৫১ পৃষ্ঠা; বাংলা অনুবাদ- ৫৯ পৃষ্ঠা)

কিরামান কাতিবীন সম্পর্কে আল্লাহ স্বয়ং বলেন :

وان عليكم لحفظين * كراما كاتيين * يعلمون ماتفعلون *

আর নিশ্চয়ই তোমাদের উপরে পর্যবেক্ষক রয়েছে কিরামান-কাতিবীন। তারা সেসবই জানে যা তোমরা করে থাক। (সূরা : ইনফিতার- ১০-১২ আয়াত)

কিরামান কাতিবীনের তৈরী করা আ'মালনামা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

وضع الكتب فترى المجرمين مشتفقين مما فيه ويقولون يويلتنا مال

هذا الكتب لا غادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا،

ولا يظلم ربك احدا *

আর আ'মালনামার লিখিত বইটি রাখা হবে। অতঃপর তুমি অপরাধীদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত দেখবে তাতে যা কিছু আছে তারই কারণে। এমতাবস্থায় তারা বলবে,

এই বহিষ্কার কী হয়েছে যে, এ তো ছোটও ছাড়াই এবং বড়ও না। সবই তো এ সংরক্ষিত করে রেখেছে। তাই তারা সে সবই সামনে হাযির পাবে যাই তারা আ'মাল করেছে। আর তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি অবিচার করবেন না।

(সূরা আল-কাহাফ- ৪৯ আয়াত)

আল-কুরআনের উক্ত আয়াত দুটো স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে, কিরামান কাতিবীনের লিখিত আ'মালনামায় মানুষের কোন আ'মালই বাদ যাবে না। চায় তা গোপন যিকর হোক কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকার আকার ইঙ্গিত হোক। কিন্তু ফাযায়িলে যিকরে বর্ণিত উক্ত জাল হাদীসটির বক্তব্য কুরআনের বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা করছে এবং যিকরে খফী বা গোপন যিকরকারীদের গোপনে যিকর করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতঃ সন্ধ্যাসী বানাতে চাইছে। নাউযুবিল্লাহি মিন ইহানাতিল কুরআন!

ফাযায়িলে দরুদ ও উদ্ভট তথ্যের বুদ্ধদ

১। ফাযায়িলে দরুদের ফাসলে আ'মালের এগার নাম্বারে একটি যঈফ হাদীস নকলের পর ফায়দার অধীনে লেখা হয়েছে- যা-দুস সায়ীদে মাওয়া হিবী লাদুননিয়াহ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে ক্বিয়ামাতের দিন কোন মু'মিনের নেকী কম হয়ে গেলে তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুলের মাথা সমান একটি চিরকুট বের করে মীযানে রেখে দেবেন। যার কারণে নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। তখন ঐ মু'মিন ব্যক্তিটি বলবে আমার মা-বাবা আপনার উপরে কুরবান হোক! আপনি কে? আপনার আকৃতি ও চরিত্র কী সুন্দর! তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, আমি তোঁর নাবী আর এটা দরুদ। যা তুই আমার উপরে পড়েছিলে। তোঁর দরকারে আমি তা আদায় করে দিলাম। (ফাযায়িলে আ'মালের ফাযায়িলে দরুদ- ২৮ ও ৮৮ পৃষ্ঠা তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে দরুদ- ২৯ ও ৯৮ পৃষ্ঠা)

উক্ত বিষয়টিতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার উল্লেখ রয়েছে। ফলে বিষয়টি কোন না কোন হাদীস গ্রন্থে অবশ্যই থাকা উচিত। কিন্তু মাওলানা যাকারিয়াহ (রহঃ)-এ ব্যাপারে কোন হাদীস গ্রন্থের বরাত দিতে পারেননি বরং তিনি মাওলানা আশরাফ 'আলী খানভী (রহঃ) রচিত যা-দুস সায়ীদ এবং তিনি 'আল্লামা কাসতাল্লা-নী (রহঃ) প্রণীত মাওয়াহিব লাদুননিয়াহ বরাত দিয়েছেন তিনি তাফসীরে কুশাইরীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিছু কিছু তাফসীরে উদ্ভট তথ্যও থাকে। উক্ত ঘটনাটিও এরূপ উদ্ভট মনে হচ্ছে। কারণ কুরআন ও বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই আ'মালনামার সমস্ত নথিপত্র লিখে থাকে

কিরামান কাতিবীন ফেরেশতা সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে নাবীজীর একটি চিরকুট বের করা আ'মালনামা লেখক ফেরেশতাদের উপর অবিশ্বাস সৃষ্টি করে না কি? উক্ত ফেরেশতা ছাড়া আর কেউ নেকী বন্দী লেখে নাকি? তাহলে দরুদের চিরকুটটি কার লেখা? এবং তা কিভাবে নাবীজীর কাছে পৌঁছলো?

২। ফাযায়িলে দরুদে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখার আ'মাল অধ্যায়ে লেখা হয়েছে- 'আল্লামা সাখাভী কাওলে বাদী গ্রন্থে স্বয়ং রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ইরশাদ নকল করেছেন- যে ব্যক্তি রুহগলোর মধ্যে মুহাম্মাদের রুহে ও দেহগলোর মধ্যে তাঁর দেহ এবং কুবরগলোর মধ্যে তার কুবরে দরুদ পাঠাবে সে আমাকে স্বপ্নে দেখবে। আর যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে কিয়ামাতেও দেখবে। আর যে আমাকে কিয়ামাতে দেখবে আমি তার সুপারিশ করব। আর আমি যার সুপারিশ করব সে আমার হাওয থেকে পানি পান করবে এবং আল্লাহ জাল্লা শা-নুহু তার দেহকে জাহান্নামের উপরে হারাম করে দেবেন। (ফাযায়িলে আ'মালের ফাযায়িলে দরুদ- ৫০-৫১ পৃষ্ঠা; তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে দরুদ- ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা)

অতঃপর মাওলানা যাকারিয়াহু (রহঃ) বলেন, 'আল্লামা সাখাভী বলেছেন যে, আবুল ক্বাসিম বুস্তী তার গ্রন্থে এই হাদীসটি নকল করেছেন। কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত ওর আসল খুঁজে পাইনি (প্রথমোক্ত ৫১ পৃষ্ঠা শেষোক্ত ৫৫ পৃষ্ঠা) এ হাদীসটি মনগড়া হাদীস তাই 'আল্লামা সাখাভীর মত বিরাট মুহাদ্দিস ওর আসল সূত্র খুঁজে পাননি এবং সাধারণ জনগণকে ধোঁকা না দেবার জন্য ঈমানের তাগিদে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, এই হাদীসটি আমি কোথাও খুঁজে পেলাম না। আল্লাহু'আরহুম ওয়াফু 'আনহুম! তথাপি মাওলানা যাকারিয়াহু (রহঃ) ঐ হাদীসটি তার কোন মন্তব্য ছাড়াই নিজ পুস্তকে নোট করল কী করে?

৩। ফাযায়িলে দরুদ, দরুদ সংক্রান্ত কাহিনীতে লেখা হয়েছে- মিনহাজুল হাসানাতে ইবনু ফাকিহানীর কিতাব ফজহরে মুনীর থেকে নকল করা হয়েছে যে, এক বুয়ুর্গ মূসা যারীরও ছিলেন। তিনি তাঁর অতীত কাহিনী আমাকে গুনান যে, একটি জাহাজ ডুবে যাচ্ছিল। আমি তাতে অবস্থান করছিলাম। তখন আমার তন্দ্রার মত হল ঐ অবস্থায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই দরুদ শিখিয়ে দিয়ে বললেন যে, জাহাজওয়ালারা এটাকে হাযার বার পড়ুক। মাত্র তিনশো বারও তা পড়ার সুযোগ ঘটেনি কিন্তু জাহাজ ওয়ালারা উদ্ধার পেয়ে গেল।

(ফাযায়িলে আমালের ফাযায়িলে দরুদ- ৮৮ পৃষ্ঠা; তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে দরুদ- ৯৯ পৃষ্ঠা)

একথা সবাই জানে যে, ঐরূপ মরণের মুখে সবারই উচিত কেবলমাত্র আল্লাহরই কাছে কান্নাকাটি করা এবং নিজেদের গুনাহের মাপ চাওয়া। এমতাবস্থায়

দরুদ জপা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হাযির ও বিপদ দূরকারী ভাবা যে তিনি কারো গভীর নিদ্রায় নয় বরং নামমাত্র ঝিমুনি অবস্থায়ও দেখা দিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধারের পস্থা বাতলে দেন। এরূপ ধারণা পোষণ করা পরোক্ষভাবে শির্ক হয় না কি? আল্লাহ আমাদের ভক্তির আতিশয্যে গোপন শির্ক থেকে বাঁচার তাওফিক দিন- আমীন!

৪। দালায়িলুল খাইরাত গ্রন্থ রচনার কারণ প্রসিদ্ধ সে সফরে উযু করার জন্য ঐ লেখকের পানির প্রয়োজন হয়। কিন্তু বালতি ও দড়ি না থাকার কারণে তিনি পেরেশান ছিলেন। একটি মেয়ে ঐ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করল এবং কুয়াতে থুথু ফেলে দিল। ফলে পানি কিনারা পর্যন্ত উথলে উঠল। লেখক বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, এটা দরুদ-এর বারকাত। তারপরে তিনি এই দালায়িলুল খাইরাত বইটি লিখলেন।

৫। এক বিশ্বস্ত বন্ধু মাওলানা যাকারিয়াহু (রহঃ)-কে লাখনাউয়ের এক সুন্দর হস্তাক্ষর লিপিকারের কাহিনী শোনান। তার অভ্যাস ছিল যে, সকালে যখন তিনি লিখনি শুরু করতেন তখন তিনি একটা সাদা কপিতে প্রথমেই দরুদ লিখতেন যাতে তিনি লেখনি লিখতে চাইতেন। তারপর লেখনী শুরু করতেন। যখন তার মরণের সময় এল তখন আখিরাতের চিন্তায় তিনি ভয় পেয়ে বলতে লাগলেন যে, দেখুন ওখানে গিয়ে কী হয়? একজন মাজযুব (আত্মভোলা দরবেশ) বেরিয়ে এসে বললেন বাবা! ঘাবড়াচ্ছেন কেন? সেই সাদা কপি সহকারে পেশ করা হচ্ছে এবং তাতে সোয়াদ তৈরী হচ্ছে। (প্রথমোক্তের ফাযায়িলে দরুদ- ৮৯ পৃঃ, শেষোক্তের- ১০০ পৃঃ)

সংক্ষিপ্ত দরুদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উর্দুতে আরো সংক্ষেপে শুধুমাত্র সোয়াদ লেখা হয়। ঐদিকেই ইঙ্গিত করেছেন আত্মভোলা দরবেশ তার উপরের বক্তব্যে। একজন মাক্যুবের বিড়বিড়কে গুরুত্ব দিয়ে ফাযায়িলে দরুদ লেখক কুসংস্কারপন্থীদের উৎসাহিত করেছেন এইভাবে যে, তিনি গায়িবের খবর জানেন। এমনকি ক্বিয়ামাতের হিসাব-নিকাশের আগেই তিনি হিসাব-কিতাবের ফলাফল বাতলে দিতে পারেন।

(মাওলানা আব্দুর রহমান উমরী কৃত তাবলীগী জামা'আত আওর উসকা নিসাব- ৯৬ পৃষ্ঠা)

৬। ফাযায়িলে দরুদের সতের নাম্বার কাহিনীতে লেখা হয়েছে- রওযুল ফয়িকে বর্ণিত আছে যে, সুফীদের মধ্যে এক বুয়ুর্গ বলেন, আমার একজন পড়শী ছিল খুবই গুনাহগার। সব সময় সে মদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকত। তার দিন ও রাতের খবর থাকত না। আমি তাকে নসীহত করতাম কিন্তু সে শুনতো না। তাওবাহু করতে বলতাম কিন্তু সে মানত না। যখন সে মৃত্যুবরণ করল তখন আমি

তাকে স্বপ্নে খুবই উচ্চ মর্যাদায় এবং জান্নাতের গৌরবময় পোষাকে দেখলাম। খুবই সম্মান ও মর্যাদায় সে ছিল। আমি তাকে কারণ জিজ্ঞেস করলাম, তখন সে উপরে বর্ণিত মুহাদ্দিসের কিস্সার উল্লেখ করল।

মুহাদ্দিসের কিসসা এই যে, সে বলে আমি একজন মুহাদ্দিসের মাজলিসে ছিলাম। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরে জোরে জোরে দরুদ পড়ে তার জন্য জান্নাত অপরিহার্য। আমি সশব্দে দরুদ পড়লাম। তা শুনে লোকেরাও দরুদ পড়ল। এর জন্য আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেয়া হলো। (ফাযায়িলে আ'মালের ফাযায়িলে দরুদ- ৯২ পৃষ্ঠা; তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে দরুদ- ১০৩ পৃষ্ঠা)

শরী'আতে মুহাম্মাদীর আগে মূসায়ী শরী'আতে একজন পতিতা নারী একটি কুকুরকে পানি পান করিয়ে নাজাত পেয়েছিল- (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ১৬৮ পৃষ্ঠা)। কিন্তু মুহাম্মাদী শরী'আত প্রসঙ্গ হওয়ায় এই শরী'আতে নাজাতের বুনিয়াদ নেক আ'মাল ভারী হবার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

* **فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ**

“যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে সেই-ই সফলকাম।”

(সূরা : যু'মিনুন- ১০২ আয়াত)

কিন্তু ফাযায়িলে দরুদদের উক্ত সতের নাম্বারে বর্ণিত স্বপ্নের কাহিনীটি প্রমাণ করেছে যে, একজন চব্বিশ ঘণ্টা বেহুঁশ থাকা মদ্যপায়ী মাতালও তাওবাহ না করে এবং সলাত ও সিয়ামের তোয়াক্কা না করে শুধুমাত্র দরুদ পাঠ করে জান্নাতে যেতে পারে। সহাবীওয়ালা কাজের দোহাই দানকারীদের কাছে জান্নাত কি এতই সস্তা! অথচ আল্লাহ তা'আলা সহাবায়ি কিরামকেই লক্ষ্য করে বলেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ،

مُسْتَهْمِ الْبِأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَزَلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

مَتَى نَصْرَالله

“তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা এমনি এমনি জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের নিকটে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত (অবস্থা এলো না) আসেনি? তাদেরকে নানারূপ দুর্দশা ও দরিদ্রতা ছুঁয়েছিল এবং তাদের উপর (বালা-মুসিবতের) এমন ভূমিকম্প হয়েছিল যে, সে সময়ের রসূলকে তার সাথী মু'মিনগণ বলে উঠেছিল আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?” (সূরা : আল-বাকারাহ- ২১৪ আয়াত)

অনেক সময় লোকেরা একথা ভুলে যায় যে, শাইত্বনও কখনো কখনো কোন সুফী ও বুয়ুর্গের রূপ ধারণ করে স্বপ্নে এমন কিছু মনগড়া কাহিনী বলে দেয় যাতে লোকেরা নেক কাজ থেকে বিমুখ হয়ে থাকে। “আল্লাহু ইন্নি আউযুবিকা মিন হামায়া-তিশ শাইয়া-ত্বীন”।

৭। ফাযায়িলে দরুদেদর চল্লিশ নাম্বার কাহিনীতে লিখা হয়েছে, আব্দুর রহিম ইবনু আব্দুর রহমান বলেন যে, একবার গোসলখানায় পড়ে যাওয়ার কারণে আমার হাতে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করি। যার ফলে হাত ফুলে যায় এবং রাতটা খুবই অস্বস্তির মধ্যে কাটাই। অতঃপর ঘুমের কারণে আমার চোখ লেগে আসলে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখলাম। আমি কেবল এতটুকু বলেছিলাম যে, হে আল্লাহর রসূল! তখন রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোর অধিক দরুদ আমাকে ঘাবড়ে দিয়েছে। অতঃপর আমার ঘুম যখন ভেঙ্গে গেল তখন থেকে কষ্ট সম্পূর্ণ দূর হতে লাগল এবং ফুলে যাওয়াটাও দূরীভূত হতে থাকল। (প্রথমোক্ত ফাযায়িলে দরুদ- ১০৪ পৃষ্ঠা; শেষোক্ত- ১১৫ পৃষ্ঠা)

উক্ত ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, কেউ অধিক দরুদ পাঠ করলে ঐ দরুদ পাঠকারীর কষ্ট দূরীকরণে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচলিত হয়ে ওঠেন এবং কবরের জগত থেকে তার প্রতিকারেরও চেষ্টা করেন। তাহলে কবর পূজারী ও কবর পূজার বিরোধীদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকল কি? “আল্লাহু ইফাযনা মিনাল আকীদাতিল ফ-সিদাহ”।

৮। ফাযায়িলে দরুদেদর তেতাল্লিশ নাম্বার কাহিনীতে লিখা হয়েছে- নুযহাতুল মাজালিসে আবু হামিদ কাযভীনী বরাত করছিল। পথে পিতার মৃত্যু হয় এবং তার মাথা (মুখ প্রভৃতি) গুয়োরের মত হয়ে যায়। সেই ছেলেটি খুবই কাঁদলো এবং আল্লাহ জাভ্বা শা-নুহর দরবারে দু‘আ ও কাকুতি মিনতি করল। ইতোমধ্যে তার চোখ লেগে যায়। তখন সে স্বপ্নে দেখে কোন ব্যক্তি বলছে যে, তোর পিতা সুদ খেত সে জন্য তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিন্তু রসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে সুপারিশ করেছেন। কারণ তাঁর সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুবারক যিক্র যখনই সে শুনতেন তখনই দরুদ পাঠ করত। তাই তাঁর সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশে তাকে তার আসল রূপ ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। (ঐ প্রথমোক্ত- ১০৬ পৃষ্ঠা এবং শেষোক্ত- ১১৮ পৃষ্ঠা)

উক্ত ঘটনায় উল্লিখিত কোন ব্যক্তি বলছেন, লোকটি কে? শাইত্বন নয় তো? কারণ সহীহ হাদীসগুলোতে আছে যে, কেবলমাত্র রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রিয়ামাতের মাঠেই সুপারিশ করবেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৪৮৮পৃঃ)

মাদীনার কবরে শুয়ে শুয়ে তিনি কারো সুপারিশ করতে পারেন কি? যেমন উপরের কাল্পনিক ঘটনায় করেছেন। সহীহ হাদীসে আছে যে, একবার শাইত্বন মানুষের রূপে রাতে এসে বিখ্যাত সহাবী আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ)-কে আয়াতুল কুরসীর ফাযীলাত বর্ণনা করেছিলেন। (বুখারী, মিশকাত- ১৮৫ পৃষ্ঠা)✓

তেমনি এক সুদখোর ব্যক্তি মরার পরে তার চেহারা শুয়োরের মত হয়ে যাবার পর শুধুমাত্র দরুদেদর ফাযীলাতের গুণে ক্বিয়ামাতের আগেই নাবীজীর সুপারিশে সুআকৃতি ফিরে পান কি করে? স্বপ্নে এই ফাযীলাত বর্ণনাকারী লোকটি শাইত্বন নয় তো? “নাউযুবিল্লাহ-হি মিনাল হাফাওয়া-তি”।

৯। ফাযায়িলে দরুদেদর আটচল্লিশ নাম্বার কাহিনীতে বলা হয়েছে- ‘শাইখ আবুল খাইর আকতা’ বলেন, আমি মাদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করে পাঁচদিন সেখানে অবস্থান করলাম। কিন্তু খাবারের জন্য সামান্য পরিমাণও কিছু পেলাম না আমি (নাবীজীর) কবরের কাছে উপস্থিত হলাম এবং রসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাকর (রাযিঃ) এবং উমার (রাযিঃ)-কে সালাম দিলাম। আর নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আজকে আমি আপনার অতিথি। তারপর ওখান থেকে সরে মিশ্বারের পিছনে শুয়ে পড়লাম। স্বপ্নে সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখলাম। আবু বাকর (রাযিঃ) তাঁর সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডানে এবং ‘উমার (রাযিঃ) তাঁর সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বামে অবস্থান করছিলেন। ‘আলী (রাযিঃ) আমাকে ডাকলেন এবং বললেন যে, ওঠো! রসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন। আমি উঠলাম এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই চোখের মাঝখানে চুমা দিলাম। সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রুটি আমাকে দিলেন আমি অর্ধেক খেলাম। আর জেগে উঠে দেখলাম যে, অর্ধেক আমার হাতে ছিল।

(ফাযায়িলে আ’মালের ফাযায়িলে দরুদ- ১২৪ পৃষ্ঠা; ফাযায়িলে হাজ্জ- ১২৮ পৃষ্ঠা)

উক্ত ঘটনা-কুর্য ইবনু আবরাহ এক বুয়ুর্গ ছিলেন। যার সর্বদা অভ্যাস ছিল প্রত্যেক দিনে সত্তর বার তওয়াফ এবং রাতে সত্তর বার তওয়াফ। যার দূরত্ব প্রত্যেকদিন ত্রিশ মাইল হত। আর প্রত্যেক তওয়াফের পর তাহিয়্যা তুত তওয়াফের দু’রাক‘আত নামাযগুলোর মোট দুইশত আশি রাক‘আত হত। এটা ছাড়াও প্রত্যেকদিন দু’বার কুরআন মাজীদ খতমের অভ্যাসও তাঁর ছিল।

(ফাযায়িলে হাজ্জ- ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা)

তাড়াহুড়া করেও যদি সাত চক্করের এক তওয়াফ ও দু’রাক‘আত নামায পড়া হয় তাহলে কমপক্ষে পৌনে একঘণ্টা সময় লাগে। অতএব উক্ত বুয়ুর্গের দিন ও

রাতের মোট একশো চল্লিশ তওয়াফ ও দুইশত আশি রাক'আত সলাত পড়তে মোট একশো পাঁচ ঘণ্টা সময় ব্যয় হওয়ার কথা। কিন্তু দিন ও রাতে তো চব্বিশ ঘণ্টা সময় হয়। তাহলে দিন ও রাতে একশো পাঁচ ঘণ্টা সময় তিনি পাচ্ছেন কোথায়? একজন রেল-হাফেযের একপারা কুরআন পড়তে সময় লাগে আট-দশ মিনিট। এই হিসেবে পুরো কুরআন দু'বার খতম করতে আট-দশ ঘণ্টা সময় লাগবেই। অতএব উক্ত তওয়াফ ও সলাত এবং দু'বার কুরআন খতমের মোট সময় একশো ঘণ্টায়ও সম্ভব হয় না।

তাহলে এক জগদ্বিখ্যাত সুফী ইমাম গায়যালী (রহঃ)-এর ইয়াহুইয়া-উ উলুমিদ দ্বীন উক্ত বর্ণনা এবং ওর নকলকারী আর এক সুফী মাওলানা যাকারিয়াহ্ (রহঃ)-এর ফাযায়িলে হাজ্জে বর্ণিত উপরোক্ত বর্ণনাটি আজগুবি ও অবাস্তব প্রমাণিত হচ্ছে না কি? উক্ত বুযুর্গ ফারয নামাযগুলো জামা'আতে পড়তেন না কি? তিনি সারাজীবন দিন ও রাতে খাওয়া, ঘুমানো এবং প্রস্রাব ও পায়খানার প্রয়োজন বোধও করতেন না কি?

২। ফাযায়িলে হাজ্জে নবম পরিচ্ছেদে আদাবে যিয়ারতের অধীনে লেখা হয়েছে- এর পরে যিয়ারতকারীদের কিছু ঘটনার উপর এই পরিচ্ছেদকে শেষ করছি। কারণ তাদের জীবনী ও নমুনা এবং আদর্শ। (ফাযায়িলে হাজ্জ- ১২৬ পৃষ্ঠা)

ঐসব আদর্শের একটি নমুনা এই- শাইখ আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ সুফী বলেন, আমি জঙ্গলে তের মাস হয়রান-পেরেশান হয়ে ঘুরতে থাকি। আমার শরীরের চামড়াও ছিলে যায়। আমি ওতেই মাদীনা ত্বাইয়্যিবায় উপস্থিত হই এবং পবিত্রতম রওয়ায উপস্থিত হয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমাতে এবং শাইখাইন এর খিদমাতে সালাম আরয করি। তারপরে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। অতঃপর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, নিজের হাত দুটি খোল। আমি দুটো হাতই খুলে দিলাম। সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিরহাম দিয়ে তা ভরে দিলেন। আমার চোখ যখন খুললো তখন দুটি হাতই দিরহামে ভর্তি ছিল। আমি তখনই রুটি ও ফালুদা কিনলাম এবং খেয়েদেয়ে জঙ্গলে চলে গেলাম। (ফাযায়িলে হাজ্জ- ১৩৪ পৃষ্ঠা পঁচিশ নাম্বার ঘটনা)

উক্ত ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যুর পরেও অভাবীদের অভাব জানতে পেরে আলিমুল গায়িব সেজে কারো আন্দারে তার মেহমানদারী করতে পারেন? নাউযুবিল্লাহ।

৩। উক্ত বইয়ের ছাব্বিশ নাম্বার ঘটনায় বলা হয়েছে- সাবিত ইবনু আহমাদ আবুল কাসিম বাগদাদী বলেন যে, তিনি একজন মুআযযিনকে দেখেন যে, তিনি

মাদীনা'র মাসজিদে নাবাবীতে ফজরের আযান দিচ্ছেন। আযানে মুআযযিন বলল, “আসসালা-তু খাইরুম মিনান নাওম” তখন একজন খাদিম এসে তাকে থাপ্পড় মেরে দেয়। ঐ মুআযযিনটি কান্নাকাটি করল এবং আরয় করতে লাগলেন- হে আল্লাহর রসূল! আপনার না মওজুদ থাকায় আমার সাথে এরূপ হচ্ছে? খাদেম পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হল। লোকেরা তাকে তুলে ঘরে নিয়ে গেল। তিনদিন পর খাদিমটি মারা পড়ল। (ফায়য়িলে হাজ্ব- ১৩৪ পৃষ্ঠা)

উক্ত বর্ণনাটি প্রমাণ করে যে, মাসজিদে নাবাবীর কোন এক খাদিম আযান ও নামাযের দুশমন ছিল। তাই তিনি আযান শুনে মুআযযিনকে চড় মারেন। তেমনি মুআযযিনের বক্তব্যে প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মাযলুমের ফরিয়াদ শুনে কুবর থেকে শুয়ে শুয়েও তার প্রতিকারে যালিমকে শাস্তি দিতে পারেন- নাউযুবিল্লাহ।

৪। উক্ত বইয়ের সাতাশ নাম্বার ঘটনায় আছে যার ভাবার্থ এই- সাইয়্যিদ আবু মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম হুসাইনী একবার মাদীনায় তিনদিন না খেতে পেয়ে নাবীজীর কুবরে হাযির হয়ে দু’রাক’আত সলাত পড়ে নাবীজীকে দাদা-আব্বা বলে সম্বোধন করে সারীদ (আরবের এক বিশেষ খাবার) খেতে চান। ফলে এক ব্যক্তিকে নাবীজী স্বপ্নের মাধ্যমে উক্ত সাইয়্যিদ হুসাইনীকে সারীদ খাওয়াবার নির্দেশ দেন। তাই ঐ লোকটি নাবীজীর নির্দেশে হুসাইনীকে সুগন্ধে পরিপূর্ণ ঘি ও গোশ্বতের সারীদ খাওয়ান- (ঐ ১৩৪ পৃষ্ঠা)। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

৫। উক্ত বইয়ের ছয় নাম্বার ঘটনার সারাংশ এই- বিখ্যাত মুহাদ্দিস ‘আল্লামা কাসতাল্লা-নী একবার অসুখে পড়ে ডাক্তার দেখিয়ে নিরুপায় হয়ে ৮৯৩ হিজরীর ২৮ জুমাদিউল উলাতে মাক্কায় থাকাকালীন অবস্থায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওয়াসীলায় দু’আ করেন। অতঃপর স্বপ্নে এক ব্যক্তি তাকে একটি কাগজ দিয়ে বলেন, এই ওষুধটি আহমাদ ইবনুল কাসতালানীর জন্য রসূল আকদাস সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরফ থেকে সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ মুতাবিক দেয়া হল। অতঃপর তিনি স্বপ্ন থেকে জাগলে তার রোগের চিহ্ন পর্যন্ত বাকি ছিল না। (ফায়য়িলে হাজ্ব- ১২৭ পৃষ্ঠা)

এই ঘটনা প্রমাণ করছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবরে শুয়ে শুয়ে নিরুপায় রোগীর ওষুধ দিতে পারেন। তাহলে তাঁর ইন্তিকালের পর লক্ষাধিক সহাবীর তার জানাযা পড়া ও তাকে কুবরে দাফন করা ঠিক কাজ হয়েছে কি? কারবালার ঘটনার সময় তার নাতি হুসাইন (রাযিঃ) নৃশংসভাবে নিহত হবার সময় নানাজীর ওয়াসীলা ধরতে ভুলে গিয়েছিলেন কি? সুবহানাল্লাহ!

বিভিন্ন আ'মালের ফাযীলাত ও জিহাদ

তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহঃ) বলেন, আমাদের নিকটে ফাযায়িলের গুরুত্ব বেশী। (ফাযায়িলে আ'মালের ভূমিকা- ৪ পৃষ্ঠা)

তাবলীগ জামা'আতের লেখনী চালনায় প্রধান মুবাল্লিগ মাওলানা যাকারিয়াহ (রহঃ) রচিত ফাযায়িলে আ'মাল প্রমাণ করে যে, তাদের নিকটে বিভিন্ন আ'মালের ফাযীলাত জিহাদের চেয়েও বেশী! যেমন ফাযায়িলে সলাত এর প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের অধীনে বর্ণিত দশ নাম্বার হাদীস বর্ণনার পর বিনা উদ্ধৃতিতে লিখা হয়েছে-

১। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার নাজদের দিকে জিহাদের জন্য সৈন্য পাঠালেন। যারা খুবই তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন এবং সঙ্গে বহু গানীমাতের (জিহাদে পাওয়া) মাল নিয়ে এলেন। লোকেরা খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এত সামান্য সময়ের মধ্যে এত বড় সাফল্য এবং মাল ও দৌলত নিয়ে ফিরে এল! সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, আমি তোমাদেরকে এর চেয়েও কম সময়ে এই মালের চেয়েও বেশী গানীমাত ও দৌলত কামাইকারী দলের কথা বলব? আর সেসব লোক, যারা ফজরের নামাযে জামা'আতে শরীক হয় এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত ঐ জায়গাতেই বসে থাকে। সূর্যোদয়ের পর যখন (মাকরুহ অস্ত্র যা প্রায় বিশ মিনিট সময় অতিবাহিত হলে) দু'রাক'আত (ইশরাকের) সলাত পড়ে। এরা খুবই সামান্য সময়ে অনেক দৌলত কামাইকারী। (ফাযায়িলে আ'মালের ফাযায়িলে নামায- ১৮ পৃষ্ঠা; তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে নামায- ২২ পৃষ্ঠা বাংলা অনুবাদ- ২১ পৃষ্ঠা)

উক্ত বর্ণনাটি প্রমাণ করে যে, ইশরাকের দু'রাক'আত সলাত জিহাদের সাফল্যের চেয়েও উত্তম। প্রকৃত ব্যাপার তাই কি? কারণ উক্ত হাদীসটি অত্যন্ত যঈফ। যা দলীলের অযোগ্য। (মিরাতুল মাফাতীহ- ২য় খণ্ড ৫৭৬ পৃষ্ঠা)

২। তাউস বলেন, বাইতুল্লাহকে দেখা অতি উত্তম সেই ব্যক্তির ইবাদাতের চেয়েও যে ব্যক্তি রোযাদার রাত জাগরণকারী এবং আল্লাহর রাহে জিহাদকারী হয়। (ফাযায়িলে হজ্ব- ৭৭ পৃষ্ঠা)

এই বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, কা'বা শরীফকে নিছক দেখাটাই জিহাদের চেয়ে বেশী ফাযীলাতময়। কুরআন ও হাদীস থেকে ঐ দাবীর প্রমাণের কোন দলীল আছে কি?

৩। 'আযিশাহ (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল, কেউ কি শহীদ না হয়েও শহীদের সাথী হতে পারে? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি দিনরাত্রে বিশবার মরণকে স্মরণ করে সেই হতে পারে। (মওত কী যাদ- ১৩ পৃষ্ঠার বরাতে তাবলীগী জামা'আত- ১৫৫ পৃষ্ঠা)

এই বরাতেহীন হাদীসটি প্রমাণ করে যে, কেবল মরণের কথা বিশবার স্মরণ জিহাদের সমতুল্য। এটা জাল হাদীস নয় তো?

জামা'আতে তাবলীগী ও স্বপ্নের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী

ইলিয়াসী তাবলীগী জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহঃ) বলেন, এই তাবলীগের নিয়ম আমার নিকটে স্বপ্নে প্রকাশিত হয়।

(মালফুযাতে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস- ৫১ পৃষ্ঠা)

তেমনি তাবলীগী নিসাব তথা ফায়াজিলের বইগুলোতে বর্ণিত বেশীর ভাগ কাহিনীই স্বপ্নে ভরা। উক্ত তাবলীগের মৌখিক প্রচারকদের প্রায়ই বক্তব্যে স্বপ্নের কথা বাদ থাকে না। তাই স্বপ্ন সম্পর্কে কিছু জানা সবারই দরকার। স্বপ্ন ব্যাখ্যার সবচেয়ে বড় বিদ্বান বিখ্যাত তাবিস ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন। (রহঃ) মৃত্যু ১১০ হিজরী। বলেন : স্বপ্ন তিন প্রকার- (১) মনের কথা; (২) শাইত্বনের ভয় দেখানো; (৩) আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ। (মিশকাত- ৩৯৪ পৃষ্ঠা) ✓

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সবচেয়ে সত্যস্বপ্ন রাতের শেষাংশে হয়। (তিরমিযী, দারিমী, মিশকাত- ৩৯৭) ✓

বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, স্বপ্ন সত্য হতে পারে। আবার তা মিথ্যাও হয়। যেমন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সবচেয়ে বড় মিথ্যা কোন লোককে তার দুই চোখের সামনে এমন কিছু দেখানো হল, যা তারা (চোখ দুটি) দেখেনি। (বুখারী, মিশকাত- ৩৯৭ পৃষ্ঠা) ✓

অন্য বর্ণনায় আছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সত্যস্বপ্ন নাবুওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগ। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৩৯৪ পৃষ্ঠা) ✓

স্বপ্ন যেহেতু সত্য ও মিথ্যা দুই-ই হয় সেহেতু স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা জানার জন্য কিছু বিশেষ জ্ঞানের দরকার। তা ইমাম ইবনু সীরীনের ভাষায় এই- স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারীর জন্য এইসব গুণাবলী অপরিহার্য- (১) কুরআনের জ্ঞান; (২) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের হাফিজ; (৩) আরবী ভাষা ও শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে জ্ঞান; (৪) লোকদের বিভিন্নরূপী অবস্থা-জ্ঞান; (৫) স্বপ্ন ব্যাখ্যাকার নীতি জ্ঞান; (৬) সাধু-হৃদয়, সচ্চরিত্র ও সত্যবাদী হওয়া।

(তাবীরুর রুইয়া উর্দু অনুবাদসহ- ৫ পৃষ্ঠা)

এবার প্রশ্ন ওটে স্বপ্নে কাউকে দেখার কথা। স্বপ্নে যদি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কাউকে দেখা যায় তাহলে সেই অলী ও সুফী বুয়ুর্গ ও সাধারণ ব্যক্তি স্বয়ং হতে পারেন। কিংবা স্বপ্নের ঐ ব্যক্তিটি কারো রূপধারণকারী শাইত্বনও হতে পারে। যেমন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখল সে আমাকেই দেখল। কারণ শাইত্বন আমার আকৃতিতে রূপধারণ করতে পারে না ✓

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৩৯৪ পৃষ্ঠা)

সুতরাং এই হাদীসের আলোকে কোন অলী ও সুফী এবং দরবেশ ও বুয়ুর্গ ব্যক্তির যাবতীয় স্বপ্নের ব্যাপারটা অন্ধভাবে মানা যাবে কি? থাকল রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখার ব্যাপার। এ ব্যাপারে মাওলানা যাকারিয়াহু (রহঃ)-এর মন্তব্য নিম্নরূপ, আলিমগণ লিখেছেন যে, রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন হুকুম কিংবা নিষেধ যদি স্বপ্নে দেখা যায় তাহলে সেটাকে কুরআন ও হাদীসের উপর পেশ করতে হবে। যদি তা ওর মুতাবিক হয় তাহলে স্বপ্নটা সত্য এবং কথাটিও সঠিক। আর এটা স্বপ্ন দর্শনকারীর মনের শান্তির জন্য সুসংবাদ স্বরূপ। আর যদি তা ওর খিলাফ হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, স্বপ্ন তো সত্য কিন্তু শাইত্বনী প্রভাবে শ্রবণকারীর কানে এমন জিনিস পড়েছে যা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেননি। (ফাযায়িলে হাঙ্গ- ১৪৩ পৃষ্ঠা)

ইমাম নাবাবী (রহঃ) তাহযীবুল আসমা অসসিফাতের শুরুতে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি তাকে সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেছেন নিশ্চয়ই তিনি তাঁকেই সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন। কারণ শাইত্বন তাঁর সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূপধারণ করতে পারে না। কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে যদি বিধি নিষেধ সংক্রান্ত কোন বিষয় তিনি মানেন তাহলে ওর উপরে আ'মাল জায়িয় নয়। তা এই জন্য নয় যে, স্বপ্নে কোন দ্বিধা আছে বরং তা এজন্য যে, স্বপ্ন দর্শনকারীর আয়ত্ত শক্তি নির্ভরযোগ্য নয়। (ঐ- পৃষ্ঠা- ঐ)

অতএব মাওলানা যাকারিয়াহু (রহঃ) হতে বর্ণিত; উপরের বক্তব্য সামনে রেখে কুরআন ও হাদীসের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যার ইমাম 'আল্লামা ইবনু সীরীনের উপরোক্ত শর্তের ভিত্তিতে ফাযায়িলে আ'মালে বর্ণিত স্বপ্নের সমস্ত কাহিনীগুলো গ্রহণযোগ্য হবে কি? আর কেউ যদি এসব স্বপ্নের মধ্যে কিছু স্বপ্নকে মেনে নিতে না পারেন তাহলে তাকে ইলিয়াসী তাবলীগের দূশমন বলা ও ভাবা সহাবীওয়াল্লা কাজ হবে না বিদ'আতওয়াল্লা কাজ হবে? অল্লাহুল মুস্তাআন 'আলা মা ইয়াসিফুন।

তাবলীগী নিসাব ও তার গুণা-গুণের হিসাব

ইলিয়াসী তাবলীগের সমবেত তা'লীমের জন্য নির্দিষ্ট ও অত্যন্ত জরুরী বই তাবলীগী নিসাব তথা ফাযায়িলে আ'মাল এর বিভিন্ন বইগুলো পড়াশুনা করার পর এ কথা প্রমাণিত হয় যে, ঐ বইগুলো তিনভাগে বিভক্ত—(১) সামান্য অংশ কুরআনী আয়াত সম্বলিত; (২) কিছু অংশ হাদীসে সন্নিবিষ্ট; (৩) বেশী অংশ বুয়ুর্গদের কাহিনীতে পরিপুষ্ট।

ঐ বইগুলোতে সন্নিবিষ্ট কুরআনের সমস্ত আয়াতগুলোর তরজমা পুংখানুপুংখভাবে দেখার অবসর আমি পাইনি। যা দেখেছি তন্মধ্যে একটি আয়াতের তরজমাতে আমাকে খটকা লেগেছে। তা হল সাতাশ পারার সূরা আল-কামারের সতের নাম্বার আয়াত—

* ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر *

এর অনুবাদে মাওলানা যাকারিয়াহ্ (রহঃ) লিখেছেন, আমি কালামে পাককে মুখস্থ করার জন্য সহজ করে দিয়েছি। কেউ আছে কি মুখস্থকারী।

(ফাযায়িল নিসাবের ফাযায়িল কুরআন ৭০ পৃষ্ঠা; বাংলা অনুবাদ— ৭৬ পৃষ্ঠা)

উক্ত আয়াতের দুটি শব্দ যিকুর এবং মুদ্দাকির এর অর্থ মাওলানা যাকারিয়াহ্ (রহঃ) করেছেন মুখস্থ করা এবং মুখস্থকারী। কিন্তু আল-কুরআনের বিশ্ববিখ্যাত ও সর্বজনমান্য তাফসীর ইবনু জারীর ও তাফসীর ইবনু কাসীরে ওর অর্থ করা হয়েছে উপদেশ গ্রহণকরা এবং উপদেশ গ্রহণকারী।

(তাফসীরে ইবনু জারীর— ২৭ খণ্ড ৫১ পৃষ্ঠা; তাফসীর ইবনু কাসীর— ৪র্থ খণ্ড ২৬৫ পৃষ্ঠা)

সূরা আল-কামারের ঐ আয়াতটি চার বার উল্লিখিত হয়েছে আর তা চারটি কাওম— নূহ ও আদ এবং সামুদ ও লূত এর দুষ্কৃতি ও তাদের চরম শাস্তির লোমহর্ষক পরিণতি বর্ণনার পর উক্ত আয়াতটি বারংবার উল্লেখ করে কুরআনের পাঠককে ঐসব জাতির পরিণাম জেনে শিক্ষা নেবার জন্য আল্লাহ বলেছেন আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য এই কুরআনকে সহজ করেছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

তাই উক্ত আয়াতগুলোর আগে-পিছের বক্তব্য সামনে রেখে ওর তরজমা মুখস্থ করা ও মুখস্থকারী ঠিক হয় কি? ফলে এরূপ অনুবাদক কুরআনী আয়াতের অর্থ বিকৃতকারীর পর্যায়ে পড়ে যান না কি? তাই তাবলীগী নিসাবে সন্নিবেশিত বেশীরভাগ আয়াতের অনুবাদ ঠিক হলেও ওর পাঠকদের একটু সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত নয় কি?

তাবলীগী নিসাবের দ্বিতীয় অংশ হাদীসে রসূল। ফাযায়িলের বইগুলোতে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিম থেকে উদ্ধৃত হাদীসগুলো ঠিক আছে। অতঃপর নাসাই ও আবু দাউদ এবং তিরমিযী ইবনু মাজার বরাত দেয়া হাদীসগুলো আরবী মন্তব্যের উপর নির্ভর করে গ্রহণ করা যাবে। বাকী হাদীসগুলোর কিছু হাদীস জাল অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে মিথ্যা বর্ণনা। আর অবশিষ্ট হাদীসগুলো যঈফ। অর্থাৎ ঐগুলো রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস কিনা সন্দেহ। ওগুলো হাদীসে রসূল হতে পারে আবার দেয়া আরবী মন্তব্যগুলো জানারও চেষ্টা করতে হবে। কারণ ঐ মন্তব্যগুলোর উর্দু তরজমা মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ) লেখেননি, লেখলে প্রকৃত ব্যাপারটা জানা যেত। কাজেই ধোঁকা খাবার আশঙ্কা আছে।

তাবলীগী নিসাবের তৃতীয় অংশ বুয়ুর্গদের কিস্সা কাহিনীগুলোর বরাত গ্রন্থ রুযহাতুল মাজালিস রওযুল ফয়িক মাজালিসুল আবরা'র রওযাতুল আহবা'ব মিনহাজুল হাসান দালায়িলুল খাইরাত গুলশানে জান্নাত বাহজাতুন নুফুস রওযাতুর রাইরুহীন কুররাতুল 'উইয়ুন সামিরাতে ইউসুফ যুলেখা মাওয়াহিবুল লাদুননিয়াহ প্রভৃতি গ্রন্থাবলী সুফীচরিত্রের লেখকদের বই। যার বেশিরভাগই অবান্তর এবং কল্পনারও অতীত। তাই এসব বইয়ের বহু কাহিনী অনাস্থাযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য। সেই সঙ্গে তা সঠিক 'আক্দিদার বিরোধী। যা ঈমানের ক্ষতি করতে পারে।

সুফী সম্পর্কে দু-চার কথা

সহাবায়ি কিরামের যুগে মুসলমানদের মধ্যে তাসাউউফ ও সুফীর প্রচলন ছিল না। পরবর্তীকালে ১৫০ হিজরীতে মৃত আবু হাশিম কুফী নামে জনৈক ব্যক্তি তাসাউউফের 'আক্বীদাহ প্রচার করেন। তারপর মুসলমানদের মধ্যে সুফীদের উদ্ভব হয়। সে সময় তাদেরকে (আহলে খাইর) কিংবা স্বলিহীন উপাধিতে সম্বোধন করা হত। তাদের ব্যাপারে একথা মশহুর ছিল যে, তারা তাদের মতবাদের সমর্থনে হাদীস জাল করতেন। তাই হাদীসের নাড়িবিদগণ তাদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন। যেমন রিজাল শাস্ত্রের মহা পণ্ডিত ও মহা মুহাদ্দিস 'আল্লামা ইয়াহুইয়া ইবনু সায়ীদ আলকাত্তান (মৃত- ১৯৮ হিজরী) বলেন, আমরা হাদীসের ব্যাপারে স্বলিহীন (সুফীদের) চেয়ে আর কাউকে এত মিথ্যাবাদী দেখিনি।

(মুসলিমের ভূমিকা- ১৩ পৃষ্ঠা)

ইবনু আবী আত্তাব বলেন, আমি ইয়াহুইয়া ইবনু সায়ীদের পুত্র মুহাম্মাদের

সাথে সাক্ষাৎ করলাম। অতঃপর তাকে সুফী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমার পিতা বলেন, তুমি হাদীসের ব্যাপারে আহলে খাইর (সুফীদের) চেয়ে অধিক মিথ্যাবাদী আর কাউকে দেখবে না। (ঐ- ১৪ পৃষ্ঠা)

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মুসলিম (রহঃ) (মৃত্যু ২৬১ হিজরী) বলেন, মিথ্যা তাদের মুখ থেকে জারী হয়ে যেত। অথচ তারা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলতেন না। (ঐ- ১৪ পৃষ্ঠা) মুসলিমের ব্যাখ্যাকারী ইমাম নাবাবী (মৃত্যু ৬৭৬ হিজরী) বলেন, তারা (সুফীরা) হাদীস শাস্ত্র নিয়ে ঘাটাঘাটি করতেন না। তাই তাদের হাদীস বর্ণনায় ভুল হয়ে যেত। আর তারা জানতেই পারতেন না যে, ওটা মিথ্যা।

(ঐ- ১৪ পৃষ্ঠায় নাবাবীর শরহে মুসলিম)

বিশিষ্ট রিজালবিদ ইমাম ইয়াহুইয়া আলকাত্তান ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইমাম মুসলিম এবং প্রসিদ্ধ মনীষী ইমাম নাবাবী (রহঃ) প্রমুখদের উপরোক্ত মন্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুফীরা খানকায় বসে যিকুরে থাকেন বলে হাদীস চর্চার তেমন অবকাশ পায় না। ফলে কোন্ হাদীসটি সহীহ্ এবং কোন্ হাদীসটি মাউযু বা জাল তা তারা জানতে পারেননি। তাই তারা তাদের গুরুজন অন্যান্য সুফীদের মুখে শোনা বক্তব্য বর্ণনা করে থাকেন এবং ভক্তির আতিশয্যে গুরুত্ব বর্ণিত বর্ণনা ঠিক কিনা যাচাইয়ের প্রয়োজন বোধও করেন না। ফলে সুফী পরম্পরায় বহু জাল হাদীস ও জাল কাহিনী সমাজে রটে গেছে। এখন ঐসব জাল বক্তব্য প্রমাণসহ কেউ ধরিয়ে দিলে তার ভক্তরা রেগে যান এবং সুফী সাহেবের বাহ্যিক পরহেযগারী দেখে ধোঁকা খান। আল্লাহ আমাদেরকে নিজেদের অজান্তে ধোঁকা খাওয়া থেকে বাঁচান-আমীন!

সুফীদের সম্পর্কে মহামতি ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, মাদীনায় এমনও লোক ছিলেন যে তারা যদি বৃষ্টিপাতের জন্য দু'আ করতেন তাহলে তাদের দু'আর বারকাতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হত। তারা বহু হাদীস ও মাস'আলাও জানতেন। তথাপি আমি তাদের থেকে উপকৃত হইনি। কারণ তারা কেবল পরহেযগার ও মুত্তাকী ছিলেন। কিন্তু হাদীস বর্ণনা ও ফাওয়ার কাজ শুধুমাত্র পরহেযগারী ও তাক্বওয়ার দ্বারা চলতে পারে না। এর জন্য তাক্বওয়ার সাথে বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিপক্বতাও চাই। তিনি যেন এটা জানেন যে, তার মুখ দিয়ে কী বের হচ্ছে এবং ক্রিয়াতে এ ব্যাপারটা কোথায় গড়াবে? তাই এরূপ লোক থেকে বিদ্যা অর্জন করা উচিত নয়। (মুকাদ্দামা ইসআফির বরাতে তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন- ১ম খণ্ড ৯-১০ পৃষ্ঠা)

মাউযু-যঈফ বর্ণনা গাইর মুক্বাল্লিদ মানে না

মাউযু (জাল) ও যঈফ (দুর্বল সূত্রের) হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে কেউ একবার হানাফী শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়াহ্ (রহঃ)-এর উপর আপত্তি করেছিলেন। তখন তিনি তার জওয়াবে লিখেছেন, এই আপত্তি কোন গাইর মুক্বাল্লিদেই হবে।

(ইশকা-লাত আওর উনকে জাওয়াবাত- ৬৬ পৃষ্ঠা, তাবলীগী জামা'আত- ৮১ পৃষ্ঠা)

উক্ত বর্ণনাটির ভিত্তিতে প্রশ্ন ওঠে যে, মাউযু ও যঈফ হাদীস কী এবং ওর অমান্যকারী গাইর মুক্বাল্লিদ কে? এরই উত্তর নীচে একের পর এক দেয়া হলো। কোন ব্যক্তি কোন বিষয় নিজে তৈরী করে তা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে চালিয়ে দিলে ঐ বর্ণনাটিকে মাউযু বা জাল হাদীস বলে। এরূপে হাদীস জাল করার শাস্তি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলে সে তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নিক। (বুখারী, মিশকাত- ৩২ পৃষ্ঠা)✓

অতএব কোন মুসলমান জেনে শুনে জাল হাদীস মানতে পারে কি? কোন হাদীস বর্ণনাকারীর মধ্যে কোনরূপ দোষ পাওয়া গেলে ঐ হাদীসটির ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এই বিষয়টি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিংবা করেছেন কিনা? এরূপ কোন দোষে দুষ্ট বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসকে যঈফ হাদীস বলা হয়। এ যঈফ হাদীস মানা যাবে কি না এ ব্যাপারে হাদীস বিশারদদের দুটি মত আছে।

প্রথমতঃ ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন, আবু বাকর ইবনুল আরাবী, ইবনু হাযম ও ইবনু তাইমিয়াহ্ প্রমুখ গবেষক বিদ্বানদের মতে ফাযীলাত হোক কিংবা আ'মাল কোন ব্যাপারেই যঈফ হাদীস আ'মালযোগ্য নয়।✓

(কাওয়ায়িদুত তাহদীস- ৯৫ পৃষ্ঠা লিজামুলুদীন কাসিমী)

দ্বিতীয়তঃ অন্যদের মতে চারটি শর্তে যঈফ হাদীস মানা যেতে পারে। তা হলো এই- (১) ঐ বিষয়টির সম্পর্ক যেন 'আক্বীদা ও কোন হুকুম সংক্রান্ত না হয়; (২) তা যেন কোন প্রচলিত আ'মালের বিরোধী না হয়; (৩) ঐ হাদীসটির সূত্র যেন অত্যন্ত দুর্বল না হয়; (৪) আ'মালকারী ঐ হাদীসটিকে যেন সহীহ হাদীস মনে না করে। বরং সতর্কতামূলক অবস্থা হিসেবে আ'মাল করেন।✓

(তাওজীহুন নাযার ও ইমাম নাবাবীর শরহে মুসলিম)

গাইর মুক্বাল্লিদগণ যঈফ হাদীস মানার ব্যাপারে প্রথম মতটির সমর্থক বলে তা মেনে নিতে পারেন না। তাই তারা মাউযু ও যঈফ হাদীস মানতে আপত্তি করেন। যেমন মুক্বাল্লিদ ব্যক্তি মাওলানা যাকারিয়াহ্ (রহঃ) উপরের মন্তব্য বলেছেন।

গাইর মুক্বাল্লিদ কে ও কেন?

আরাবী মুক্বাল্লিদ শব্দটি আরাবী তাক্বলীদ শব্দ থেকে উৎপন্ন। তাক্বলীদ শব্দের অর্থ বিনা চিন্তা-ভাবনায় কারো কথা মেনে নেয়া। (মিসবাহুল লুগাত- ৬৮৯ পৃষ্ঠা)

‘আলিমদের পরিভাষায় তাক্বলীদ হচ্ছে বিনা দলীলে কারো কথা মেনে নেয়া। (আবু ইসহাক শীরাযী শাফিঈ মৃত- ৪৭৬ হিজরী রচিত ‘কিতাবুল লুমা ফী উসুলিল ফিকহি’- ৮৪ পৃষ্ঠা; ইমাম গাযযালী মৃত- ৫০৫ হিজরী প্রণীত আলমানখু- ৪৭২ পৃষ্ঠা ও আনলমুস্তাসফা- ২য় খণ্ড ২৮৭ পৃষ্ঠা)

‘আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী (মৃত ৮৬১ হিজরী) বলেন যে, যার উক্তি কোন দলীল ভিত্তিক নয়, বিনা দলীলে তারই কথা মোতাবেক কাজ করাই হচ্ছে- তাক্বলীদ। (আত্তাহররর ফী উসুলিনল ফিকহি- ৫৪৭ পৃষ্ঠা)

মোট কথা আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কোন ব্যক্তির কথা বিনা প্রমাণে অন্ধভাবে মেনে নেয়ার নামই তাক্বলীদ। তাই মুক্বাল্লিদ মানে কারো অন্ধ-অনুসারী। আর যারা কারো অন্ধ অনুসারী নন তারাই গাইর মুক্বাল্লিদ। মুসলমান সুন্নীদের মধ্যে চারটি দল এমন রয়েছেন, যারা চারজন মহাবিদ্বান ইমাম আবু হানীফা (মৃত ১৫০ হিজরী); ইমাম মালিক (মৃত ১৭৯ হিজরী); ইমাম শাফিঈ (মৃত ২০৪ হিজরী) ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (মৃত ২৪১ হিজরী) এর মধ্যে কোন একজনের কথা বিনা দলীলে অন্ধভাবে মেনে নেন বলে তাদেরকে ওদের মুক্বাল্লিদ বলা হয়। যদিও ঐ চার ইমাম তাদের কথা বিনা দলীলে মানতে বারংবার নিষেধ করেছেন।

মুক্বাল্লিদদের বিপরীত সুন্নী মুসলমানদের একটি দল এমনও আছেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল ব্যতীত আর কোন মহাবিদ্বান ও কোন ‘আলিমের কথা বিনা দলীলে অন্ধভাবে মানে না। এদেরকে চার রকম মুক্বাল্লিদগণ গাইর মুক্বাল্লিদ নামে অভিহিত করেন। কিন্তু এরা নিজেদের আহলে হাদীস তথা কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের অনুসারী নামে আখ্যায়িত করেন। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন- “তোমরা যদি কোন জিনিস না জেনে থাক তাহলে তা আহলি যিক্র (কুরআন ও হাদীসজ্ঞানীদের) জিজ্ঞেস কর মৌখিক দলীল ও লিখিত প্রমাণসহকারে।”

(সূরা : আন-নাহাল- ৪৪-৪৫ আয়াত)

তাই আল্লাহর উক্ত স্পষ্ট ফরমান অনুসারে উপরে বর্ণিত চার ইমামের কথা বিনা দলীলে অন্ধভাবে অমান্যকারী গাইর মুক্বাল্লিদগণ মাওলানা যাকারিয়াহ (রহঃ)-এর মত সুফীদের পেশকৃত মাউযু ও যঈফ হাদীস অন্ধভাবে মেনে নিতে আপত্তি করতে বাধ্য হন। ফলে আমার যেসব ঐ ভাইয়েরা নিজেদেরকে আহলে

হাদীস বলে মনে করেন, তারা ইলিয়াসী তাবলীগী দলে ঢুকে তাবলীগী নিসাবের মাউযু ও যঈফ হাদীস এবং সুফীদের অবাস্তব কাহিনীগুলোকে অন্ধভাবে মেনে নিতে পারবেন কি? কেউ যদি নিজের অজান্তে ভুলে পড়ে থাকেন তাহলে তিনি নিজের ভুলের সংশোধন করবেন না কি? আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভেজাল ও নির্ভেজাল চিনবার শক্তি দিন- আমীন!

তাকুলীদে শাখসী সম্পর্কে চার ইমামের নিষেধাজ্ঞা

অনুসরণীয় চার মহামতি ইমাম তাদের কথা অন্ধভাবে বিনা দলীলে মানতে নিষেধ করেছেন। যেমন হানাফী মুক্বাল্লিদদের অনুসরণীয় ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, তুমি আমার অন্ধ অনুসারী হয়ে না এবং মালিকেরও অন্ধ অনুসরণ করো না। আর না অন্য কারো। বরং তুমি সেখান থেকে আহকাম (শরী'আতী বিধিনিষেধ) গ্রহণ কর যেখান থেকে তারা গ্রহণ করেছেন, কুরআন ও হাদীস হতে।
(তুহফাতুল আলয়্যার ফী বায়ানি সুনাতি সাইয়িদিল আবরার ফারুকী ছাপা- ৪ পৃষ্ঠা)

তিনি আরো বলেন যে, যে ব্যক্তি আমার দলীল জানে না তাদের উচিত হবে না আমার কথা দ্বারা ফাতাওয়া দেয়া।

(আলয়্যাওয়াকীত অলজাওয়াহির ফী বায়ানি আকা যিদিল আকাবির- ২য় খণ্ড ৯৬ পৃষ্ঠা)

মালিকী মুক্বাল্লিদদের অনুসরণীয় ব্যক্তি ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহঃ) বলেন, আমি একজন মানুষ। আমি ভুল করি এবং সঠিকও বলি। তবে তোমরা আমার রায়ে চিন্তাভাবনা করে দেখ। অতঃপর ওর মধ্যে যেটা কুরআন ও হাদীস মুতাবিক হবে সেটাকে তোমরা গ্রহণ কর। আর যেটা ওর মুতাবিক হবে না সেটাকে ছেড়ে দাও। (ঈকা-যু হিমামি উলিল আবসার- ৭২ পৃষ্ঠা; আল-ক্বাওলুল মুফীদ- ১৭ পৃষ্ঠা; ইবনু আদিল বার-এর 'জামিউল বায়ানিল ইলমি অফায়লিহী'- ২য় খণ্ড ৩৩ পৃষ্ঠা; ইবনু হায়মের আল-ইহকাম ফী উসুলিল আহকাম- ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৪৯ পৃষ্ঠা)

তিনি আরো বলেন, এমন কোন ব্যক্তি নেই যার সকল কথাই গ্রহণ করা যেতে পারে। শুধুমাত্র রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত। (ইবনু আদিল হাদীর ইরশাদুস সা-লিক- ১ম খণ্ড ২২৭ পৃষ্ঠা; ইবনু আদিল বার-এর জামিউ বায়ানিল ইলমি অফায়লিহী- ২য় খণ্ড ৯১ পৃষ্ঠা; ইবনু হায়মের আল-ইহকাম ফী উসুলিল আহকাম- ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৪৫ ও ১৭৯ পৃষ্ঠা; আলয়্যাওয়া-কীত অলজাওয়াহির- ২য় খণ্ড ৯৬ পৃষ্ঠা)

শাফিঈ মুক্বাল্লিদদের অনুসরণীয় ব্যক্তি ইমাম শাফিঈ (রহঃ) তার ছাত্র মুযানীকে বলেন, আমি যা বলি তার প্রত্যেকটিতে তুমি আমাকে অন্ধভাবে মানবে না। বরং তুমি ঐ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা কর নিজেরই জন্য। কারণ এটা তো দ্বীন বা

ধর্মের ব্যাপার। (আলয়াওয়াযীত অলজাওয়া-হির- ২য় খণ্ড ৯৬ পৃষ্ঠা: মীযানে শারানী- ৫০ পৃষ্ঠা; হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগাহ্- ১ম খণ্ড ১৫৭ পৃষ্ঠা)

হাম্বলী মুকদ্দল্লিদদের অনুসরণীয় ব্যক্তি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) একদিন তার ছাত্র ইমাম আবু দাউদ (রহঃ)-কে বলেন, তুমি আমার অন্ধ অনুসারী হয়ো না। আর না মালেকিরা, শাফিঈর না আনাযায়ীর আর না সাওরীর। বরং তুমি সেখান থেকে শরী'আতী বিধিনিষেধ গ্রহণ কর যেখান থেকে তারা শরী'আতী বিধিনিষেধ গ্রহণ করেছে। (আলয়াওয়াযীত অলজাওয়া-হির- ২য় খণ্ড ৯৬ পৃষ্ঠা; ইকদুল জীদ- ৯৮ পৃষ্ঠা; ইলায়ুল মুঅককিয়ীন- ২য় খণ্ড ১৮১-১৮২ পৃষ্ঠা)

যারা তাদের তাক্বলীদ বা অন্ধঅনুসরণ করতে মানা করেছেন তাদের কথা না মেনে এবং গায়ের জোরে ও গোয়াতুমি করে তাদেরই তাক্বলীদ করা সুহুজ্জান ও সুবিবেকের পরিচয় হবে কি? তেমনি ইমাম আবু হানীফার মত মহামান্য ইমামের নির্দেশ অনুসারে যারা তার কথা বিনা দলীলে মানে না, তারা তার তুলনায় এক নগণ্য 'আলিম মাওলানা যাকারিয়াহ্ (রহঃ)-এর পেশকৃত জাল ও দুর্বল হাদীস মেনে নিতে আপত্তি করতে বাধ্য নন কি? আর তারা উক্ত 'আলিমের দেয়া গাইর মুকদ্দল্লিদ উপাধি খুশিমনে মেনে নেবেন না কি? বায়হাকীর একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাতের জন্য আমার সবচেয়ে বড় ভয়, 'আলিমদের ভুল করা। অর্থাৎ তারা ভুল করলেও লোকেরা তাদের অন্ধঅনুসরণ করবে। (তারীখে মুহাম্মাদী- ১৮ পৃষ্ঠা)

'আল্লামা আব্দুল 'আযীয মুহাদ্দীস দেহলভী (রহঃ) কুরআনের আয়াত- “ইন হুম ইল্লা ইয়ায্মুন” এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রত্যেক সাধারণ ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য কেবল অনুসরণ ও ধারণাকে যথেষ্ট মনে না করা বরং নিশ্চিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করা। (তাক্বসীরে 'আযীযী- ৩০১ পৃষ্ঠা, কলকাতা ছাপা)

তাবলীগ কী?

আরাবী তাবলীগ শব্দের শাব্দিক অর্থ পৌঁছে দেয়া। আর ইসলামের পরিভাষায় কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা পৌঁছানো এবং প্রচার করা।

(আল-কামুস- ৩য় খণ্ড ৩৮ পৃষ্ঠা)

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا نَزَّلَ الْبَيْتُ مِنَ رَبِّكَ *

“হে রসূল! তুমি তা প্রচার করে দাও যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার নিকটে অবতীর্ণ করা হয়েছে।” (সূরা : আল-মায়িদাহ্- ৬৭ আয়াত)

এবার প্রশ্ন ওঠে যে, এই তাবলীগ কে করবে? এবং কিসের তাবলীগ করবে?

উম্মাতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ব

উম্মাতে মুহাম্মাদীর বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ *

“তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। যাকে মানুষের উপকারের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করবে। আর আল্লাহর উপর ঈমানও রাখবে।” (সূরা : আলু-ইমরান- ১১০ আয়াত)

অন্যত্র আরো ঘোষিত হয়েছে যে,

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *

“তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা (সকলকে) ভালের দিকে ডাকবে এবং সঙ্গত কাজের আদেশ দেবে ও মন্দ থেকে নিষেধ করবে। এরাই তারা যারা সফলকাম।” (সূরা : আলু-ইমরান- ১০৪ আয়াত)

উপরে বর্ণিত প্রথম আয়াতটি প্রমাণ করে যে, উম্মাতে মুহাম্মাদীর প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত ভাল কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ করা হতে নিষেধ করা। প্রত্যেক মুসলমানই একথা জানে যে, সলাত ও সিয়াম ফারয্ এবং মদ পান করা ও ব্যভিচার করা হারাম। অতএব সলাত পরিত্যাগকারী ও সিয়ামে অবহেলাকারীদেরকে মদ ও ব্যভিচার থেকে নিষেধ করা অঙ্গ, মুর্থ জাহিল প্রত্যেক মুসলমানেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই সবারই জানা এরূপ ভাল-মন্দের ব্যাপারে আদেশ ও নিষেধ করার জন্য কোন ব্যক্তিরই বড় 'আলিম হবার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু উপরোক্ত দ্বিতীয় আয়াতটি প্রমাণ করে যে, সমস্ত মুসলমান না পারলে কমপক্ষে তাদের মধ্যকার একটি দলের উচিত লোকদেরকে ঐ দিকে ডাকা এবং ভাল কাজের আদেশ দেয়া ও মন্দ করা থেকে নিষেধ করা। তিরমিযীর বিখ্যাত ভাষ্যকার 'আল্লামা ইবনুল আরাবী বলেন, উক্ত দুটি আয়াত প্রমাণ করে যে, ভালর আদেশ ও মন্দের নিষেধ ফারযে কিফায়া।

(মার্কুফ ও মুনকার- ৬০ পৃষ্ঠার বরাতে আহকামুল কুরআন- ১২২ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ কিছু লোক ঐ দায়িত্ব পালন করলে সবাই দায়িত্ব মুক্ত হবে। কিন্তু কেউই দায়িত্ব পালন না করলে সবাই গুনাহগার হবে। ফারযে কিফায়ার এই দায়িত্ব

পালন অজ্ঞ, মুর্থ ও অর্ধ শিক্ষিত লোকদের দায়িত্ব নয়। বরং তা কুরআন ও হাদীস জ্ঞানী 'আলিমদের দায়িত্ব। কারণ উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় আয়াতটিতে একটি শব্দ রয়েছে— 'আল-খাইর'। যার ব্যাখ্যা সম্পর্কে আল্লামা আবু জা'ফর বাকির বলেন যে, একদিন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতটি পড়ে বললেন— "আল-খাইর ইত্তিবা উল কুরআন ওয়া সুন্নাতী।" অর্থাৎ খাইর এর ভাবার্থ কুরআন ও আমার সুন্নাতের (হাদীসের) অনুসরণ করা।

(ইমাম শাওকানীর ফাতহুল কাদীর— ১ম খণ্ড ৩৩৮ পৃষ্ঠা)

কুরআন ও হাদীসের দা'ওয়াতদাতার 'আলিম হওয়া যরুরী নয় কি?

খাইর অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের দাওয়াত যিনি দেবেন তিনি কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে জ্ঞানী 'আলিম না হলে ঐ দাওয়াত দেয়া কোন জাহিলের পক্ষে সম্ভব ও উচিত হবে কি? এরূপ তাবলীগের ব্যাপারে ইলিয়াসী তাবলীগের লেখনী প্রচারক মাওলানা যাকারিয়াহু (রহঃ) বলেন, এটা জেনে রাখা যরুরী যে, তাবলীগের জন্য কিংবা ভালর আদেশ ও মন্দের নিষেধের জন্য পূর্ণাঙ্গ 'আলিম হওয়া জরুরী নয়। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিই যে মাস'আলা জানে সে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেবে। যখন তার সামনে কোন নাজায়িয় কাজ করা হবে এবং সে তা বাধা দেবার ক্ষমতা রাখবে তাহলে তা বাধা দেয়া তার জন্য ওয়াজিব— অবশ্য কর্তব্য।

(ফাযায়িলে আ'মালের তাবলীগ— ৪ পৃষ্ঠা; বাংলা অনুবাদ— ২ পৃষ্ঠা)

মাওলানা যাকারিয়াহু (রহঃ)-এর উক্ত বর্ণনা প্রমাণ করে যে, ইলিয়াসী তাবলীগওয়ালাদের 'আলিম না হলেও চলবে। তাই বাস্তবে দেখা যায় যে, দু'চার চিল্লা দেয়া ব্যক্তি কুরআনের ক এবং হাদীসের হ না জেনেও পিছনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে বড়দের দোহাই দিয়ে তাবলীগী বক্তৃতা করছেন। আর তাদেরকে কেউ নিয়মিতভাবে কুরআন ও হাদীস শিখতে বললে এং তাদের অজানা কোন ভুল ধরিয়ে দিলে, তাকে তারা নিজের শত্রু ভাবেন।

ইলিয়াসী তাবলীগ আ'মালহীন তাবলীগ

উপরের বর্ণনায় মাওলানা যাকারিয়াহু (রহঃ) বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই যে মাস'আলা জানে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেবে। (ফাযায়িলে তাবলীগ— ৪ পৃষ্ঠা)

এই বক্তব্যের ভিত্তিতে প্রশ্ন ওঠে যে, ইলিয়াসী তাবলীগের মাস'আলা শিখাবে কে? কারণ তারা তো তাদের তাবলীগের ব্যাপারে মাসায়েলে আ'মাল নামে

কোন বই রচনা করেননি এবং মাস'আলা শেখার জন্য কুরআন ও হাদীসের বরাতে সমৃদ্ধ কোন বইয়ের নামও তারা বলেননি। তাহলে ইলিয়াসী তাবলীগওয়ালারা মাস'আলা জানবেন কিভাবে? আর মাস'আলা না জানলে ঐরূপ তাবলীগওয়ালারা কোন ব্যক্তি অন্যের কাছে তা পৌঁছে দেবে কিভাবে? তাছাড়া ইলিয়াসী তাবলীগওয়ালাদের কাছে মাস'আলার গুরুত্ব কম। যেমন মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) বলেন, ফাযায়িলের স্থান মাসায়েলের আগে। (ফাযায়িলে আ'মাল এর ত্বরীকা- ৪ পৃষ্ঠা)

তাই ইলিয়াসী তাবলীগ দ্বীনে ইসলামের আংশিক তাবলীগ। যারা নিয়মিত পড়েননি বরং শুধুমাত্র অনুবাদ পড়ে নিজেকে 'আলিম মনে করেন তারা মাওলানা যাকারিয়াহ্ (রহঃ)-এর ভাষায় জাহিল। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন, কেবল শব্দগত অর্থ জেনে নিজেকে কুরআনের 'আলিম মনে করা মুর্থতা। (ফাযায়িলে আ'মালের ফাযায়িলে তাবলীগ- ১৭ পৃষ্ঠা; তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে তাবলীগ- ২০ পৃষ্ঠা; বাংলা অনুবাদ- ২০ পৃষ্ঠা)

অতএব যোগ্য 'আলিম ব্যতীত ফাযায়িলে আ'মালের পড়া কিংবা ওর শব্দগত অনুবাদ পড়া ব্যক্তিগণের তাবলীগ মুর্থতা হয় না তো? ঐরূপ জাহিলদের দ্বারা 'ইলম প্রচার করা সম্পর্কে মাওলানা যাকারিয়াহ্ (রহঃ) বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত যে, 'ইলম বা বিদ্যাকে এমনসব লোক থেকে বর্ণনা করা, যারা ওর যোগ্য নন তা নষ্ট করা হয়।

(ফাযায়িলে তাবলীগ- ২৮ ও ৩৫ পৃষ্ঠা; বাংলা অনুবাদ- ৩৪ পৃষ্ঠা)

ইলিয়াসী তাবলীগ মন্দের নিষেধহীন তাবলীগ

আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাওলানা যাকারিয়াহ্ (রহঃ) বলেন, যখন তার সামনে কোন নাজাযিয় কাজ করা হবে এবং সে তা বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাখে তাহলে তা বাধা দেয়া তার জন্য ওয়াজিব। (ফাযায়িলে তাবলীগ- ৪ পৃষ্ঠা)

ইলিয়াসী তাবলীগের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস সম্পর্কে মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী বলেন : মাওলানা (ইলিয়াস)-এর নিকট সঠিক ত্বরীকা এই যে, মুন-কারাত বা দক্কাসমূহের ব্যাপারে বর্তমান অবস্থায় সরাসরি যেন আপত্তি না করা হয়। (মাওলানা ইলিয়াস আগর উনকি দ্বীনী দা'ওয়াত- ২৬৬ পৃষ্ঠা)

তাই বাস্তবে দেখা যায় যে, ইলিয়াসী তাবলীগওয়ালারা কোন শির্কের আস্তানা বা আখড়ায় (মাযারে) তাবলীগ করতে যান না এবং মন্দের নিষেধের ব্যাপারে বেশী গুরুত্ব দেন না। কারণ সেখানে তো- “না'হ-ই আনিল মুনকার” বা মন্দের নিষেধ করতে হবে যা ইলিয়াসী তাবলীগে নিষেধ। ফলে ইলিয়াসী তাবলীগ একঘেষে

তাবলীগ এবং দ্বীন ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ মন্দের নিষেধহীন তাবলীগ। মন্দের নিষেধ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'লোকেরা যখন নিজেদের মধ্যে মন্দ দেখে অথচ তাতে আপত্তি করে না, তখন অতিশীঘ্রই আল্লাহ তাদের সবাইকে সার্বজনীন শাস্তি দেবেন।'

(মুসনাদে আহমাদ- ১ম খণ্ড ৯ পৃষ্ঠা; ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত- ৪৩৬ পৃষ্ঠা)

অতএব শরী'আতে মুহাম্মাদীদের তাবলীগে ভালর আদেশ ও মন্দের নিষেধ দুটোই করতে হবে। উপরোক্ত হাদীসে রসূল (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রমাণ করে যে, ইসলামী তাবলীগে ভালর আদেশের তুলনায় মন্দের নিষেধের গুরুত্ব একটু বেশী বৈ কম নয়। কিন্তু ইলিয়াসী তাবলীগে মন্দের নিষেধের গুরুত্ব নেই বললেই চলে। তাই তাদের সাথে মাযার ভক্তের দলও থাকে। যারা মাযারে গিয়ে কিছু চায় এবং ইলিয়াসী তাবলীগেও নাম লেখায়।

ইসলামী- তাবলীগে দোহাই রসূলের, না বড়দের

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি কথা হলেও পৌঁছে দাও।' (বুখারী, মিশকাত- ৩২ পৃষ্ঠা)

এই হাদীসসহ বহু হাদীস প্রমাণ করে যে, দ্বীনে ইসলামের তাবলীগে কোন কথার তাবলীগ করতে গেলে সে কথাটি কার তার নাম বলতে হবে। সেটা যদি আল্লাহর কথা হয় তাহলে কুরআনের আয়াত কিংবা হাদীসে কুদসীর বরাত দিতে হবে। আর সেটা যদি রসূলের কথা হয়, তাহলে হাদীসে রসূলের বরাত দিয়ে তা বলতে হবে। আর ঐ হাদীস যেন জাল না হয়, কিংবা যঈফ না হয়- হলে তা পরিষ্কার বলে দিতে হবে। যাতে সাধারণ জনগণ ধোঁকা না খায়। যেমন ফাযায়িলে আ'মাল গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ পাঠ করা জাল ও যঈফ হাদীসের পার্থক্য না করতে পারায় ধোঁকা খায়।

ইলিয়াসী তাবলীগের বেশীর ভাগ প্রচারককেই দেখা যায় যে, বড়রা বলেছেন, বড়দের মুখে শোনা প্রভৃতি তারা বড়দের দোহাই দেন। এই বড়রা কে? এটা প্রকৃতপক্ষে একটা ধোঁকা ছাড়া আর কী হতে পারে? কারণ তাদের মতে সবচেয়ে প্রচারক যিনি সেই বড় মুবাল্লিগ মাওলানা যাকারিয়াহু (রহঃ)-এর দোহাই যদি কেউ দেয় তাহলে সে দোহাই মুক্বাল্লিদ হানাফীদের কিছু অংশ হয়ত অন্ধের মত মানতে পারে। কিন্তু কোন এক 'আলিমের কথা বিনা দলীলে অন্ধের মত অস্বীকারকারী কোন গাইর মুক্বাল্লিদ তা মানতে পারে কি?

তাই ইলিয়াসী তাবলীগ কর্তৃপক্ষদের নিকট অনুরোধ যে, তাহলে হাদীসের মধ্যে তাবলীগ করতে এনে কোন জাহিলকে পাঠিয়ে বড়দের দোহাই না দিয়ে কোন যোগ্য 'আলিমকে পাঠিয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের দোহাই নিয়ে নির্ভেজাল

তাবলীগের চেষ্টা করুন। সেই সাথে আহলে হাদীস জনগণের কাছে অনুরোধ যে, ইলিয়াসী তাবলীগওয়ালাদের অতি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের নিম্নে বর্ণিত ধ্যান ধারণা থেকে সজাগ থাকুন। কারণ বিখ্যাত দেওবন্দী হানাফী 'আলিম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহঃ) জামা'আতে ইসলামীকে যাচাই করার জন্য কষ্টিপাথর তৈরী করে বলেন যে, 'যখন কোন আন্দোলন কোন ব্যক্তির প্রতি সম্পৃক্ত হবে তখন সেই ব্যক্তিটি আকর্ষণের কেবল্য পরিণত হলো এবং ঐ ব্যক্তির 'আকিদাহ ও চরিত্রের প্রভাব সদস্যদের উপর নিশ্চিতভাবে পড়বে।'

(মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম- ২২৭ পৃষ্ঠার বরাতে তাবলীগী জামা'আত- ১৩ পৃষ্ঠা)

ইলিয়াসী ইচ্ছা ও থানভী কিসসা

মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) একবার বলেন, থানভী (রহঃ) অনেক বড় কাজ করেছেন। তাই আমার মন চায় যে, তা'লিম তার হোক এবং তাবলীগের নিয়ম আমার হোক। এভাবে তার তা'লিম ব্যাপক হয়ে যাক।'

(মালফুজাতে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস- ৫৭ পৃষ্ঠা)

মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর উক্ত উক্তি প্রমাণ করে যে, ইলিয়াসী তাবলীগের- তাবলীগের ব্যাপারে আদর্শ ব্যক্তি বিশিষ্ট হানাফী 'আলিম মাওলানা থানভী (রহঃ)। তাই এখন পাঠকদের জানা দরকার যে, কে এই থানভী (রহঃ)।

পুরো নাম- মাওলানা আশরাফ 'আলী থানভী। ইনি উত্তর প্রদেশ রাজ্যের মুজাফ্ফর নগর যেলার অন্তর্গত থানা ভবনে ১২৮০ হিজরী ৫ জুমাদিউস সানী বুধবার ফজরের সময় জন্ম গ্রহণ করেন। তার জন্ম থানা ভবনে তাই তিনি থানভী নামে প্রসিদ্ধ হন। ১৩০১ হিজরী ইনি বিখ্যাত হানাফী মাদ্রাসা দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে শেষ ডিগ্রী লাভ করেন। (সিরাতে আশরাফ- ৬০ ও ৬৫ পৃষ্ঠা)

তিনি ইউপির কানপুর যেলার প্রসিদ্ধ হানাফী মাদ্রাসা- মাদ্রাসায়ে ফয়েজে আম-এ চৌদ্দ বছর শিক্ষকতা করেন- (সিরাতে আশরাফ- ৬০ ও ৬৫ পৃষ্ঠা) এবং আরবী ও উর্দুতে ছোট মাঝারি ও কিছু বড় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। যার তালিকা সিরাতে আশরাফের হিসেব অনুসারে ছয়শত নিরানব্বই। (সিরাতে আশরাফ- ৬০-৬৫ পৃষ্ঠা)

তিনি ১৩৬২ হিজরী ১৬ রজব মুতাবেক ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুলাই মঙ্গলবার ঈশার সময় নিজ বাসভবনে ইন্তিকাল করেন- (সিরাতে আশরাফ- ৬০ ও ৬৫ পৃষ্ঠা)। তখন তাঁর বয়স ছিল ৮২ বছর ৩ মাস ১১ দিন। (সিরাতে আশরাফ- ৬০ ও ৬৫ পৃষ্ঠা)

এত কিছু করা সত্ত্বেও তার ধ্যান ধারণার একটি নমুনা লক্ষ্য করুন। একবার তার এক মুরিদ নিজের স্বপ্ন তাকে লিখে পাঠান। তা হচ্ছে এই যে, আমি রাতে স্বপ্নে নিজেকে দেখলাম যে, আমি অনবরত কালিমায়ে শাহাদাত সঠিক পড়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু প্রত্যেক বারই- “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ”র পর আশরাফ 'আলী

রসূলুল্লাহ” মুখ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যেই আমি স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলাম। কিন্তু শরীরে রীতিমত অসাড়ভাব ছিল এবং শক্তিহীনতাও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু জাঘত অবস্থায় কালিমার ভুলটা যখন মনে পড়ল তখন একবার ইচ্ছে হল যে, ঐ ধারণাটি মন থেকে দূর করা যাক। এই ভেবে বারান্দায় বসে পড়লাম এবং পুনরায় অন্য পাশ ফিরে শুয়ে কালিমার ভুলটার সংশোধনে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরে দরুদ পড়ি। কিন্তু তথাপি আমি বলছি— “আল্লাহুমা সল্লি ‘আলা সাইয়িদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফ ‘আলী।” অথচ আমি জেগেই রয়েছি— স্বপ্নে নেই। কিন্তু আমি বেসামাল অসহায়। জিহ্বা আমার আয়ত্তে নেই।

মুরীদের ঐ চিঠি দেখে মাওলানা থানভী তাকে এই জওয়াব লিখে পাঠান :

ইস ওয়াকিয়া মেন্তাসাল্লী খী জিস কী ০ তারাফ তুম রুজু কারতে হো ০ উতহ বেআওনিহী তা‘আলা মুস্তাবিয়ে সুন্নাত হায় ০ এই খত্‌রায় সান্দুনা ছিল যার দিকে তুমি রুজু করছ। এটা আল্লাহর মদদে সুন্নাতের অনুসারী।

(রিসালাহু আল-ইমদাদিয়া ১৩৩৫ হিজরী ৩৪ পৃষ্ঠার বরাতে তাবলীগী জামা‘আত- ২৫-২৬ পৃষ্ঠা)

ঐ চিঠিটির ব্যাপারে মাওলানা থানভীর (রহঃ) এক দেওবন্দী ভাই দারুল উলুম দেওবন্দ ফারিগ হানারফী ‘আলিম মাওলানা সায্যিদ আহমাদ আকবরাবাদী (রহঃ) বলেন, মাওলানা থানভীর মধ্যে তার ব্যাপারগুলোর ব্যাখ্যাই উপেক্ষা ও ক্রক্ষেপ না করার অভ্যাস ছিল। এটা স্পষ্ট যে, ওর সোজা ও পরিষ্কার জওয়াব ছিল এই যে, এটা কুফরী কালিমা। শাইত্বনের ধোঁকা এবং মনেরও ধোঁকা। তুমি এখনই তাওবাহ কর এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর। কিন্তু মাওলানা থানভী শুধু এই বলে তালগোল পাকিয়ে দেন যে, ‘আমার প্রতি তোমার অত্যন্ত ভালবাসা আছে আর এসব ওরই পরিণাম ও ফল।’ (মাসিক বুরহান দিল্লী- ১৯৫২ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ১০৭ পৃষ্ঠা)

যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, মুরীদের জিহ্বা তার আয়ত্তে ছিল না। তাই তিনি বেসামাল হয়ে বেহুঁশের মত কুফরী কালিমা পাঠ করেছেন। কিন্তু অতি আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তার পীর মাওলানা থানভী তো হুঁশে ছিলেন এবং তার কলমও তার আয়ত্তে ছিল। তাহলে তিনি তার মুরীদকে বকাবকা না করে তার স্বপুটি সান্তনাদায়ক বলে তাকে উৎসাহব্যঞ্জক চিঠি লিখলেন কী করে? এবার পাঠক ভাইয়েরা ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন যে, এরূপ ধ্যানধারণা পোষণকারী ব্যক্তি কি ইলিয়াসী তাবলীগওয়ালাদের আদর্শ ব্যক্তি? আর পীর-মুরীদীর ঘোরবিরোধী আহলে হাদীস ভাইয়েরা ঐ তাবলীগে ঢুকে তাবলীগী নেশায় বুদ্ধ হয়ে উক্ত মুরীদের মত মাওলানা থানভীকে রসূলুল্লাহ বলে ফেলবেন না তো? -নাউযবিল্লাহি মিন যালিক।

তাবলীগী মুজাদ্দিদ মাওলানা গাংগোহীর তাজদীদ

এক বিখ্যাত দেওবন্দী হানাফী 'আলিম মাওলানা রাশীদ আহমাদ গাংগোহী (রহঃ) মৃত ১৩১৩ হিজরী ৮ জামাদিউস সানী। (তারিখে মাশায়িখে চিশতী- ২৮৫ পৃষ্ঠা)

ইনি ইলিয়াসী তাবলীগের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস (রহঃ)-এর পীর ও মুরশিদ ছিলেন। মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) নিজ পীর উক্ত মাওলানা গাংগোহী সম্পর্কে বলেন, গাংগোহী এ যুগের কুতবে ইরশাদ ও মুজাদ্দিদ (ধর্মীয় সংস্কারক) ছিলেন। মুজাদ্দিদের জন্য এটা জরুরী নয় যে, সমস্ত সংস্কারমূলক কাজ তার হাতেই প্রকাশ পাবে। বরং তার লোকদের মাধ্যমে যে কাজ হবে সে সবই পরোক্ষভাবে তারই কাজ হবে। [মালফুযাতে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহঃ)- ১২২ পৃষ্ঠা।

উক্ত বর্ণনা প্রমাণ করে যে, দেওবন্দী মুজাদ্দিদ মাওলানা গাংগোহীর বাকি সংস্কারকমূলক কাজ মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) করতে চান। মাওলানা গাংগোহীর তাজদীদী কাজ কিরূপ ছিল তার কিছু নমুনা নীচে লক্ষ্য করুন। মাওলানা গাংগোহীর জীবনী লেখক মাওলানা গাংগোহীর মুখ থেকে বহুবার একথা শুনেছেন যে, শুনে নাও হয়ত সেটাই যা রশূদ আহমাদের মুখ থেকে বের হয়। আর আমি কস্ম খোয়ে বলছি যে আমি কিছুই নই। তবে এ যুগে হিদায়াত ও নাজাত (ধর্মীয় পথপ্রদর্শন ও মুক্তিপ্রাপ্তি) আমারই অনুসরণের উপর সীমাবদ্ধ (তায়কিরাতুর রাশীদ- ২য় খণ্ড ১৭ পৃষ্ঠার বরাতে তাবলীগী জামা'আত- ৩০ পৃষ্ঠা)। মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর উক্ত পীর মাওলানা গাংগোহীর (রহঃ) উক্ত দাবী দ্বারা এটা প্রকাশ পায় না কি যে তিনি উম্মাতে মুহাম্মাদীর মর্যাদা থেকে উন্নত হয়ে পয়গম্বরীর মর্যাদা নিতে চাচ্ছেন? (তাবলীগী জামা'আত- ৩০) একবার কোন ব্যক্তি মাওলানা গাংগোহীকে জিজ্ঞেস করেন যে, রাহমাতুললিল 'আলামীন শব্দটা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ গুণ, না প্রত্যেক ব্যক্তিকে তা বলা যাবে? জওয়াবে তিনি বলেন, রহমাতুললিল 'আলামীন শব্দ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ গুণ নয়- (ফাতাওয়া রাশীদিয়াহ- ২য় খণ্ড ৯ পৃষ্ঠার বরাতে তাবলীগী জামা'আত- ২৮ পৃষ্ঠা) এ কথা সমস্ত মুসলমানই জানেন যে, কেবলমাত্র মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন রাহমাতুললিল 'আলামীন উপাধিতে ভূষিত করেছেন। (সূরা : আঘিয়া- ১০৭ আয়াত)

অতএব ঐ উপাধি তাঁর সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাস নয় বলা মাওলানা গাংগোহীর মুজাদ্দিদী কাজ কি? মাওলানার পীর ছিলেন মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী (রহঃ)। তিনি যখন মারা যান তখন মাওলানা গাংগোহী (রহঃ) তার পীরের শোকে বারবার বলেছিলেন হায় রহমাতুললিল 'আলামীন! হায় হযরত রহমাতুললিল 'আলামীন! তেমনি মাওলানা থানভী (রহঃ)-এর জীবনীকার বলেন, ওয়ালা (মাওলানা থানভী)-এর আপদমস্তক দয়াবান ব্যক্তিত্বের উপরেও বিনা অতিরঞ্জে ঐ উপাধি সত্য প্রমাণিত হয়ে থাকে। (আশরাফুস সাওয়ানিহ ৩য় খণ্ড ১৫২-১৫৩ পৃঃ)

উপরের বক্তব্যটি লক্ষ্য করুন এবং ভেবে দেখুন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি বিশেষ গুণ রহমাতুললিল 'আলামীনকে দুইজন পীরের নামে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। মাওলানা গাংগোহী (রহঃ) তার পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ (রহঃ)-কে এবং মাওলানা 'আযীযুল হাসান তার পীর মাওলানা থানভী (রহঃ)-কে রহমাতুললিল 'আলামীন উপাধিতে ভূষিত করেছেন। অথচ উম্মাতে মুহাম্মাদীর কোন ব্যক্তিই কিয়ামাত পর্যন্ত রসূলে আরাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কাউকেই রহমাতুললিল 'আলামীন বা বিশ্বজগতের করুণা হিসাবে মেনে নিতে পারবে কি? তাই প্রশ্ন ওঠে যে, ইলিয়াসী তাবলীগী জামা'আত মাওলানা থানভী ও হাজী ইমদাদুল্লাহ রহিমাহুমুল্লাহদের মত পীরদের রহমাতুললিল 'আলামীন শব্দ বার বার সংস্কার করে বিশ্বনাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মান ও মর্যাদা হানি করবেন না তো? মাআ-যাল্লা-হ!

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা নাদভীর আকীদাহ

তাবলীগী তালীমের ব্যাপারে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহঃ)-এর আদর্শ ব্যক্তি মাওলানা আশরাফ 'আলী থানভী (রহঃ) দারুল উলুম দেওবন্দে পড়াকালীন তাফসীরে জালালাইনের দার্সে একজন শিক্ষকের কাছে কখনো বসতেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানোতভী (রহঃ)। (সীরাতে আশরাফ- ৭৪ পৃষ্ঠা) এর জন্ম- ১২৪৮ হিজরীর শাওয়াল মাস এবং মৃত্যু ১২৯৭ হিজরী। (মাকতুবাতে ওয়া বিহিয়াযি ইয়াকুবী- ১৫৭ পৃষ্ঠা)

এই মাওলানা কাসিম (রহঃ) খাতমে নাবুওয়্যাতের গবেষণায় বলেন, আঁ হযুর সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ পূর্ববর্তী নাবীদের যুগের পরে এবং তিনি সবার মধ্যে শেষ নাবী এটা সাধারণ লোকদের ধারণা। বুদ্ধিমান ব্যক্তির সময়ের আগে ও পরে হওয়ার ব্যাপারে কোন মাহাত্ম্য স্বীকার করে না। তাহলে প্রশংসার ক্ষেত্রে আল্লাহর খাতামুন নাবিয়ীন বলাটা কী করে সঠিক হতে পারে?

(তাহযীকুন নাস- ৩ পৃষ্ঠা; তাবলীগী জামা'আত- ৩৩ পৃষ্ঠা)

এ কথা সমস্ত মুসলমানই জানেন যে, আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তার প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খাতামুন নাবিয়ীন বা শেষনাবী উপাধিতে আখ্যায়িত করেছেন। (সূরা আল-আহযাব) কিন্তু মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর আদর্শ ব্যক্তি মাওলানা থানভী (রহঃ)-এর শিক্ষাগুরু মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম (রহঃ) আল্লাহর বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে উপরের বর্ণনায় বলেছেন, প্রশংসার ক্ষেত্রে আল্লাহর খাতামুন নাবিয়ীন বলাটা কী করে সঠিক হতে পারে? তাহলে ইলিয়াসী তাবলীগে একক পড়াশোনায় আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন আপত্তির কথা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না তো?

তাবলীগী জামা'আত ও দেওবন্দী সুফীবাদ

পাক ভারত বাংলাদেশ উপমহাদেশের হানাফী মাযহাবপন্থীগণ ধ্যান-ধারণার দিক দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত- (১) দেওবন্দী; (২) ব্রেলভী। দেওবন্দীদের সুফী ও পীরবাদের 'আক্বীদাহ এবং চিন্তাধারা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী (রহঃ)-এর চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। একে মাওলানা যাকারিয়াহ (রহঃ) দেওবন্দীদের 'আলা বলে বারংবার আখ্যায়িত করেছেন। (তারীখে আশায়িখে চিশত- ২৪৭, ২৫৩ ও ২৫৬ পৃঃ)

ইনি মাওলানা মুহাম্মাদ কালান্দার সাহেব মুহাদ্দিস জালালাবাদী থেকে মিশকাত পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। (তারীখে আশায়িখে চিশত- ২৪৯ পৃষ্ঠা)

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মাযারভক্ত ব্রেলভীদেরও একজন 'আলা আছেন। তিনি হলেন ব্রেলভী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আহমাদ রেযা খান (রহঃ)। হাজী ইমদাদুল্লাহ (রহঃ)-এর চিন্তাধারায় তাসাউফের বিভিন্ন রূপ নফল ইবাদাত ও যিক্রের মশগুল থাকা অযীফার আ'মালে ডুবে থাকা শাইখের ধ্যান পীর ও শাইখের প্রতি ভক্তির আতিশয্য, কারো কথা বিনা দলীলে অন্ধভাবে মেনে নেয়া, মা-তুরীদী 'আক্বীদাহ, জাল ও দুর্বল হাদীসের উপর অধিক হারে আ'মাল করা এবং নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করা প্রভৃতি বিষয় দেখা যায়। যার বিশদ বিবরণ কুল্লিয়াতে ইমদাদিয়াহ গ্রন্থে দেখতে পারেন। (তাবলীগী জামা'আত- ৩৪ পৃষ্ঠা)

এসব কারণেই দেওবন্দী ধ্যান ধারণায় পুষ্ট 'আলিমদের বক্তব্যে ও হিকায়াতুস সহাবা প্রভৃতি পুস্তকাদিতে যঈফ ও মাউযু হাদীসের ছড়াছড়ি এবং সুফী ও পীরদের আ'মাল, অযীফা যিক্র সংক্রান্ত বর্ণনায় ভর্তি। এখন প্রশ্ন ওঠে যে, ইলিয়াসী তাবলীগ জামা'আতের বদৌলতে উপরোক্ত ধ্যান ধারণা লোকদের ঘরে ঘরে পৌছে যায়, তাহলে মুসলমানদের বিশেষ করে আহলে হাদীসদের ঈমান ও 'আক্বীদাহ শুদ্ধ থাকবে কি? কুরআন ও সহীহ হাদীসের সরাসরি তা'লিম মুসলমানদের সংশোধনের জন্য যথেষ্ট নয় কি? আত্মশুদ্ধির জন্য পীর মুরীদীর জন্মের আগেকার সর্বজনমান্য ব্যক্তিত্ব সহাবায়ি কিরামের তুরিকা আমাদের জন্য মশাল হতে পারে না কি? চিল্লা মুরীদ বানাবার হীলা চিল্লা ফারসী শব্দ। যার শাব্দিক অর্থ চল্লিশ। (জামিউল লুগাত- ২৫৩ পৃষ্ঠা)

সুফী ও পীরদের পরিভাষায় চিল্লা বলা হয় কোন একটি বিশেষ জায়গায় অবস্থান করে কিছু বিশেষ আ'মাল চল্লিশদিন ধরে অভ্যাস করা। এই চিল্লার বিশদ নিয়ম জানতে হলে মাওলানা আশরাফ 'আলী খানভী (রহঃ)-এর খাস উস্তাদ মাওলানা ইয়াকুব নানোতভী। (জন্ম ১৩ সফল- ১২৪৯ হিজরী মৃত্যু ৩ রবিউল আউয়াল- ১৩০২ হিজরী (রহঃ)-এর মাকতুবা-তওয়া বিইয়া-যি ইয়াকুবীর- ২৩৮-২৩৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

দেওবন্দী পীর-মুরীদীর বাহক মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহঃ) ঐ চিল্লাকেই সুকৌশলেই তার তাবলীগী মিশনে লাগিয়েছেন। তবে তিনি তার চিল্লায় একটু

তারতম্য ঘটিয়েছেন। তা হলো এই যে, তাদের তাবলীগী চিল্লা একটি নির্দিষ্ট জায়গা কিংবা খানকায় বসে নয়, বরং তা তাবলীগী গাশ্বে বা ঘোরাফেরায় হবে। একজন লোককে চল্লিশ দিন একটি শেষ গণ্ডির মধ্যে ও বিশেষ পরিবেশে রাখলে তার কিছু না কিছু প্রভাব পড়বেই। আর ঐ চিল্লা যদি একাধিক দেয়া যায় তাহলে তো তার রং ফলতে বাধ্য। তাই বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, পীর-মুরীদীর ছোঁয়াচমুত্ত নামমাত্র কিছু আহলে হাদীস জনগণ বছরে ৫২টি জুমু'আর খুতবাহ শুনার সুযোগে প্রভাবান্বিত না হয়ে ইলিয়াসী তাবলীগী গাশ্বে দু-চার চিল্লা দিয়ে পীর-মুরীদীর ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছে। অতঃপর তারা যখন পীর-মুরীদীর অপসন্দকারী এবং আল্লাহ ও রসূল ব্যতীত কারো কথা বিনা দলীলে মান্য নাকারী আহলে হাদীস পরিবেশে তা প্রচার করতে যাচ্ছেন, তখন সংঘর্ষ দেখা দিচ্ছে। অন্য দিকে ইলিয়াসী ঐ নতুন প্রচারকদের সামনে মাউযু ও যঈফ ধরিয়ে দিলে তারা অপমান বোধ করে ঐ ভুল ধরিয়ে দেয়া 'আলিমদেরকে শত্রু ভাবছেন এবং সুযোগ পেলে তাদেরকে অপমান করার চেষ্টাও করছেন।

তাই প্রশ্ন উঠেছে যে, আহলে হাদীস মাসজিদের ইমামগণ জুমু'আর খুতবাহ ছাড়াও সপ্তাহে এক-দু'দিন নিজ নিজ মাসজিদের এলাকাভুক্ত লোকদেরকে ডেকে হেঁকে মাসজিদে জড় করে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বাস্তব তা'লীম দেবেন? না তাদেরকে তারা মুরীদ বানাবার হীলা চিল্লায় যেতে বাধ্য করে মাউযু ও যঈফ হাদীস এবং অবাস্তব কিস্সা স্রোতে ভাসতে দেবেন? “আল্লাহুমাহদিনা ওয়া আয়িম্মাতানা”।

সুফীদের গুরুত্ব সম্পর্কে মাওলানা যাকারিয়াহু (রহঃ) বলেন : যখন কোন ব্যক্তি তাঁদের চৌকাঠের খাদিমদের মধ্যে शामिल হয়ে যায় তখন সে তাদের ট্রেনিং এবং অলীশক্তির বদৌলতে বড় বড় মর্যাদায় উন্নতি করে যায়। অতঃপর শাইখে আবারের উক্তি উদ্ধৃত করে মাওলানা যাকারিয়াহু (রহঃ) লিখেছেন, অতএব যখনই তুমি এরূপ ব্যক্তি পাবে যার শ্রদ্ধা তোমার অন্তরে আছে তাহলে তার খিদমাত কর এবং তার সামনে মৃত ব্যক্তির মত হয়ে থাক। যাতে তিনি তোমার মধ্যে যেভাবে চান ব্যবহার করতে পারেন এবং তোমার কোনরূপ ইচ্ছা থাকবে না। তার হুকুম মানতে তাড়াতাড়ি কর এবং যে জিনিস থেকে তিনি বিরত রাখেন তা থেকে তুমি বিরত থাক। (ফাযায়িলে আ'মাল ফাযায়িলে তাবলীগ- ৩০-৩১ পৃষ্ঠা; তাবলীগী নিসাবের ফাযায়িলে তাবলীগ- ৩৮ পৃষ্ঠা; বাংলা অনুবাদ- ৩৭ পৃষ্ঠা)

বাস্তবে দেখা যায় যে, ইলিয়াসী তাবলীগী জনগণ তাদেরকে ভালো চোখে দেখেন না যারা তথাকথিত সুফী 'আলিম নন এবং তাবলীগী চিল্লায় শরীক হন না। বরং তারা তাদের দুর্নাম করেন এবং তাদেরকে হেয় করার চেষ্টা করেন। শাইখে আকবারে উপরোক্ত উক্তি অনুসারে তারা তাবলীগী চিল্লায় এরূপ ট্রেনিং পান কি না জানি না। “আল্লাহুমাহদি কাওমানা।”

তাবলীগী ধ্যানজ্ঞান 'আলিমদের অসম্মান

ইলিয়াসী তাবলীগওয়ালাদের ছোট বড় প্রায় সবাইকে বলতে শোনা যায় যে, মাদ্রাসা দ্বারা কিছুই হয় না, ডিগ্রী দ্বারা কিছুই হয় না। মাদ্রাসায় পড়া 'ইলম তো গুমরাহীর কারণ হয়। ওদের দ্বারা দ্বীনের প্রচার হবে না। দ্বীন তো জীবনে তিন চিল্লা ও বছরে এক চিল্লা এবং মাসে তিন চার দিন লাগালে প্রচার হবে। এটাই নাবীওয়ালা কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি।

এক দেওবন্দী হানাফী 'আলিম মাওলানা আবুল অফা শাহজাহাঁ পুরী নিম্নের ঘটনা কয়েকবার বিভিন্ন জলসায় বলেন যে, একবার একটি জামা'আত দারুল উলুম দেওবন্দে গিয়ে বুখারী শরীফের দারস দানকারী শাইখুল হাদীস মাওলানা ফাখরুদ্দীন (রহঃ)-কে দু'জন ব্যক্তি ধরে বলেন, উঠুন জীবনের শেষ সময়। এখন তো দ্বীনের কিছু কাজ করুন। কিতাবের মধ্যে তো পুরো জীবনটাই কাটালেন। (তাবিশ মাহদীর তাবলীগী জামা'আত আপনে বানী কে মালফুযাত কে আরীনে মৈ- ২৮-২৯ পৃষ্ঠা)

অথচ মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) বলেছেন, আমাদের সাধারণ কর্মীরা যেখানেই যাবেন সেখানকার 'উলামায়ি হাক্কানী ও নেক লোকদের খিদমাতে হাযির হবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু এই হাযিরী ফায়দা হাসিল করার নিয়্যাতে হবে। ঐসব লোকের কাছে তারা সরাসরি এরই কাজের দা'ওয়াত যেন না দেন। তারা যে দ্বীনী কাজে মশগুল আছেন তা তো তারা খুব ভাল করেই জানেন। তারা তাদের লাভের অভিজ্ঞতা রাখেন। তোমরা তোমাদের কথা তাদেরকে ভালভাবে বোঝাতে পারবে না। মালফুযাতে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহঃ) ৩৫ পৃষ্ঠা।

মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভী বলেন, মেওয়াতের সফরে মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) কিছুদিনের মধ্যে কয়েকশো মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যাতে কুরআন মাজীদ প্রভৃতির তা'লীম হত।

(মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস আওর উনকি দ্বীনী দা'ওয়াত- ৮৬ পৃষ্ঠা)

ফারসী প্রবাদে বলে, পীরা-নামী পারান্দ মুরীদামী পারানন্দ অর্থাৎ পীররা ওড়েন না। মুরীদগণ ওড়ান। তাই তাবলীগী জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) নিজে মক্তব ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং 'আলিমদের সম্মানদাতা হলেও তার জামা'আতের সাধারণ কর্মীরা বাঁশের চেয়ে কঞ্চি ডাগর। তাই তাদের সুমতির জন্য তাদেরই আর এক পীর মাওলানা যাকারিয়াহ্ (রহঃ) লিখিত একটি হাদীস শুনাচ্ছি- রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিন রকম লোক এমন যাদেরকে মুনাফিক্ ছাড়া আর কেউই হাক্কাত ভাবে না। তারা হলেন, এক বুড়ো মুসলমান। দুই 'আলিম, তিন ন্যায় পরায়ণ শাসক। (তাবারানী, ফাযায়িলে তাবলীগ- ২৬-২৭ পৃষ্ঠা; তাবলীগী নিসাবের ঐ- ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা এবং ঐ বাংলা অনুবাদ- ৩২ পৃঃ)

মুসলিম সুফী ও খৃষ্টান সন্ন্যাসী

বিশ্বের অতুলনীয় প্রতিভা ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ (রহঃ) (মৃত্যু ৭২৮ হিজরী) বলেন : হিজরীর প্রথম তিন যুগে সুফী শব্দটি প্রসিদ্ধ ছিল না। এই শব্দটির অর্থও মতভেদ আছে যার সাথে সুফী সম্প্রদায় সম্পৃক্ত হন। এটি একটি সম্পর্কযুক্ত নাম। যেমন কুরাইশী মাদানী প্রভৃতি।

কেউ বলে সুফী শব্দ আহলে সুফফাহ্-এর সাথে জড়িত। এটা ভুল। কারণ তাই যদি হত তাহলে সুফফী বলা হত। কেউ বলেন এটা আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো প্রথম সফফ এর দিকে সম্পর্কিত। এটাও ভুল। কারণ তাই যদি হত তাহলে সফফটি বলা হত। কারো মতে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে ছাঁটাইকৃত সফফাহ্ এর সাথে জড়িত এই শব্দটি। এটাও ভুল। কারণ যদি তাই হত তাহলে সাফভী বলা হত।

কেউ বলে এটা আরবের এক গোত্র সুফহ ইবনু বিশর ইবনু উদ্দ ইবনু তাবিখাহ এর সাথে সম্পৃক্ত। এরা প্রাচীন যুগ থেকে মাক্কার আশেপাশে থাকতেন। অধিক ইবাদাতকারীগণ এদেরই সাথে সম্পর্কিত হতেন। যাদের সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে এই সম্পর্কটা ঠিক মনে হলেও এটা দুর্বল অভিমত। কারণ ঐ গোত্রটি অধিক ইবাদাতকারীদের অধিকাংশের নিকট বিখ্যাত ও অপ্রসিদ্ধ। কারণ ইবাদাতকারীগণ যদি ওদের সাথে সম্পর্কিত হত তাহলে এই সম্পর্কটা সহাবী ও তাবিঈ এবং তাবা-তাবিঈদের যুগে উত্তম হত। তদুপরি ঐ গোত্রের কেউই সুফী নামে সম্ভবত প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। আর কেউই ঐ কাফিরী যুগের গোত্রের সাথে সম্পর্কিত হতে রাযীও হবে না।

আবার কারো মতে এটাই প্রসিদ্ধ মত যে, সুফী সম্পর্কটা সাফ পশমী পোশাক পরার সাথে সম্পর্কিত। কারণ সর্বপ্রথম এটা প্রকাশিত হয় (ইরাকের) বসরায়। আর বানী দুআদরাহ গোত্রের আব্দুল ওয়াহিদ ইবনু যাইদ এর কিছু সাথী সুফী নামে প্রসিদ্ধ হন। আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব হাসান বাসরীর (রহঃ) শিষ্য ছিলেন। আর হাসান বসরী বসরা হতে দুনইয়াবিমুখতা ও ইবাদাত এবং আল্লাহভীতি প্রভৃতিতে অতিরঞ্জনের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিলেন। যা অন্যান্য কোন শহরেই ছিল না।

আবু শাইখ ইসবাহনী তার সূত্র মিলিয়ে মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন থেকে বলেন, একটি সম্প্রদায় সুফ (পশম) এর পোশাক পরাকে প্রাধান্য দিত। তারা বলত যে, তারা মাসীহ ইবনু মারইয়াম (ঈসা 'আলাইহিস সালাম) এর সাদৃশ্য গ্রহণকারী। অথচ আমাদের নিকটে আমাদের নাবীরই নিয়মপদ্ধতি অধিক পসন্দনীয়। আর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুতী প্রভৃতির পোশাক পরতেন।

(মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়াহ্- ১১ খণ্ড ৫-৭ পৃষ্ঠা)

উক্ত বর্ণনা প্রমাণ করে যে, মুসলিম সুফীদের অস্তিত্ব রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সহাবায়ি কিরাম এবং তাদের ছাত্র তাবিঈনে ইয়ামের বিদ‘আত মুক্ত যুগে ছিল না। পরবর্তীকালে খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের মত দুনইয়াদারী ত্যাগকারী অধিক ইবাদাতকারী একটি দল মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। তারা ই নিজেদের সুফী নামে পরিচিত দেন। অতএব সুফী বেশধারী টুপি ও লম্বা পোশাক পরিধানকারীদের বাহ্যিক রূপ দেখে কেউ যেন ধোঁকা না খান যে, তারা ই নাবীর ওয়ারিস। বরং নাবীর ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী কারা তার বিবরণ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখেই শুনুন। যা নিম্নে বর্ণিত হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, সুফী হিসেবে সর্বপ্রথম যিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন তিনি ছিলেন আবু হাশিম কুফী (মৃত ১৫০ হিজরী)। (খালীক আহমাদ নিয়ামী রচিত তারীখে মাশায়িখে চিশত- ১৯ পৃষ্ঠা)

নাবীওয়ালা কাজ ‘ইলমের শিক্ষা, না যিক্রের দীক্ষা!

সুফীদের প্রচার এবং ইলিয়াসী তাবলীগওয়ালাদের প্রচার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাদের নিকটে যিক্রের গুরুত্ব বেশী। তাই তারা যিক্রের উপরে গুরুত্ব বেশী দেন এবং ঐ কাজকে নাবুওয়াতওয়ালা কাজ বলে প্রচার চালান। যিক্রের তুলনায় তারা ‘ইলম শিক্ষাকে তত গুরুত্ব দেন না যতটা গুরুত্ব কুরআন ও হাদীসে আছে। তাই তারা মজুব ও মাদরাসার শিক্ষা সম্পর্কে কটুক্তি করেন। যেমন আগে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের মাধ্যমে পাঁচ-সাত চিল্লা দানকারী কোন কোন ব্যক্তি কিছু দু‘আ দরুদ ও যিক্র শিখে কোন তাবলীগী মাজলিসে পিছনে হাত বেঁধে দু‘চার কথা যখন শিখে ফেলেন, তখন তিনি নিজেকে নাবীর ওয়ারিস ভাবেন। যদিও তিনি জাহিল থাকেন। কারণ কুরআন ও হাদীস না জানা কোন ব্যক্তি ইলিয়াসী তাবলীগ জামা‘আতে আট দশ বছর ঘুরলেও আরবী কোন দু‘আ ও যিক্রের কোন শব্দের অর্থ কী তা তারা বলতে পারেন না। এমতাবস্থায় তারা যদি কুরআন ও হাদীসের উর্দু কিংবা বাংলা অথবা ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে কিছু শিখে তা প্রচার করেন আর ঐ অনুবাদে যদি অনুবাদকের ভুল থাকে কিংবা ছাপার ভুল থাকে তাহলে তারা নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি জ্ঞানে বিনা ‘ইলমে ফাতাওয়া দিলেন। ফলে নিজে গোমরাহ হল এবং অন্যদেরকেও গোমরাহ করল। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৩৩ পৃষ্ঠা) হাদীসটির প্রতিপাদ্য হয়ে যায় না কি? এমতাবস্থায় তাদের গোমরাহ হওয়া ও গোমরাহ করা কাজটা নাবীওয়ালা কাজ হবে না ধোঁকা খাওয়া কাজ হবে? কারণ যিক্রের দীক্ষা দানকারীকে নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) বলে অভিহিত করেছেন বলে কোন হাদীসে উল্লেখ নেই। বরং ওর বিপরীত ‘ইলম অর্জন করা এবং তা শিক্ষা দেয়াকেই তিনি সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উত্তরাধিকার বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (যিক্রকারী একজন তাপসের উপরে একজন ‘আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব ঐরূপ, পূর্ণিমার রাতে সমস্ত তারকার উপরে

একটি চাঁদের মাহাত্ম্য যেরূপ। আর 'আলিমগণই নাবীদের ওয়ারিস। আর নাবীগণ দ্বীনের ও দিরহাম (স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা) এর উত্তরাধিকার ছেড়ে যাননি। বরং তারা 'ইলমেরই উত্তরাধিকার ছেড়ে গেছেন। তাই যে ব্যক্তি তা অর্জন করল সে বিরাত অংশ অর্জন করল। (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, দারিমী, মিশকাত- ৩৪ পৃঃ)

অতএব যিক্রের দীক্ষা নয় বরং 'ইলমের শিক্ষাই নাবীওয়ালা কাজ এবং যিক্রকারী সাধকের চেয়ে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা গ্রহণকারী এবং তা দানকারী ব্যক্তি উত্তম ব্যক্তি। তাই ইলিয়াসী তাবলীগী গাশতে সাত চিল্লা দিয়ে যঈফ ও জাল হাদীসের বর্ণনা শোনা ভাল? না ঐ- $80 \times 9 = 280$ দিন বা নয় মাস দশদিন কোন যোগ্য 'আলিমের কাছে বসে কুরআন ও সহীহ হাদীস শেখার আশ্রয় চেষ্টা করে নাবীর উত্তরাধিকার অর্জন করা ভাল? আল্লাহ দ্বীনী 'ইলমহীন যিক্রের দীক্ষা গ্রহণকারীদের সুমতিদিন- আমীন!

ফাযায়িলে মাল-মশলা যঈফ-জালের জটলা

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহঃ) বলেন, ফাযায়িলের মর্যাদা মাসায়িলের আগে এ জন্য আমাদের নিকটে ফাযায়িলের গুরুত্ব বেশী।

(ফাযায়িলে আ'মাল এর ভূমিকা- ৪ পৃষ্ঠা)

তাই ইলিয়াসী তাবলীগওয়ালারা ফাযায়িল নিয়ে মাতামাতি করেন এবং ঐসব ফাযায়িল শুনিতে বেনামাযী ও বে-রোযদার লোকদেরকে সলাত ও রোযার প্রতি আকৃষ্ট করেন ফলে তারা কিছু সফলতাও লাভ করেন। তাদের বর্ণিত ফাযীলাতগুলোর মূল উৎস হাদীসে রসূল। কিন্তু মজার কথা এই যে, ফাযীলাত সংক্রান্ত অধিকাংশ হাদীসগুলোই যঈফ কিংবা মাউযু। অর্থাৎ ওগুলো রসূলুল্লাহর হাদীস কি না সন্দেহ। কিংবা ওগুলো রসূলুল্লাহর নামে মিথ্যা রটনা। এ ব্যাপারে বিশ্বের অতুলনীয় প্রতিভা ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ (রহঃ) (মৃত ৭২৮ হিজরী) বলেন, মুতাআখখিরীন অর্থাৎ তিনশো হিজরীর পরের কিছু মুহাদ্দিস ও কিছু সুফী এবং কিছু ফিকহবীদ যখন কোন বিষয়ে বই লিখেন তখন তারা বিশুদ্ধ ও জাল হাদীসের বাছবিচার না করে তাদের বইগুলোতে তা বর্ণনা করেছেন। ঐসব বর্ণনা ছিল বিভিন্ন মাস ও সময়ের ফাযীলাত, বিভিন্ন আ'মাল ও ইবাদাতের ফাযীলাত এবং বিভিন্ন ব্যক্তির ফাযীলাত সংক্রান্ত হাদীস। যেমন কেউ লিখেছেন রজবের ফাযীলাত, বিভিন্ন আ'মাল ও ইবাদাতের ফাযীলাত এবং বিভিন্ন ব্যক্তির ফাযীলাত সংক্রান্ত হাদীস। যেমন রবিবার, সোমবার ও মঙ্গলবারের সলাত এবং রজবের প্রথম জুমু'আর সলাত ও রজবের হাযারী সলাত নিসফে 'শাবান (শবেবরাত) এর হাযার রাক'আত সলাত ও দুই ঈদের রাতে সারারাত ইবাদাতে জাগা ও মুহাব্বরমের দশম তারীখের সলাত প্রভৃতি। যারা হাদীসের নীতিশাস্ত্র নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন তারা

জানতে পেরেছেন যে, ঐগুলো জাল হাদীস। ওদের মত আরো বহু হাদীসই জহরীদের সর্ববাদীসম্মত মতে জাল। এতদসত্ত্বেও বিশিষ্ট সুফী আবু তুলিব মাক্কী (মৃত্যু ৩৮২) এর কিতাব (কুতুব কুলুকব) এবং আবু হামিদ গায্বালী (মৃত্যু ৫০৫ হিজরী) এর কিতাব (ইয়াহুইয়া উলুমুদ্দীন ও শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী (মৃত্যু ৫৬১ হিজরী) এর কিতাব (গুনিয়াতুত তুলিবীন) প্রভৃতিতে ঐরূপ জাল হাদীস বহু আছে।

যুহদ বা দুনইয়াবিমুখতা এবং রাকায়িক বা মন গলিয়ে দেয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস কিতাবুয যুহদে সংকলন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (মৃত্যু ১৮১ হিজরী)-এর কিতাবুয যুহদ। কিন্তু তাতেও বহু হাদীস আছে আজো-বাজো। তেমনি হান্নান ইবনু সারিই ও আসাদ ইবনু মুসা প্রমুখের গ্রন্থাবলীর অবস্থা।

তাদের পরে মুতাআখখিরীনের মধ্যে আবু নুআঈম (মৃত্যু ৪৩০ হিজরী) এর কিতাব হিলইয়াতুল আউলিয়া ও আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী (মৃত্যু ৫৮৭ হিজরী) এর কিতাব সিফাতুস সফাহ এবং আবু আব্দুর রহমান আসসুলামী (মৃত্যু ৪১২ হিজরী) এর তাবাকা তুস সুফিয়্যাহ ও তার ছাত্র আবুল কাসিম আব্দুল কারীম ইবনু হাওয়াযিন আলকুশাইরী (মৃত্যু ৪৬৫ হিজরী) এর আররিসালাহ এবং কাহিনীকার ইবনু খামীস প্রমুখগণ বহু কাহিনী বর্ণনা করেছেন। যার কিছু কাহিনী ঠিক এবং কিছু কাহিনী বাতিল ও অলীক।

যেমন সুফীদের বর্ণনা যে হাসান বাসরী (চতুর্থ খালিফা) 'আলীর সঙ্গ পেয়েছেন। কিন্তু সমস্ত জ্ঞানীরাই এ বিষয়ে একমত যে, তিনি 'আলীর সাক্ষাৎই পাননি এবং তার থেকে কিছু অর্জন করেননি। তিনি তার ছাত্র আহনাফ ইবনু কাইস ইবনু মু'আয থেকে বিদ্যা অর্জন করেছেন। এরূপ রাসায়িলে ইখওয়ানুস সফাতে বহু জাল হাদীস ও মিথ্যা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উপরে বর্ণিত গ্রন্থগুলোতে যেহেতু সত্য এবং মিথ্যা হাদীস ও কাহিনী আছে, সেজন্য ওগুলোর মধ্যে বাছবিচার করে নিতে হবে। (মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়াহ, ইবনু তাইমিয়াহ- ১১ খণ্ড ৫৭৮-৫৮২ পৃষ্ঠা)

ইমাম গায্বালী ও জাল হাদীসের ছড়াছড়ি

আফযালুল উলামা মুহাম্মাদ ইউসুফ কাওকান উমরী (রহঃ) তার রচিত ইমাম ইবনু তাইমিয়াহর জীবনী গ্রন্থে বলেন, বিশিষ্ট মনীষী 'আব্বাস তাজুদ্দীন সুবকী তার বিখ্যাত গ্রন্থ তাবাকাতুশ শাফিয়্যাতিল কুবরায় একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ তৈরী করেছেন। যাতে তিনি ইমাম গায্বালীর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ ইয়াহুইয়া উল উলুমে বর্ণিত ভিত্তিহীন ও জাল হাদীসগুলো একত্রিত করেছেন। যা সুদীর্ঘ সাইত্রিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তৃত।

বিশিষ্ট সুফী আবু আব্দুর রহমান সুলামী (মৃত্যু ৪১২ হিজরী) এর কিতাবুস সুনান ও কিতাবু হাকায়িকিত তাফসীর এবং আবু বাসার সাররাজ (মৃত্যু ৩৭৮ হিজরী) এর কিতাবুল লুমা ফিত তাসাইনফ এবং আবুল হাসান জাহযামী মাক্কী (মৃত্যু ৪১৪ হিজরী) এর বাহজাতুল আসরার এবং শাইখ শিহাবুদ্দীন 'উমার ইবনু হাফস সুহরাঅদী (মৃত্যু ৬৩০ হিজরী) এর কিতাব আময়ারিফুল মাআরিফ প্রভৃতি গ্রন্থে বহু যঈফ ও জাল হাদীস পাওয়া যায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিখ্যাত সুফীদের লেখা তাসাউউফের গ্রন্থাবলীতে কী বিরাট সংখ্যক জাল ও যঈফ হাদীস স্থান পেয়েছে। (ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্- ২৭৫ পৃষ্ঠা)

ওরই উপর ভিত্তি করে বহু সাধারণ লোক গোমরা হয়েছেন এবং বেশকিছু 'আলিমও ধোঁকায় পড়েছেন ও ঠোঁকর খেয়েছেন। আল্লাহুমা ই ফায্না মিন যাহিরি আহরিয যুহদি আসুফিয়াহ্।

আল-কুরআনের মোহিনীশক্তি

কুরআনে হাকীমে ফাযায়িলের বর্ণনা খুব কমই আছে। তাহলে ফাযায়িল প্রচারকদের তাবলীগী কাজে কুরআন তেমন কাজ দেবে কি? এ জন্যই কি আজকের তড়িখোর, মদখোর ও জুরাডীদেরকে সুপথে আনার জন্য যঈফ ও মিথ্যা হাদীসের আশ্রয় নিতে হচ্ছে? যেমন ইলিয়াসী তাবলীগী ভাইয়েরা মনে করেন ও সেইমত কাজ করেন? আজকের নামধারী মুসলমানদেরকে কুরআন ঐরূপ আকৃষ্ট করতে পারে নাকি, যেমন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিন দুষ্টমন আবু জাহাল, আখনাস ও আবু সুফিয়ানকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল? মাওলানা আব্দুর রউফ দানাপুরী (রহঃ) লিখেছেন :

এক রাতে আবু সুফিয়ান ইবনু হারব ও আবু জাহাল ইবনু হিশাম এবং আখনাস ইবনু শুরাইক রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরআন পড়া চুরি করে শুনতে যান। কিন্তু তাদের তিনজনের কেউ কারো খবর জানতেন না। এভাবে চুরি করে কুরআন শোনা অবস্থায় সকাল হয়ে যায়। ফলে তিনজনই নিজ নিজ জায়গা ছেড়ে পথে উঠলে একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাদের এই কাজটা মাক্কার তদানীন্তন কাফিরদের সম্মিলিত রায়ে বিরোধী ছিল। তাই তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ওয়াদা করেন যে, আগামীতে তারা এরূপ অন্যায় কাজ আর করবে না। কিন্তু পরের রাতে তারা কেউই ঘরে স্থির থাকতে পারলেন না। সবাই ভাবলেন যে, কাল যেহেতু অঙ্গীকার করা হয়েছে সেহেতু আজ রাতে কেউই আসবে না। অতএব আজ রাতে যাওয়া যাক। এই ভেবে তিন জনই আবার গোপনে এলেন এবং নাবীজীর কুরআন পাঠ শুনতে লাগলেন। অতঃপর সকাল হলে ঘরে ফেরার পথে একে অপরকে দেখে লজ্জিত হন এবং পুনরায় দৃঢ় অঙ্গীকার করেন যে, এরূপ পাগলামী আর কেউ করবে না। কিন্তু তৃতীয় রাতেও আবার তারা

কুরআন শোনার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন এবং দ্বিতীয় রাতের মত ভেবে তৃতীয় রাতেও চোরের মত হাযির হলেন। আবার সকালে ধরা পড়ে গিয়ে সবাই বিস্মিত হলেন এবং পাকা অঙ্গীকার করলেন যে, আগামীতে তারা কেউই এ কাজ করব না। (আসহাছ সিয়ার- ৮২ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় খালিফা 'উমার ফারুক (রাযিঃ) কুরআনের সূরা হাদীদ কিংবা সূরা ত্বাহার কতিপয় আয়াত শুনে কাফির থেকে মুসলমান হয়ে যান। (তবকতু ইবনু সাদ- ৬/২০৫ পৃঃ)

বাগদাদের বিখ্যাত ডাকাত ফায়াঈল ইবনু ইয়ায (মৃত্যু ১৮৭ হিজরী) ডাকাতি করতে গিয়ে কুরআনের সূরা হাদীদেদের ষোল নাম্বার আয়াতটি শুনে তাওবাহ করেন এবং পরে বিরাট 'আলিম ও সাধকে পরিণত হন। (তাহযীবুত তাহযীব ৪র্থ খণ্ড ৫০৩-৫০৪ পৃষ্ঠা)

অতএব আজকের যুগে যঈফ ও জাল বর্ণনা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র কুরআনের দা'ওয়াত দিলে আবু জাহলের চেয়ে বহুগুণ ভাল মদখোর ও জুয়াড়ী মুসলমানরা দ্বীনের দিকে আকৃষ্ট হবেন না কি?

সহীহ হাদীসের সম্মোহনী শক্তি

আরবের এক বিখ্যাত ঝাড়-ফুককারী যিমাদ ইবনু সা'লাবাহ মাক্কায় এসে শোনে যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাগল। তাই তিনি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে বললেন, আমি ঝাড়-ফুক করে থাকি। আর আল্লাহ আমার হাতে যাকে চান আরোগ্য দেন। অতএব আপনি আসুন। অতঃপর মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইন্নাহ হামদা লিল্লা-হি নাহমাদুহু অনাসতাইনুহু... লা-শারীকা লাহ তিনবার বললেন।

তারপর যিমাদ বললেন, আমি গণকদের কথা ও যাদুকরদের কথা শুনেছি কবিদেরও কথা, কিন্তু এরূপ কথা-মালা শুনিনি। অতএব আপনি আপনার হাতটা বাড়ান। আমি আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণের বাই'আত করি। ফলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন।

(মুসলিম, বাইহাকী, আলবিদায়াহ- ৩য় খণ্ড ৩৫ পৃষ্ঠা)

এখন প্রশ্ন ওঠে যে, সহীহ মুসলিম বর্ণিত উক্তরূপ হাদীস শুনিয়ে নামধারী মুসলিমদের বিশেষ করে শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বীনের দা'ওয়াত দিলে তারা যিমাদ ইবনু সা'লাবাহর মত কুফরী থেকে তাওবাহ নয় বরং কুপথ থেকে সুপথে আসবেন নাকি? নাকি তাদেরকে সুপথে আনার জন্য সন্দেহজনক যঈফ হাদীস এবং মিথ্যা হাদীস মাউযুর আশ্রয় নিতে হবে? ফলে জাল ও নির্ভেজাল এর সংঘর্ষে আপোষে কোন্দলও করতে হবে? আল্লাহু আল্লিফ বাইনা কুলুবিনা ওয়া আসলিহ যা-তা বাইনি।

আঠার বছর ইলিয়াসী তাবলীগের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি

বোম্বাইয়ের এক আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি জনাব নিসার মুহাম্মাদ পাটনকর (এম.এস.সি.) সাহেব বলেন, আমি আঠার বছর তাবলীগী জামা'আতে ছিলাম। আমি একচিল্লা এবং কয়েকবার দশদিন ও তিনদিন লাগিয়েছি। এই জামা'আতের ইহসান আমি কখনো ভুলতে পারব না। কারণ এই জামা'আত আমাকে কুরআন ও হাদীসের প্রতি অনুরাগী করেছে। এই জামা'আতের সবরকম দোষ সত্ত্বেও প্রাথমিক স্তরের জন্য এই জামা'আতকে আমি উপযোগী করে তুলি। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, যে কেউ এতে ভর্তি হতে চায় সে এর বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে এবং নিজের কম বিদ্যার কারণে এটাকেই শেষ মানযিল ভেবে বসে এবং আর কারো কথায় সে কান দিতে চায় না। সাধারণ তো সাধারণ অধিকাংশ সাধারণ 'আলিমেরও এই অবস্থা। সেজন্য এই জামা'আত থেকে বেঁচে থাকা উচিত। উদাহরণস্বরূপ এই জামা'আতটি প্রাইমারী ক্লাসের মত। যদি কোন ব্যক্তি চিরকালই প্রাইমারী ক্লাসেই ব্যস্ত থাকে তাহলে সেটা মূর্খতারই পরিচয় হবে। আমি এই বইটি আমার পুরানো তাবলীগী সাথীদের বোঝাবার জন্য লিখছি যাতে তারা একটু সময় বের করে তাদের দৃষ্টি ভঙ্গির ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করতে পারে। কারণ এটা পরকালের ব্যাপার। তেমনি কুরআন ও হাদীসের আন্দোলনকারীদের মধ্যে যারা নিজেদের জামা'আতের মধ্যে চুপচুপ ভাব দেখে ঐ জামা'আতে কাজ করছেন তারাও ভাবুন যে তাদের ঐ পদক্ষেপ সঠিক কি না?

আমি যখন কুরআন হাদীসের পড়াশুনা শুরু করিনি তখন আমি এই জামা'আতকে হাক্ক জামা'আত বলতাম। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের কাছাকাছি হবার পর আমি তাদের লেখনীতে শির্ক ও গোমরাহী এবং বরবাদী অনুভব করি। সেসব লেখনি পড়ে ও শুনে আমি আত্মহারা হয়ে যেতাম। আল্লাহর শুকরিয়া যে, তা থেকে তিনি আমাকে মরণের আগে সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

(তাবলীগী নিসাব ইয়া তখরীবী নিসাব ফাযায়িলে আ'মাল ইয়া বারবাদিয়া আ'মাল- ৬-৭ পৃষ্ঠা)

উপরের বক্তব্য দ্বারা জনাব নিসার মুহাম্মাদ সাহেবের আঠার বছরের ইলিয়াসী তাবলীগের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে ইলিয়াসী তাবলীগী জামা'আতের বাহ্যিক আকর্ষণ গোলক ধাঁধা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় কুরআন ও সহীহ হাদীসের ব্যাপকহারে প্রচার ও প্রসারকরণ।

এখন আমাদের করণীয়

বর্তমানে লোকেরা দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং কিছু লোক কারো বাহ্যিকরূপ দেখে ভেজাল দলে প্রবেশ করছে। এমতাবস্থায় প্রকৃত দ্বীনের দরদীদের উচিত প্রত্যেক গ্রামে মাসজিদভিত্তিক তাবলীগ চালু করা। সম্ভব হলে প্রতি সপ্তাহে একাধিক দিন নতুবা কমপক্ষে একটি দিন নির্দিষ্ট করে গ্রাম ও পাড়ার লোকদেরকে

বুঝিয়ে মাসজিদে ডেকে আনা এবং সলাত বাদ তাদের সামনে কুরআনের তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর এবং সহীহ হাদীসের অনুবাদ শোনানো। যেমন বিখ্যাত সহাবী ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লোকদেরকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস শোনাতেন। (ইবনু মাজাহ- ৪ পৃষ্ঠা)

কুরআনের তরজমা ও তাফসীরের জন্য হানাফী ভাইয়েরা মাওলানা আশরাফ 'আলী থানভী (রহঃ)-এর তাফসীর বায়ানুল কুরআন কিংবা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ)-এর মা'আরিফুল কুরআন অথবা মাওলানা মুহাম্মাদ তাহির সাহেবের আল-কুরআন তরজমা ও তাফসীর নতুবা মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম অনূদিত উর্দু তাফসীমুল কুরআনের বাংলা তরজমা রাখতে পারেন।

কিছু 'আক্বীদাহ্ পার্থক্যের কারণে আহলে হাদীস ভাইয়েরা উক্ত তাফসীরগুলো তাদের তা'লীমে না রেখে মাওলানা 'আব্বাস 'আলী চণ্ডিপুরী (রহঃ) অনূদিত কুরআনের বাংলা তরজমা কিংবা মাওলানা আকরাম খাঁ (রহঃ) প্রণীত তাফসীরুল কুরআন নতুবা এই খাকসার অনূদিত তাফসীরে আইনী আমপারার দুটি খণ্ড সামনে রাখুন। অতঃপর অচিরেই (ইনশাআল্লাহ) আমাদেরই প্রকাশিতব্য সূরা ইয়াসীন, সূরা ক্বাফ, সূরা ওয়াকিয়াহ্ ও সূরা মূলক এবং কুরআনের প্রথম পনের পারার তরজমা ও সংক্ষিপ্ত টীকা আরো পরে গোটা কুরআনের বাংলা তরজমা ও টীকা প্রকাশের খবর নিন।

হাদীসের তালীমের জন্য হানাফী ভাইয়েরা মিশকাতের বাংলা তরজমা কিংবা মাওলানা মনযুর নু'মানী সাহেবের উর্দু মা'আরিফুল হাদীস পড়ুন। আর আহলে হাদীস ভাইয়েরা মাওলানা মুমতামুদ্দিন অনূদিত কিংবা বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ বুলুগূল মারাম সামনে রাখুন। অথবা মাওলানা আব্দুস সালাম (রহঃ)-এর তরজমাকৃত মিশকাতের উর্দু তরজমা ব্যবহার করুন। মিশকাতের মধ্যে কিছু হাদীস যঈফ আছে এবং নামমাত্র কিছু হাদীস জালও আছে। তেমনি ওর বাংলাদেশী তরজমায় কিছু মনগড়া ব্যাখ্যা আছে। তাই ঐ মিশকাত সামনে রাখলে কেবল তরজমার উপরে আস্থা রাখতে পারেন। ওর সমস্ত ব্যাখ্যার উপর ভরসা রাখা যাবে না। সেই সাথে ওর মাউযু হাদীসকে বর্জন করার জন্য কোন 'আলিমের সাহায্য নিন যার কাছে 'আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানীর টীকাওয়ালা মিশকাত গ্রন্থটি আছে।

মাসআলা মাসায়িল শেখার জন্য হানাফী ভাইয়েরা মাওলানা আশরাফ 'আলী থানভী রচিত বেহেশতী যেওর কাজে লাগাতে পারেন। অথবা মাওলানা রুহুল আমীন (রহঃ) প্রণীত কোন বই পেলে তা পাঠ করুন। আর মাস'আলার ব্যাপারে

আহলে হাদীস ভাইয়েরা এই খাকসার রচিত সলাতে মুস্তফা দু'খও, সিয়াম ও রমায়ান, সংক্ষেপে হাজ্ব 'উমরা যিয়ারাহ, কুরবানী ও আইনী বিবরণী 'আকীকাহ ও নামরাখা প্রভৃতি বই এবং মাওলানা আব্দুর রউফ শামীম সাহেবের বাংলা ফিকহে মুহাম্মাদী ও দু'আয়ে রসূল আর মাওলানা আল-আকবার রিয়াযী সংকলিত দু'আয়ে নাবাবীয়া অঙ্কে যরুরিয়া কাজে লাগান। মাওলানা 'আব্বাস 'আলী চণ্ডিপুত্রীর মাসায়িলে যরুরিয়া পেলে তা সামনে রাখুন।

ইলিয়াসী তাবলীগ কর্তৃপক্ষদের প্রতি

পাক ভারত বাংলাদেশ উপমহাদেশের ইলিয়াসী তাবলীগে জড়িত ব্যক্তির দূ'ভাগে বিভক্ত। এক হানাফী মুক্বল্লিদ। দুই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর অন্ধ অনুসারী নন তথা গাইর মুক্বল্লিদ অর্থাৎ আহলে হাদীস। হানাফী ভাইয়েরা দুটি ভাগে বিভক্ত। এক দেওবন্দী। দুই ব্রেলভী। হানাফী মাযহাবপন্থীদের উক্ত দুটি দলই পীর-মুরীদীতে আস্থাশীল। তাই তারা তাদের আস্থাযোগ্য যে কোন 'আলিম কিংবা পীর অথবা বুয়ুর্গের কথা বিনা বরাতে অন্ধভাবে মেনে নিতে অভ্যস্ত। এরই বিপরীত আহলে হাদীস জনগণ। যারা কোন ব্যক্তিরই কথা কুরআন ও হাদীসের বরাতে ছাড়া হানাফীদের মত অন্ধভাবে মানতে মোটেই সম্মত নয়।

তাই ইলিয়াসী তাবলীগওয়ালারা হানাফী সমাজে ফাযায়িলে আ'মাল তথা তাবলীগী নিসাব দ্বারা তা'লীমের কাজ চালালেও আহলে হাদীসের মধ্যে ঐ বই কিংবা যঈফ ও মাউযু হাদীসে পরিপূর্ণ ও উদ্ভট তথ্যে ভরা কোন বই দ্বারা তাবলীগী তা'লীম দেবেন না। বরং আরবদেশে ইলিয়াসী তাবলীগ চালানোর জন্য নির্দিষ্ট বই রিয়াযুস স্বলেহীন দ্বারা এই উপমহাদেশের আহলে হাদীসদের মধ্যে তাবলীগের তা'লীম দিন।

যেসব আহলে হাদীস ভাইয়েরা তাবলীগে ঝুঁকে পড়েছেন তারা তাদের ইমানকে শিক ও বিদ'আতের নোংরামি থেকে বাঁচানোর তাগিদে ফাযায়িলে আ'মাল তথা তাবলীগী নিসাবের পাঠাভ্যাস ও শ্রবণ বর্জন করুন। কারণ মদ ও জুয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : “ঐ দুটোর মধ্যে বড় পাপ আছে এবং লোকদের জন্য লাভও আছে। তবে ওদের পাপটা ওদের লাভের চেয়ে বেশী বড়।”

(সূরা : আল-বাক্বারাহ)

তাই অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان

فاجتنبوه *

“মদ ও জুয়া এবং প্রতিষ্ঠিত মূর্তি আর সু ও কুলক্ষণ নেওয়ার তীরগুলো শাইত্বনী কাজের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা তা থেকে বেঁচে থাক।”

(সূরাঃ আল-মায়িদাহ- ৯০ আয়াত)

ইলিয়াসী তাবলীগের সমবেত তা'লীমের জন্য নির্ধারিত বই ফাযায়িলে আ'মাল তথা তাবলীগী নিসাবে কিছু তথ্য ভাল আছে। কিন্তু ওর বেশী তথ্য শির্ক ও বিদ'আত এবং যঈফ ও মাউযু আর আজগুবি তথ্য ও গালগল্পে ভর্তি। সেজন্য ঐ গ্রন্থ এবং এরূপ অন্যান্য গ্রন্থাদির পাঠাভ্যাস ও শ্রবণ থেকে সবাই অবশ্য অবশ্যই বিরত থাকুন। নতুবা 'আক্বিদার দিক দিয়ে গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট হলে ওর জন্য নিজেরাই দায়ী হবেন- আল্লাহুহুয়াহদিনা ইলাল কুরআনিল হাকীম ওয়া সুনাত রসূলিলিল কারীম।

ইলিয়াসী তাবলীগী গাশ্ত

ইলিয়াসী তাবলীগীওয়ালারা তাদের তাবলীগের ব্যাপারে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করেন। এই ঘোরাফেরাকে ফারসী ভাষায় গাশ্ত বলা হয়। তাবলীগী গাশ্তের সময় ইলিয়াসী তাবলীগীওয়ালারা কতিপয় নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। (১) আমীর; (২) রাহবার (পথ প্রদর্শক); (৩) মুতাকাল্লিম (কথা বলনেওয়ালার) নির্বাহন।

এই তিন ধরনের ব্যক্তি অর্থাৎ পরামর্শের নেতা আমীর এবং পথ দেখাবার দায়িত্বশীল রাহবার ও কথা বলার দায়িত্বে মুতাকাল্লিম নির্বাচন তাদের মনগড়া কাজ। কারণ কোথাও কোন দল প্রেরণের নেতা একজনকেই নির্বাচন করা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুনাত।

একই দলের তিনজনকে তিন ধরনের দায়িত্ব দেবার নির্বাচন ইলিয়াসী সুনাত। মুহাম্মাদী সুনাত নয়। তাই দ্বীনে ইসলামের তাবলীগী গাশ্তে একজন আমীরের নির্বাচন হবে। যিনি বিদ্যা ও বুদ্ধিতে যোগ্য এবং পারতপক্ষে বয়স্ক হবেন। এখন প্রশ্ন হলো যে, ঐ গাশ্ত কোথায় হবে। নিজ নিজ গ্রামে না দেশের বিভিন্ন যেলা ও রাজ্যে না বিদেশে? যেমন ইলিয়াসী তাবলীগীওয়ালারা করছেন।

তাবলীগের ক্ষেত্র ও রসূলের আদর্শ

আল-কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাবলীগের ক্ষেত্র পর্যায়ক্রমে তিন ধরনের হবে। যেমন আল্লাহ তার নাবীকে বলেন :

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ *

“আর তুমি তোমার নিকটবর্তী আত্মীয়দেরকে ভয় দেখাও।” (সূরাঃ তআরা- ২১৪ আয়াত)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, তাবলীগের ক্ষেত্র হবে নিজের ঘরবাড়ি ও পাড়া-পড়শী।

দ্বিতীয় পর্যায় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الذى بين يديه ولتنذرام القرى ومن حولها *

“আর (এই কুরআন দ্বারা) তুমি ভয় দেখাতে পার উন্মূল কুরা (মাক্কা) বাসীদেরকে এবং ওর আশেপাশের লোকদেরকে।” (সূরাঃ আল-আন-আম- ৯২ আয়াত)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, নিজের ঘরবাড়ি ও পাড়া প্রতিবেশীদেরকে আল্লাহর ভয় দেখানোর পর ঐ পরিধি একটু বাড়িয়ে শহর ও শহরতলীতে বিস্তৃত হবে।

তৃতীয় পর্যায় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : “তুমি বলে দাও, হে মানব সমাজ! আমি তোমাদের সবারই কাছে আল্লাহর দূত।” (সূরাঃ আল-আরাফ- ১০৮ আঃ)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাবলীগের কাজ শেষ হলে তবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে হবে। এটা রসূলের নায়িবদের দায়িত্ব, সাধারণের নয়।

সাধারণ জনগণকে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا *

“হে ঈমানদারগণ তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।” (সূরা : তাহরীম- ৬ আয়াত)

এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক ঈমানদারই নিজেকে এবং তার পরিবারবর্গকে দ্বীনে ইসলামের তাবলীগ করবে।

বর্তমানে শেষ রসূল ইহজগতে বেঁচে নেই। তাই উপরোক্ত প্রথম দু'টি আয়াতের ভাবার্থ প্রমাণ করে যে, নায়িবে রসূল যারা তাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের নিকটবর্তী আত্মীয় ও পাড়াপড়শীদেরকে আল্লাহ এবং জাহান্নামের ভয় দেখানো। এ কাজটি প্রত্যেক আহলে হাদীস মাসজিদে জুমু'আর খুতবার মাধ্যমে কিছুটা হয়ে থাকে। কিন্তু হানাফী ফাতাওয়ায় জুমু'আর খুতবাহ্ আরাবী ছাড়া অন্য ভাষায় বৈধ নয় বলে হানাফী ভাইয়েরা প্রতি সপ্তাহে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শিক্ষা শোনা থেকে বঞ্চিত থাকেন। এজন্য তারা কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানে আহলে হাদীসের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। তার উপরে বর্তমানে রেডিও, টেলিভিশন, ভিসিআর ও ভিসিডি প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাম ও শহরবাসীর চরিত্র যেহেতু কলুষিত হচ্ছে সেহেতু প্রতিটি পাড়া ও গ্রামে এবং শহরে ও অঞ্চলে দ্বীনে ইসলামের প্রচার ও প্রপাগান্ডা আরো জোরেশোরে চালাবার তাগিদ তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। এই প্রচার ও প্রপাগান্ডার দায়িত্ব কেবল 'আলিম ও মৌলভী এবং মোল্লা ও মুন্শীদের উপর নয়

বরং প্রত্যেক নর ও নারীর উপরে ন্যস্ত। যেমন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের রাখালী সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তাই যে ব্যক্তি লোকদের নেতা সেও রাখাল। তাকে তার রাখালীর জওয়াবদিহী করতে হবে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবারবর্গের রাখাল। তাকে তার পরিবারের রাখালীর জওয়াবদিহী করতে হবে। আর প্রত্যেক স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের ও তার সন্তানদের রাখাল। তাকে ওদের সম্পর্কে জওয়াবদিহী করতে হবে। আর কোন ব্যক্তির ক্রীতদাস তার মনিবের মালের রাখাল। তাকে ওর সম্পর্কে জওয়াবদিহী করতে হবে। তাই সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার রাখালী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ৩২০-৩২১ পৃষ্ঠা)

অতএব মুসলিম নামধারী প্রত্যেকেই দ্বীনে ইসলাম কী? তা জানতে হবে এবং নিজের ঘরবাড়িতে তা প্রচার করতে হবে। তাকে ইলিয়াসী তাবলীগওয়ালাদের মত নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশবিদেশে তাবলীগ করতে যেতে হবে না। কারণ উপরে বর্ণিত সহীহ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, জনগণের নেতা ছাড়া সাধারণ জনগণকে তার অধীনস্থ ঘরবাড়ির লোক ব্যতীত অন্যের জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে না। তাই যারা নিজ নিজ ঘরে এবং নিজ গ্রাম ও নিজ শহরে তাবলীগ না করে বরং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ও পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে তাবলীগ করতে যাচ্ছেন তারা দ্বীনে ইসলামের মুহাম্মাদী তাবলীগী নয় বরং ইলিয়াসী সুল্লাত পালন করছেন। আল্লাহ আমাদের হাক্ক নাহাক্ক বুঝবার তাওফীক দিন- আমীন!

আহলে হাদীস 'আলিমদের ফাযায়িলের কিতাব না লেখা প্রসঙ্গে

আহলে হাদীস 'আলিমগণ আরবী ও উর্দু এবং ইংরেজী ও বাংলা প্রভৃতি ভাষায় যত বই লিখেছেন তন্মধ্যে একটি বই ও ফাযায়িল সংক্রান্ত নেই বললেই চলে। কারণ ফাযায়িল সংক্রান্ত বেশিরভাগ হাদীস জাল কিংবা অতি দুর্বল। আর আহলে হাদীসরা জাল হাদীসের দুশমন এবং যঈফ হাদীসকে করে না গ্রহণ। এই জন্যই মুহাদ্দিস সন্নাট ইমাম বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হিজরী) তার মুখস্থ করা ছয়লক্ষ হাদীসের মধ্য থেকে চার হাজার হাদীস তিনি তার সহীহ বুখারীতে সন্নিবিষ্ট করেছেন। তেমনি আর এক মুহাদ্দিস ইমাম মুসলিমও (মৃত্যু ২৬১ হিজরী) তার শোনা তিনলাখ হাদীস থেকে মাত্র চার হাজার হাদীস সহীহ মুসলিমে সন্নিবেশিত করেছেন। (আল-ইকমাল- ৬২৬-৬২৭ পৃষ্ঠা)

দুনইয়ার সমস্ত সুনী 'আলিমের মতে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত উক্ত মোট আট হাজার হাদীসের মধ্যে একটিও হাদীস জাল নেই এবং উক্ত দুই বিশুদ্ধ গ্রন্থে ফাযীলাতের হাদীস কয়েকশোও নেই। এইজন্য মাউযু ও যঈফ হাদীসের শাইখুল হাদীস নন, বরং সহীহ তথা বিশুদ্ধ হাদীসের শাইখুল হাদীসগণ কিংবা সহীহ

হাদীসের প্রচারকগণ কোন বিষয়েই কিতাবুল ফাযায়িল লিখেননি এবং লিখার প্রয়োজন বোধও করেননি। তাই ইলিয়াসী তাবলীগ ভক্ত কিছু আহলে হাদীস ভাইগণ আমার কাছ থেকে কিংবা যে কোন আহলে হাদীস 'আলিমের নিকট থেকে ফাযায়িলে আ'মাল এর মত মাউযু ও যঈফ বর্ণনায় কলুষিত কোন বই পাবার আশা করে ধোঁকা খাবেন না এবং সাদামান জনগণকেও ধোঁকায় ফেলার চেষ্টা করবে না।

খাকল মাসায়েলে আ'মাল। অর্থাৎ বিভিন্ন আ'মাল সংক্রান্ত বই। তা তো আহলে হাদীস 'আলিমদের লেখা বহু বই রয়েছে। যা তাদের সাধ্যমত জ্ঞানে মাউযু ও যঈফ বর্ণনার জঞ্জাল মুক্ত এবং সহীহ ও নির্ভরযোগ্য কিতাবের ভুরি ভুরি বরাতে সমৃদ্ধ। যেমন, এ খাকসারের বিভিন্ন বই দ্রষ্টব্য। আল্লাহ আমাদেরকে জাল হাদীস থেকে বাঁচার এবং নির্ভেজালকে আঁকড়ে ধরার তাওফীক দিন- আমীন!

‘আক্বীদার গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা বলেন : “আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি (এই বিধান দিয়ে) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং (আল্লাহর বিরোধী-সত্ত্বা) ত্বাগূত থেকে বেঁচে থাক।” (সূরা : আন-নাহাল- ২৬ আয়াত)

কুরআন মাজীদে এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, একমাত্র আল্লাহই সবারকম ইবাদাতের যোগ্য। তাই আল্লাহকেই ইবাদাতের একমাত্র যোগ্য সত্ত্বা জ্ঞান করা এবং সেই জ্ঞান মুতাবিক কাজেও প্রমাণ দেওয়ার অপর নাম তাওহীদ বা একত্ববাদ। এরই বিপরীত শির্ক বা বহুত্ববাদ। শেষ নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবী হবার সময়ে আরবের লোকেরা বহুত্ববাদে ডুবেছিল। তাই তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবী হবার পর থেকে সুদীর্ঘ তের বছর ধরে আরবের মুশরিকদেরকে শিকীয়া 'আক্বীদাহ্ তথা বহুত্ববাদী ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত করার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করেন। 'আক্বীদাহ্ শুদ্ধ না হলে আ'মাল বেকার। তাই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রসূল হবার পর মাক্কায তের বছর থাকা কালীন এবং মাদীনায তাঁর হিজরাত করার পরও তাওহীদী 'আক্বীদাহ সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হতে থাকে। সে তুলনায় অমুক কাজ কর এবং অমুক কাজ কর না সংক্রান্ত আয়াত খুব কমই অবতীর্ণ হতে থাকে। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলামে 'আক্বীদাহর গুরুত্ব কত? কিন্তু এই 'আক্বীদার ফাযীলাতে ফাযায়িলে 'আক্বীদাহ কিংবা ফাযায়িলে তাওহীদ অথবা ফাযায়িলে ঈমান নামে একটি বইও লেখার প্রয়োজন বোধ মনে করেননি ইলিয়াসী তাবলীগওয়ালারা। অথচ ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের প্রথম স্তম্ভ হচ্ছে ঈমান তথা তাওহীদী 'আক্বীদাহ্। তাই যার 'আক্বীদাই নয় শুদ্ধ, তার সবই আ'মালই অশুদ্ধ হতে বাধ্য। কোন অলি ও বুয়র্গের কুবরে কোন নাম ও নিশানা না থাকলে সেখানে কোন শির্ক ও বিদ'আতের আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু কারো কুবর যদি ঘেরাও পাকা হয় তাহলে আল্লাহ না করুক ঐ কুবরওয়ালার মৃত্যুর দু'চারশো বছর পরেও সেখানে নজর নেওয়াজ পেশ করা ও সিন্ধী চড়ানো

এবং সজদাহ দেয়া প্রভৃতির প্রচলন হতে পারে। এ জন্য রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কবরে সিমেন্ট লাগাতে ও তার উপরে বুনিয়াদ গাড়তে এবং ওর উপরে বসতে মানা করেছেন। (মুসলিম, মিশকাত- ১৪৮ পৃষ্ঠা)

ইলিয়াসী তাবলীগের বর্তমান কেন্দ্রে দিল্লীর নিজামুদ্দীনের মাসজিদের ভিতর দিকের পিছনে এক কোণে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহঃ) ও তাঁর পুত্র ইলিয়াসী তাবলীগ জামা'আতের দুই নাম্বার আমীর মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ (রহঃ)-এর দু'টি কবর এবং আরো দু'টি অন্য কবর রয়েছে। (আবুফাউন মাদ্র জামা'আতি তাবলীগ- ৫৯)

যে মাজারে শিকীয়া কাজ করা হয়, সেই মাযার আগে বর্ণিত কুরআনের শব্দ তুগুত তথা আল্লাহ বিরোধী সত্ত্বায় পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহ না করুন আক্বীদাহর জ্ঞানহীন ব্যক্তিবর্গ দ্বারা দু'চারশো বছর পরে ইলিয়াসী তাবলীগী কেন্দ্রের উক্ত কবরগুলো তুগুতে পরিণত হবে নাতো? আল্লাহুমা ফাযনা মিনাত তুগুত।

এক আত্মোভোলা দরবেশের গায়েবী খবর

মাওলানা যাকারিয়াহ (রহঃ) লিখেছেন, আবু যায়দ কুরতবী নামে এক শাইখ বলেন, আমি শুনেছি যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” পড়ে সে জাহান্নামের ‘আযাব থেকে নাজাত পাবে। আমি এ খবর শুনে এক নিসাব অর্থাৎ সত্তর হাজার বার নিজের বিবির জন্যে পড়লাম এবং কয়েকটি নিসাব নিজের জন্যে পড়ে আখিরাতের পুঁজি বানালাম।

আমাদের নিকটে এক নব যুবক থাকত, যার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ছিল যে, ইনি সাহিবে কাশ্ফ। জান্নাত ও দোযখ তার কাশফে (অন্তর্দৃষ্টিতে) প্রতিফলিত হত। ব্যাপারটির সঠিকতায় আমার দ্বিধা ছিল। একবার ঐ নব-যুবকটি আমাদের সাথে খাওয়ায় শরিক হল। হঠাৎ সে চিৎকার করে ওঠে এবং তার নিঃশ্বাস বড় বড় হতে লাগল। সে বলল যে, আমার মা দোযখে পুড়ছে। তার অবস্থা আমার নজরে পড়েছে। কুরতুবি বলেন, আমি তার ঘাবড়ানো অবস্থাটা দেখছিলাম। আমার মনে হলো যে, একটি নিসাব তার মায়ের নামে বখশিয়ে দেই- যা দ্বারা ওর সত্যতার অভিজ্ঞতা আমারও হয়ে যাবে। তাই আমি নিজের জন্যে সত্তর হাজারবারের যে কোর্স পড়েছিলাম ওর মধ্যে থেকে একটি কোর্স তার মাকে বখশিয়ে দিলাম। আমি আমার মনে চুপে চুপেই তা বখশে ছিলাম ফলে আমারই পড়ার খবর আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই জানত না। দোযখের ‘আযাব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। কুরতুবি বলেন যে, এই ঘটনা দ্বারা আমার দুটো উপকার হয়েছে। প্রথমতঃ সেই বারকাতের, যা সত্তর হাজার বার আমি পড়েছিলাম। আর দ্বিতীয়তঃ সেই নব-যুবকের সত্যের প্রতি আমার বিশ্বাস জন্মে গেল। (তাবলীগী নিসাব- ৫৭৬ পৃষ্ঠা)

দুইয়্যায় বসে জাহান্নামের দৃশ্য কোন ব্যক্তির দেখা সম্ভব কি?

মাওলানা যাকারিয়া'র মৃত পিতার তিনটি কথা

শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়াহ্ (রহঃ) বলেন, এক বুয়ুর্গ যিনি আমার পিতার বন্ধু এবং নিঃস্বার্থ খাদিম ছিলেন। তিনি বড় সাহেবে কাশফ অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। কুবরের কাশফে তিনি খুবই বেশী ছিলেন। তিনি (আমার পিতার ইনতিকালের দ্বিতীয় দিনে তার কুবরে হাজির হন। ওয়ালিদ সাহেব (পিতাজী) তার সাথে তিনটি কথা বলেন; (১) অলিদ সাহেবের বিরোধী অনেক ছিল। তিনি বলেন যে, মৌলভী যাকারিয়া কে বলে দিও যে, তাদের জন্য চিন্তা করো না। কারণ, তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করবে। (২) অলিদ সাহেবের বহু দিনার দিনা ছিল। ওর পাওনাদারও অনেক ছিল। তাই তিনি বলেন, ওর জন্য চিন্তা করো না। (আল-হামদুলিল্লাহ সবাই আদায় হয়ে গেছে)। (৩) বুয়ুর্গদের ভয় করতে থাকবে। তাদের উল্টোটা সোজা হয়। (তিন মাজলিস- ১৮৫ পৃষ্ঠার বরাতে ব্রেলভী দেওবন্দী- ১৪ পৃঃ)

মৃত ব্যক্তি এরূপভাবে কথা বলতে পারে কি?

এক আত্মোভোলা দরবেশের বশে যমুনা নদী

মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ) তার পিতা থেকে শোনা এ কাহিনীতে বলেন, যমুনা যখন ভরপুর থাকে তা এপার ওপার করা অসম্ভব হয়ে থাকে। একজন ব্যক্তি পানি পথের বাসিন্দা ছিল। যার বিরুদ্ধে খুনের মুকাদ্দামা করে ছিল। সে সময় যমুনা নদী টাইটুস্বর ছিল। তাই সে প্রত্যেক মাঝিকে খোসামদ করতে লাগল। কিন্তু প্রত্যেকেরই একই জওয়াব যে, আমি কি তোমার সাথে নিজেকেও ওতে ডুবাব? এই বেচারা গরীব লোকটি পেরেশান হয়ে কেঁদে কেঁদে ফিরতে থাকল। এক ব্যক্তি তার শোচনীয় অবস্থা দেখে বলল যে, যদি আমার নাম লও তাহলে আমি একটি উপায় বাতলাব। যমুনার নিকটে অমুক জায়গায় একটি ঝুপড়ি পড়ে আছে। তাতে একজন মাজযুব (আত্মোভোলা) প্রকৃতির লোক পড়ে থাকে তার কাছে গিয়ে পড়ে যাও। খোসামদ ও কাকুতি মিনতি যা কিছু তোমার পক্ষে সম্ভব তা করতে মোটেই ছাড়না। তিনি তোমাকে যতই ভাল মন্দ করুক এমনকি তোমাকে যদি তিনি মারেনও তবুও ফিরে আসবে না। তাই লোকটি তার কাছে গেল এবং তাকে খোসামদ করল। কিন্তু তিনি তার অভ্যাস মত তাকে খুবই-ভর্ৎসনা করে বলেন যে, আমি কি খোদা, আমি কী করতে পারি? যখন সে কাঁদতেই থাকলো (ক্রন্দন তো বড় কাজের জিনিষ আল্লাহ আমাকে ও তা নসীব করুক) তখন সেই বুয়ুর্গটি বলেন, যমুনাকে বলে দাও যে, সেই ব্যক্তি যিনি সারাজীবন কিছুই খাইনি, না স্ত্রীর কাছে গিয়েছে, তিনি পাঠিয়েছেন যে, আমাকে পথ দিয়ে দাও। তাই সে গেল এবং যমুনা তাকে রাস্তা দিয়ে দিল। (ফাযায়িলে সদাক্বাত- ৫২৮ পৃষ্ঠা)

যমুনা নদীও কি মাজযুব তথা আত্মোভোলার কথা শোনে?

রসূলুল্লাহর মাযার থেকে গায়িবী আওয়াজ

মাওলানা যাকারিয়াহ্ (রহঃ) লিখেছেন যে, 'আলী বলেন যে, জানাযা তৈরী করার পর সবচেয়ে আগে আমি গিয়ে আরজ করলাম হে আল্লাহর রসূল! এই আবু বাক্র, এখানে দাফন হবার জন্যে অনুমতি চাচ্ছেন। তখন আমি দেখলাম, একদম হাজার দরজার বালু খুলে গেল এবং একটি আওয়াজ এলো, বন্ধুকে বন্ধুর কাছে পৌঁছে দাও। (ফায়্যিলে সদাক্বাত- ৯৫০ পৃষ্ঠা)

এ আওয়াজটি কি রসূলুল্লাহর, না কার? কিছু দেওবন্দী 'আক্বীদাহ্-

- ১) আরওয়া হে সালাসাহ গ্রন্থের রচয়িতা লিখেছেন শাহ আব্দুর রহীম ভেলায়্যাতি সাহেবের এক মুরীদ ছিল। যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ খান। সে রাজপুত্র কুওমের লোক ছিল। ইনি তার খাস মুরীদের মধ্যে ছিলেন। তার অবস্থা ছিল এই যে, কারো ঘরে যদি (স্ত্রী) গর্ভবতী হত এবং তাবীয নেবার জন্য সে আসত তাহলে তিনি বলে দিতেন যে, তোমার ঘরে ছেলে হবে কিংবা মেয়ে। আর তিনি যা বলে দিতেন তাই-ই হত।

(আরওয়াহি সালাসাহ- ১৮৫ পৃষ্ঠার বরাতে ব্রেলভী দেওবন্দী- ১৯ পৃষ্ঠা)

- ২) মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহঃ) বলেন, মাশাইখ কী রুহ নিয়্যাত সে ইস্তিফা-দাহ আওর উনকি সীন্ আও কাবরুঁ সে বাতিনী ফুয়ুয পঁছনা সে বেশাক্ব সহীহ্ হ্যায় বুয়ুর্গ ব্যক্তিদের রুহানিয়্যাত (আধ্যাত্মিক শক্তি) দ্বারা ফায়দা হাসিল করা এবং তাদের হৃদয় ও কুবরগুলো দ্বারা বাতিনী ফায়েয (গোপন ফায়দা) ওঠানো নিঃসন্দেহে সঠিক।

(আল-মুহান্নাদ আল-মুফান্নাদ- ৪৮ পৃষ্ঠার বরাতে ব্রেলভী দেওবন্দী- ২০ পৃষ্ঠা)

- ৩) আমার দাদা মাওলানা ইসমাঈল সাহেবের ইনতিকাল হলে নিযামুদ্দীন থেকে দিল্লী পর্যন্ত সাড়ে তিন মাইল ভিড় লেগে যায়। একজন সাহেবে কাশফ (অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন) বুয়ুর্গ দেখছেন যে, মাওলানা ইসমাঈল সাহেব বলেছেন, আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় কর। আমি অতি লজ্জিত। কারণ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সহাবাদের সাথে আমার অপেক্ষায় রয়েছেন- (মাওলানা ইলিয়াস আওর উন কা দ্বীনী দা'ওয়াত- ৪৭-৪৮ পৃষ্ঠার ভাবার্থ)। উক্ত তিনটি বিষয় বিশ্বাস করলে ঈমান ঠিক থাকবে কি?

কেবল মিথ্যা আর মিথ্যা

চিল্লাপস্থীরা কুরআন হাদীসে উপস্থাপিত সত্যকে লুকাবার জন্য বিরাট মিথ্যার পাহাড় গড়ে তুলেছে। অত্র পুস্তকে এর অনেক প্রমাণ দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ তাদের মৌখিক মিথ্যার কোন সীমাপরিসীমা নেই। তাবলীগী সফরের গুরুত্বের দিকে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তারা সে সমস্ত মিথ্যা প্রচার করে তা বাণী হিসেবে প্রচার করে। নিম্নে উহাদের কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা হলো :

১। যখন কোন পথ দিয়ে কোন চিল্লা জামা'আত গমন করে, তখন ঐ পথের দু'পাশের স্থান এ বলে আফসোস করে যে, উঃ এত বড় মর্তবার জামা'আত আমাদের উপর দিয়ে গেল না।

২। ফেরেশতারা চিল্লারত ব্যক্তিদের পদধূলি কৌটার মধ্যে পুরে রেখে দেবে কিয়ামাতের দিন হিসাব নিকাশের সময়ে তাদের নেকীর পাল্লায় ঐ ধূলা রাখা হবে। ফলতঃ ঐ পাল্লা ওজনে ভারী হবে এবং তারা জান্নাতে যাবে।

শুধু এই নয়। লোকদেরকে চিল্লার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করার জন্য তারা এত বেশী সংখ্যক মিথ্যা ঘটনা তৈরী করে নেয় যে, উহার সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। নিম্নে তার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো :

ক) বাংলাদেশের একটি চিল্লা জামা'আত রাশিয়ায় পৌছায়। তখন এক নদীর দু'পাশ হতে গোলাগুলি হচ্ছিল। যে বাসে ঐ চিল্লা জামা'আত ছিল সে বাসটিকে পুল পার হতে বাধা দেয়া হয়। তখন তাদেরকে বলা হল যে, সেটা বাংলাদেশের তাবলীগ জামা'আতের বাস। তখন বাসটি ছেড়ে দেয়া হয়। আশ্চর্য ব্যাপার! দু'পাশ থেকে অবিরত গোলাগুলি হচ্ছিল কিন্তু সেগুলোর একটিও বাসে আঘাত হানেনি।

খ) একজন চিল্লারত ব্যক্তি প্রায় সময়ই বলতে থাকত যে, তার কাছে আর টাকা নেই। অন্যরা বলতে লাগলো যে, আল্লাহর উপর ভরসা করে থাক; আল্লাহই টাকা যোগাড় করে দিবেন। দেখা গেল, একজন পিয়ন তার নামে টাকা নিয়ে আসল।

গ) আরো কথিত আছে যে, যে পদ তাবলীগী সফরে যেয়ে ধূলি মাখবে সে পদ দোজখের আগুন স্পর্শ করবে না।

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به
ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم * ربنا وادخلهم جنت عدن
التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم، انك انت العزيز
الحكيم *

“(আরশ বহনকারী ও আরশের পার্শ্ববর্তী মালাইকাগণ আল্লাহর কাছে এরূপ

প্রার্থনা করেন) অতএব তাদেরকে ক্ষমা করুন, যারা তাওবাহ্ করেছে (কুরআনের বিপরীত আচরণ হতে প্রত্যাবর্তন করেছে) এবং আপনার পথ অবলম্বন করেছে এবং তাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করুন। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে যে জান্নাতসমূহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাতে তাদেরকে প্রবেশ করান এবং তাদের পত্নীগণ ও সন্তানাদির মধ্যে যারা (কুরআনের উল্লিখিত) সং কাজসমূহ করেছে তাদেরকেও (ক্ষমা করুন ও জান্নাতে প্রবেশ করান) নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।” (সূরা : মু'মিন- ৭-৮ আয়াত)

কোন ধরনের লোকদের ক্ষমা ও জান্নাতের জন্য ফেরেশতারা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন তা সূরা মু'মিনের উল্লিখিত আয়াত দু'টি হতে জানা যায়। বস্তুত উল্লিখিত আয়াত দুটির অন্তর্নিহিত শিক্ষা হতে জানা যায় যে, কেউ কুরআনে উল্লিখিত দ্বীনে ও আল্লাহর পথ থেকে নিজের জীবনের দিনগুলো অতিবাহিত করতে পারলে মালাইকাগণ তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও জান্নাত প্রার্থনা করবে। বস্তুত উল্লিখিত আয়াত দু'টির অন্তর্নিহিত শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ মনুষ্যদেরকে উৎসাহ দান করেছেন। কিন্তু চিল্লা সম্পর্কে কর্মকর্তাদের ভাষণ শুনুন :

জাকেরীন্দেদের জন্য ফেরেশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আমরা ইবনুল 'আস (রাযিঃ) বলেন, বান্দাহ্ যখন 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী' অথবা 'আল-হামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন' বলে তখন ফেরেশতাগণ দু'আ করেন, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর। (ফাজায়িলে যিক্র- ৮০)

লক্ষ্য করুন সূরা মু'মিনের উল্লিখিত আয়াত দু'টি লোকদেরকে না শুনিye আমরা ইবনুল 'আসের নামে আয়াত দু'টির বিপরীত ভাষণ শুনান হয়েছে। বস্তুত চিল্লাপত্নীরা ঐ ভাষণ শুনে ঐ অনুসারে আ'মাল করে পরকালে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এবার চিন্তা করে দেখুন, চিল্লাকর্মকর্তারা মানুষদের মিত্র না শত্রু? বস্তুত তারা মিত্রবেশে মনুষ্যদের চরম শত্রু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মাওলানা ইলিয়াস ও মাওলানা জাকারিয়া প্রমুখ ব্যক্তির কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত দ্বীন ধর্মের ক্ষেত্রে যেটুকু অসম্পূর্ণ রেখে গেছেন সেটুকু পূরণ করার জন্য তার অনুসারীরা চেষ্টার আদৌ ক্রটি করছে না। অত্র পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি রোধকল্পে নিম্নে ঘটনার মাত্র ৩টি উল্লেখ করা হলো :

পরকালে হিসাব নিকাশের সময়ে এক ব্যক্তিকে জাহান্নামে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হবে। এ হুকুম শুনা মাত্রই লোকটি অতীব দ্রুত গতিতে জাহান্নামের দিকে দৌঁড়াতে থাকবে। তার এরূপ দৌঁড়ান দেখে আল্লাহ অবাক হয়ে যাবেন। কারণ জাহান্নামে কেউ তো প্রবেশ করতে চায় না। কিন্তু ঐ লোকটি কেন অত দ্রুতবেগে

জাহান্নামে যাওয়ার জন্য দৌঁড়াচ্ছে? তিনি ফেরেশতাকে আদেশ দিবেন তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য। অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, কেন সে তার হুকুম শোনামাত্রই জাহান্নামের দিকে ঐভাবে দৌঁড়াছিল। এর উত্তরে সে বলবে যে, সে তাকে (আল্লাহকে) ভয় করে। তাই তার ঐ আদেশ শুনা মাত্রই সে জাহান্নামের দিকে দৌঁড়াছিল। তখন আল্লাহ বুঝবেন যে সে সত্যই তাঁকে ভয় করে বলেই তার হুকুম শুনা মাত্রই সে ভয়ে জাহান্নামের দিকে দৌঁড়াছিল। অতঃপর তিনি তাকে জান্নাতে যাওয়ার হুকুম দিবেন। ফলতঃ সে জান্নাতে যাবে। ঘটনাটি কুরআনের কোন কোন আয়াতকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য তৈরী করা হয়েছে নিম্নে উহাদের কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

*** ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجركبير**

“যারা অগোচরে আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রয়েছে।” (সূরা : মূলক- ১২)

*** يايها الذين امنوا اتقوا الله**

“ওহে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহকে ভয় কর।” (সূরা : আল-হাশর- ১৮)

*** يايها الناس اتقوا ربكم**

“ওহে লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর।” (সূরা : আল-হাজ্জ- ১)

আল্লাহকে ভয় করা সম্পর্কে বহু আয়াত আছে। এখানে মাত্র তিনটি আয়াত উল্লেখ করা হলো। এ সমস্ত আয়াত নাযিলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য চিল্লাপস্থীরা মোখিকভাবে ঐ ঘটনা বানিয়ে নিয়েছে।

কুরআনের বহু আয়াত হতে জানা যায় যে, যখন পরকালে পাপীরা কুরআন অমান্য করার জন্য শাস্তির সম্মুখীন হতে যাবে তখন তারা পৃথিবীতে ফিরে এসে সংকর্ম করার ও ঈমান আনার ইচ্ছা করবে। কিন্তু তাদেরকে আর অবসর দেয়া হবে না। বস্তুতঃ আল্লাহকে ভয় করার তার প্রতি ঈমান আনার তার ইবাদাত করার স্থান হল পৃথিবী।

(সূরা : আল-আনআম- ৫৮, ইব্রাহীম- ৪৪, শুয়ারা- ১০২ সজদাহ- ১২ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)

وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، حتى اذا جاءوها وفتحت

*** ابوابها**

“যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে চলেছে (তার মনোনীত সমস্ত দ্বীন

ইসলাম মেনে চলেছে) তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং যখন তারা উহার কাছে আসবে তখন উহার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে।”

(সূরা : আয-যুমার- ৭৩)

উল্লিখিত আয়াত হতে জানা যায় যে, কাদেরকে মালাইকাগণ জান্নাতে নিয়ে যাবে। কিন্তু চিল্লাপস্থীরা এ সম্পর্কে কি বলে তা নিম্নে লক্ষ্য করুন—

‘যে ব্যক্তি তাবলীগ জামা'আত এক মাসজিদ হতে অন্য মাসজিদে পৌঁছে দিবে, কিয়ামাতের দিন ফেরেশতাগণ তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবেন। (যানান উক্তি)

যেহেতু তারা অপরিচিত লোক হিসেবে মাসজিদের অবস্থান সম্পর্কে জানে না তাই তারা ঐরূপ ধোঁকা দিয়ে লোকদের সাহায্যে মাসজিদে মাসজিদে গমন করে লোকেরা তাদের ঐরূপ উক্তি শুনে বিশ্বাসের আতিশয্যে জান্নাতে প্রবেশের উদ্দেশ্যে চিল্লা জামা'আতকে মাসজিদে মাসজিদে পৌঁছিয়ে দেয়।

الاترؤازرة وزراخرى * وان ليس للانسان الاماسعى *

“কোন (পাপের বোঝা) বহনকারী অপরের (পাপের) বোঝা বহন করবে না। মানুষ যেটুকু নিজে চেষ্টা করেছে সেইটুকুই তার জন্য।” (সূরা : আন-নাযম- ৩৮-৩৯)

উল্লিখিত আয়াত হতে জানা যায় যে, মানুষ পৃথিবীতে কুরআন হাদীসের বিষয়বস্তুর যেটুকু নিজে আ'মাল করবে সেইটুকুর পুরস্কার তাকে দেয়া হবে। অন্যের আ'মালের কোন অংশই তাকে দেয়া হবে না। বস্তুত যার আ'মাল তার জন্য নির্ধারিত থাকবে।

ان كل من فى السموت والارض الااتى الرحمن عبدا * لقد

احصهم وعدهم عدا * وكلهم اتيه يوم القيمة فردا *

“আকাশমণ্ডলে ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে, দয়াময়ের কাছে বান্দা (দাস) হিসেবে উপস্থিত হবে না। কিয়ামাতের দিন তাদের প্রত্যেকেই তার নিকটে একা একা উপস্থিত হবে।” (সূরা : মারইয়াম- ৯৩-৯৫)

উল্লিখিত আয়াত দু'টি হতে সুনিশ্চিত হওয়া যায় যে, কিয়ামাতের দিন হিসাব নিকাশের সময়ে প্রত্যেকে (নাবীরাও) ব্যক্তিগতভাবে এবং দাস হিসেবে (নিতান্ত করণার পাত্ররূপে) আল্লাহর নিকট উপস্থিত হতে বাধ্য হবে। কিন্তু এ সম্পর্কে চিল্লাপস্থীদের প্রলাপুক্তির দিকে লক্ষ্য করুন—

কিয়ামাতের দিন চিল্লাপস্থীরা পৃথিবীতে যে অবস্থায় তাবলীগী সফরে বের হত

ঠিক ঐ অবস্থায় তারা জান্নাতের দরজায় উপস্থিত হয়ে জান্নাতের দারোয়ানকে জান্নাতের দরজা খুলে দিতে বলবে। দারোয়ান তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করবে। তারা তাদের পরিচয় দিবে। অতঃপর—

ومن شكر فاما يشكر لنفسه *

“যে শুকর করল সে নিজের জন্যই শুকর করল” অর্থাৎ যে আল্লাহর ইবাদাত করবে সে নিজে তার সুফল ভোগ করবে। তাতে তার স্বজন বা অন্য কেউ অংশীদার হবে না।” (সূরা : আন-নামাল- ৪০)

দারোয়ান আল্লাহর নিকটে যেয়ে তাদের সম্পর্কে বলবেন। দারোয়ানের নিকট হতে তাদের সম্পর্কে শুনে আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিতে বলবেন। কিন্তু তারা আর এক রকম আবদার করবে তারা তাদের স্বজনদেরকে না নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। দারোয়ান তাদের এহেন আবদার সম্পর্কে আল্লাহর নিকট অবহিত করবে। এতদ শ্রবণে আল্লাহ তাদের ঐ আবদার পূরণ করবেন অর্থাৎ তিনি তাদের সাথে তাদের পরিবারের লোকদেরকেও জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দিবেন।

লক্ষ্যণীয় যে, ঐ বর্ণনাগুলো কুরআনের প্রকাশ্য আয়াতসমূহের কত বিপরীত! বস্তুত ঐগুলো শুনে মনুষ্যরা মনে করে যে, জান্নাতে যাওয়া অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। তাই তারা কুরআন হাদীসে উল্লিখিত দ্বীন আগ্রহ সহকারে পালন করতে চায় না। বস্তুত তারা তার সামান্য অংশ পালন করেও মনে করে যে, তারা জান্নাতে যাবে।

চিল্লাপস্থীরা মনুষ্যদেরকে তাবলীগী সফর তথা চিল্লার গুরুত্ব বুঝাবার জন্য যে সমস্ত মিথ্যা ঘটনা তৈরী করে নিম্নের বর্ণনাগুলো তাদের অন্যতম—

তাবলীগী সফরে যেয়ে যাদের অর্থ শেষ হয়ে যায় আল্লাহ নাকি অলৌকিকভাবে তাদেরকে অর্থ দান করেন। যেমন কেউ নাকি তার বালিশের নীচে টাকা পায়। কারো মুনাজাতের সময়ে তার হাতে টাকা আসে। এগুলোর কিছুটা সত্য বটে। কেননা চিল্লাপস্থীরা নিজেরা সংগোপনে তার বালিশের নীচে টাকা রেখে দেয় এবং মুনাজাতের সময়ে এমনভাবে তার হাতে টাকা রাখে যে, সে আদৌ বুঝতে পারে না।

কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নিয়ম ঐরূপ ছিল না। কুরআনে দান বা আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য মনুষ্যদেরকে কুরআন হাদীসের বহু স্থানে উৎসাহ দান করা হয়েছে। কোন সময়ে নাবী বা তার সহাবারা আল্লাহর নিকট হতে অদৃশ্যভাবে বা অগোচরে অর্থ পাননি। অতীব জরুরী অবস্থায় (কোন যুদ্ধের সময়ে) আল্লাহর

নির্দেশে নাবী ঈমানদার ব্যক্তিদের নিকট হতে অর্থ চাইতেন। তারা নিজেদের সাধ্যানুসারে আল্লাহর পথে দান করতেন। নিম্নে এ সম্পর্কে একটি মাত্র আয়াত উল্লেখ করা হলো :

وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله والله ميراث السموت والارض،
لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقتل، اولئك اعظم درجة من
الذين انفقوا من بعد وقتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون

খবির *

“তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় করবে না? আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহর। তোমাদের মধ্যে যারা মাক্কাহ বিজয়ের পূর্বে দান করেছে ও যুদ্ধ করেছে (এবং যারা উহার পরে করেছে তারা) সমান নয়। তারা মর্যাদায় উহাদের অপেক্ষা শ্রেয়, যারা মাক্কাহ বিজয়ের পরে দান ও সংগ্রাম করেছে। আল্লাহ তাদের সকলের জন্য মঙ্গলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।” (সূরা : আল-হাদীদ- ১০)

তারা বলে আল্লাহ টাকা দেবে। তাই যখন তারা উক্ত অবস্থায় টাকা পায় তখন তারা মনে করে যে, সত্যই আল্লাহ তাদেরকে টাকা দিয়েছেন।

আল-হামদুলিল্লাহ তাম্বাত বিল খাইর।

প্রমাণপঞ্জী

(১) আল-কুরআন; (২) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু যারীর তাবারী (মৃত্যু ৩১০ হিঃ) রচিত জামিউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, (তাফসীরে তাবারী), মাইমানিয়াহ্ মিসরী ছাপা; (৩) ইমাম আবুল ফিদা ইসমাদিল ইবনু কাসির (মৃত্যু ৭৭৪ হিঃ) রচিত তাফসীরুল কুরআনিল 'আযিম, রিয়ায ছাপা- ১৯৮০ইং সংস্করণ; (৪) ইমাম ফকরুদ্দীন রাজী (মৃত্যু ৬০৬ হিঃ) প্রণিত তাফসীরে কাবীর, তেহরান ছাপা; (৫) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী শাওকানী (মৃত্যু ১২৫০ হিঃ) প্রণিত তাফসীর ফাতহুল কাদীর বৈরুত ছাপা; (৬) মুকাদ্দামাহ্ সহীহ মুসলিম রশীদিয়া, দিল্লী; (৭) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (মৃত্যু ২৪১ হিঃ) রচিত মুসনাদে আহমাদ, মিসরী; (৮) সুনানে আবু দাউদ, কানপুর ছাপা; (৯) মারাসীলে আবু দাউদ, ঐ ছাপা; (১০) মিশকাতুল মাসাবীহ্, রশীদিয়াহ্, দিল্লী; (১১) মালফুযাতে মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহঃ) ইদারাহ্ ইশা'আতে দ্বীনিয়াত দিল্লী ছাপা, মার্চ ১৯৯১ সংস্করণ; (১২) মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়াহ্ (রহঃ) কৃত বড় তাবলীগী নিসাব হাশিয়াওয়ালা, রব্বানী বুক ডিপো, দিল্লী ছাপা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ; (১৩) ওরই ফাযায়িলে আ'মাল, ইদারাহ্ ইশা'আতে দ্বীনিয়াত, নয়াদিল্লী; (১৪) এটির বাংলা অনুবাদ তাবলীগী নিসাব বা ফাযায়িলে আ'মাল, কলকাতার এম বশীর হাসান এন্ড সন্স প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ জুলাই ১৯১৯ইং; (১৫) ওরই রচিত ফাযায়িলে আ'মাল- ২য় খণ্ড মাদীনা বুক ডিপো দিল্লী ছাপা; (১৬) ওরই তারিখে মাশাইখ চিশত ইশা'আতুল উলুম সাহারানপুর ছাপা ১৯৭৩ইং সংস্করণ। (১৭) মাওলানা মুহাম্মাদ ইনসুফ রচিত হায়াতুস সহাবাহ্ এর উর্দু তরজমা, ইদারাহ্ ইশা'আতে দ্বীনিয়াত নয়াদিল্লী; (১৮) মাওলানা আবুল হাসান 'আলী নদভীর মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর তাবলীগী কি দ্বীনী দা'ওয়াত; (১৯) মাওলানা আব্দুর রহমান উমরী রচিত তাবলীগী জামা'আত আওর উসকা নিসাব দারুল কিতাব, নয়াদিল্লী ১৯৮৮ইং সংস্করণ; (২০) তাবিশ মাহদীর তাবলীগী জামা'আত আপনে বানী কে মালফুযাত কে আয়ীনে মৈ, মাকতাবা ঈমান দেওবন্দ ছাপা, ১৯৮৫ইং সংস্করণ; (২১) নায্যারে ইবনু ইব্রাহীম আল-জারবু রচিত অরফাতুন মাঅ জামা'আতিতে তাবলীগ রিয়ায ছাপা- ২য় সংস্করণ ১৪১০ হিজরী সংস্করণ; (২২) নিসার আহমাদ পাটনকর প্রণিত তাবলীগী নিসাব ইয়া তাখরীবী নিসাব ফাযায়িলে আ'মাল ইয়া বারবাদিয়ে আ'মাল, ইদারাহ্ আহলে সুন্নাত অল জামা'আত বোম্বাই ছাপা ১৯৯১ইং সংস্করণ। (২৩) মাওলানা সাঈদ আহমাদ আকবারাবাদী সম্পাদিত মাসিক বুরহান দিল্লী ১৯৫২ সালে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা; (২৪) মুনসী আব্দুর রহমান খান রচিত সীরাতে আশরাফ ইদারাহ্ নাশরুল মা'আরিফ মুলতান, পাকিস্তান, সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ইং সংস্করণ; (২৫) মাওলানা 'আযীযুল হাসান রচিত আশরাফুস সাওয়ানিহ্; (২৬) মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াবুব নানোতভীর মাকতুবাতে ওয়া বিইয়াযি ইয়াকুব ওয়ার্ল্ড ইসলামিক পাবলিকেশন্স, দিল্লী ১৯৮০ইং সংস্করণ; (২৭) মাওলানা আব্দুর রউফ দারাপুরীর আসাহুস সিয়ার রহীমিয়াহ্ দেওবন্দী ছাপা; (২৮) সাইয়িদ জালালুদ্দীন উমরীর মারুফ ওয়ায়ুনকার মারকাযী মাকতাবাহ্ ইসলামী, দিল্লী, ২য়

সংস্করণ ১৯৮৫; (২৯) খালীক আহমাদ নিয়ামীর তারীখে মাশায়িখে চিশত নদঅতুল মুসান্নিফীন দিল্লী ১৯৫৩ইং সংস্করণ; (৩০) ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (মৃত্যু ৭২৮ হিঃ) রচিত মাজমুউ ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রিয়ায ছাপা; (৩১) হাফিয ইবনু হাজার আক্কালানী (মৃত্যু ৮৫২ হিঃ) রচিত তাহযুবুত তাহযীব দারুল ইয়াহইয়া তুরাসিল আরাবী ১৯৯১ইং সংস্করণ; (৩২) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ খাতীব তাবরীয়ীর আলইকমাল ফী আসমায়ির রমীদিয়াহ, দিল্লী ছাপা; (৩৩) হাফিয ইবনু কাসীরের আলবিদায়াহ অননিহাইয়া বৈরুত ছাপা, ১৯৮৫ইং সংস্করণ; (৩৪) ইমাম 'আলী ইবনু হাযম (মৃত্যু ৪৫৬ হিঃ) রচিত আলাইহকা মফী উসুলিল আহকাম মাতবাআহ নাহযাহ মিসরী ১৩৪৭ হিঃ সংস্করণ; (৩৫) আবু ইসহাক শীরাযু (মৃত্যু ৪৭৬ হিঃ) কৃত আত্তাহরীর ফী উসুলিল ফিকহি মাতবাআহ মুস্তাফাল বাবী আলহালাবী মিসর, ১৩৫১ইং সংস্করণ; (৩৬) আব্দুল্লাহ মুহিবুল্লাহ বিহারীর মুসান্নামুস সুবুত নশলকিশোর লাখনাউ ছাপা, (৩৮) ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শারানীর আলয়াওয়াকীত আল-জাওয়াহির ফী বায়ানি আকা যিদিল আকাবির মাতবাআহ মুস্তাফাল বাবী আহল-হালাবী, মিসর ১৩৫১ইং সংস্করণ; (৩৯) তুহফাতুল আখ্যার ফী বায়ানি সুন্নাতী সাইয়িদিল আবরার ফারুকী, দিল্লী ছাপা; (৪০) ইমাম ইবনু আব্দুল বারুর এর জামিউ বায়ানিল 'ইলম অফাযলিহী; (৪১) মুহাম্মাদ ইবনু আবু বাকুর ইবনুল কাইয়িম (মৃত ৭৫১ হিঃ) এর ইলামুল মুঅককিয়ীন আন রব্বিল 'আলামীন; (৪২) শাহ আলিউল্লাহ দেহলভী হুজ্বাতুল্লাহিল বালিগাহ রশীদিয়াহ দিল্লী ১৩৭৪ইং সংস্করণ; (৪৩) ওরই ইকদুল জীদ; (৪৪) ইমাম সলিহ ইবনু মুহাম্মাদ ওরফে ফুল্লানী (মৃত্যু ১২১৮ হিঃ) এর ঈকাযুহিমামি উলিল আবসার দারু নাশরিল কুতুবিল ইসলামিয়াহ গুজরানওয়ালা পাকিস্তান ১ম সংস্করণ, ১৯৭৫ইং; (৪৫) আব্দুল্লাহ জামালুদ্দীন কাসিমীর কাওয়াদিদুত তাহদীস; (৪৬) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সীরীনের তাবীরুর রুয়ার উর্দু তরজমা মাকতাবা নূর নয়াদিল্লী, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ইং সংস্করণ; (৪৭) মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কাওকান উমরীর ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ মাদীনার বারকী প্রেস, মাদ্রাজ ১৯৫৯ইং সংস্করণ; (৪৮) মাওলানা যিয়াউদ্দীন ইসলামীর তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন ১ম ভাগ আযমগড় ছাপা ১৯৬৮ইং সংস্করণ; (৪৯) 'আব্দুল্লাহ মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদীর 'আলকামুস নওলকিশোর লাখনাউ ছাপা; (৫০) 'আব্দুল্লাহ হাফীয বালয়্যাভীর মিসবাহুল লুগাত মাকতাবাহ বুরহান দিল্লী ছাপা ১৯৫৭ ফেব্রুয়ারী সংস্করণ; (৫১) মৌলভী মুহাম্মাদ রফী ও মাওলানা অকী কৃত জামিউল লুগাত উর্দু ইলাহাবাদ ছাপা, ১৯৬২ইং সংস্করণ; (৫২) দেওবন্দী আলা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কীর কুল্লিয়াতে ইমদাদিয়াহ; (৫৩) মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানোতভীর তাহযীরুন রাস মাকতাবায়ি ফাইয দেওবন্দী ছাপা; (৫৪) 'আব্দুল্লাহ শাহ আব্দুল 'আযীয দেহলভীর তাকসীরে 'আযীযী, কলকাতা ছাপা; (৫৫) মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ীর তরীকে মুহাম্মাদী আনসা রুস সুন্নাহ, কলকাতা ছাপা; (৫৬) তাবাকাতে ইবনু সাদ, বৈরুত ছাপা ১৯৯০ইং সংস্করণ।

আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা-এর প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য বইসমূহ

- ১। সহীহ মুসলিম ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড-সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত।
- ২। মিশকাতুল মাসাবীহ (সহীহ ও যঈফ তাহকীক্ নাসিরুদ্দীন আলবানী)-অনুবাদ : মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী।
- ৫। বুলুগুল মারাম (পূর্ণাঙ্গ)-সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত।
- ৬। আর রাহীকুল মাখতুম-আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী।
- ৭। আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা (১ম ও ২য় খণ্ড)-শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী
- ৮। পাকা মাযার ও বিভিন্ন পাপাচার- ঐ
- ৯। কাদিয়ানী কাহিনী গোলাম আহমাদীদের জবানী- ঐ
- ১০। ইলিয়াসী তাবলীগ ও দীনে ইসলামের তাবলীগ- ঐ
- ১১। প্রচলিত নামায বনাম রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায,
বিশ রাক'আত তারাবীহর জাল দলীল,
নামাযের বিধান সূচী (একত্রে) -মুফতী মাওলানা আবদুর রউফ।
- ১২। আহলে হাদীসদের বিরুদ্ধে বিযোদগারের তত্ত্ব রহস্য- ঐ
- ১৩। অধঃপতনের অতল তলে-আবু তাহের বর্দ্ধমানী।
- ১৪। কাট হুজ্জতির জওয়াব- ঐ
- ১৫। মৌলুদ শরীফ- ঐ
- ১৬। তুহফায়ে হাজ্জ-মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী।
- ১৭। ইসলামী বিবাহ পদ্ধতি ও স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন-শাইখ
আহমাদুল্লাহ রাহমানী নাসিরাবাদী।
- ১৮। রুকু'র পূর্বে ও পরে সলাতে দাঁড়ানো অবস্থায় হস্তদ্বয় বাঁধা
সম্পর্কে-এ.কিউ.এম বিলাল হোসাইন রাহমানী
- ১৯। নামাযে বুকে হাত বাঁধা ও স্বশব্দে আমীন-গুজাউল হক
- ২০। মীলাদুন্নবী, ইসলামের দৃষ্টিতে মুহারররম, ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ
(একত্রে)-আল্লামা হাবীবুল্লাহ খান রাহমানী।
- ২১। শাইখুল কুল সাইয়্যেদ নাযির হুসাইন-ড. মুজীবুর রহমান।
- ২২। ওহাবী আন্দোলন সম্পর্কিত এক ঐতিহাসিক ভ্রান্তির নিবসন-
-ড. মুহাম্মাদ বিন সা'দ আল শুয়া'ইর।